নবসংহিতা

অর্থাৎ

নববিধানস্থ আর্য্যগণের জন্য পবিত্র বিধিনিচয়

নববিধানাচার্য্য

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন

কর্ত্তৃক ইংরাজীতে নিবদ্ধ "THE NEW SAMHITA"র

বঙ্গানুবাদ

নববিধান পাব্‌লিকেশন্‌ কমিটী

"ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির"

৯৫নং কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

সংস্করণ-পরিচয়

"শ্রীমদাচার্য্যদেব নবসংহিতার বাঙ্গলা অনুবাদ স্বয়ং করিবেন বলিয়া ইচ্ছা করিয়াছিলেন, ভগবানের আহ্বানে তাঁহাকে অতি সত্বরেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইল বলিয়া একার্য্য অসম্পূর্ণ ছিল। ভক্তিভাজন প্রচারক শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য-নাথ সান্ন্যাল মহাশয়ের অনুগ্রহে ইহা অনুবাদিত হইয়াছে। ভক্তিভাজন উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় ইহা অতি যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে দেখিয়া দিয়াছেন। আমরা এই উভয় মহাত্মার প্রতিই এই কার্য্যের জন্য বিশেষরূপে কৃতজ্ঞতাঋণে আবদ্ধ রহিলাম। সময়ের অল্পতা বশতঃ এবং বাঙ্গলা ভাষায় ইংরাজি বাক্যের ঠিক অনুরূপ শব্দের অভাবে, স্থানে স্থানে ভাব-প্রকাশের ত্রুটি হইয়াছে, পাঠকবৃন্দ কৃপা করিয়া সে সকল অপরাধ ক্ষমা করিবেন। ভবিষ্যতে ইহা পুনর্মুদ্রিত কালে যাহাতে সে সকল দোষ শোধিত হয়, তৎপক্ষে যত্নবান হওয়া যাইবে। নববিধানবাদীদিগকে ও অপরাপর সমস্ত গৃহস্থকে এক এক খানি নবসংহিতা গৃহে রাখিবার জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি। ইহা যে সকল গৃহস্থেরই বিশেষ উপকারে আসিবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।"

ভূমিকা ১ম সংস্করণ।

নবসংহিতার প্রথম সংস্করণ ১৮০৭ শক, মাঘ। ৭২ নং আপার সারকিউলার রোড। বিধানযন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও ব্রাহ্ম ট্রাক্ট সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ ১২৯৮ সাল ৭৮ নং আপার সারকিউলার রোড বিধান-যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও ব্রাহ্ম ট্রাক্ট সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে 'আচার্য্যের প্রার্থনা' ৭ জুলাই ১৮৮৩ খৃঃ দেওয়া হয়। তৃতীয় সংস্করণে ১৩১৩ সালে ও চতুর্থ সংস্করণ ১৮৪২ শক—১৯২০ খৃঃ প্রকাশিত হয়। কোন পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন হয় নাই। পঞ্চম সংস্করণ ১৮৫৯ শক—১৯৩৮ খৃঃ নববিধান প্রেসে (৩ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট) শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক, নববিধান পাব্লিকেশন কমিটী ৯৫ নং কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত হয়। New Dispensation পত্রিকায় ১৮৮৩ খৃঃ, ২রা সেপ্টেম্বর প্রকাশিত The New Law প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ দেওয়া হয়।

বইটী ১৮২২ শকে উপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক সংস্কৃতে এবং ১৮১৩ শকে শ্রীশশিভূষণ তালুকদার মহাশয় কর্ত্তৃক পদ্যে অনুবাদিত হয়। বইটী উড়িয়া, হিন্দী ও উর্দ্দুতে অনুবাদিত হয়।

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা

শ্রীমৎ আচার্য্যের প্রার্থনা

হিমালয়, সিমলা, ৭ই জুলাই, ১৮৮৩ খৃঃ

হে দীনদয়াল, হে ধর্ম্মরাজ, গৃহস্থের বিধি তুমি যদি প্রচার করিতেছ, তবে গৃহস্থকে বল দাও, যেন সে সেই বিধি পালন করিতে পারে। আমরা, হে ঈশ্বর, কেন অশুদ্ধ থাকিব, কেন স্বেচ্ছাচারে দিন কাটাইব, যদি গরিব বলিয়া যে যেখানে আছে, সকলকে তুমি বিধি দাও? জননি, এই বিধিতে কেবল আমরা ভাল হইব, তাহা নয়; তোমার পুত্র কন্যা যে যেখানে থাকিবে, লক্ষণ দেখিয়া বুঝিয়া লইব। সেবকের ধন, সেবকদের তোমার বিধি দাও, আর পাপাচার না হয়, স্বেচ্ছাচার না হয়। এইটি তুমি চাও, প্রত্যেকে সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত ঠিক নিয়মগুলি পালন করেন। তোমার মনে বড় সাধ ছিল যে, "আমার গৃহস্থগুলিকে আমি চিনিয়া লইব।" সেই দিন ত আসিয়াছে, ঠাকুর। এইবার অনায়াসে বাঁধিতে পার, এইবার ত অনায়াসে পৃথিবীকে দেখাইতে পার তোমার লোকদিগকে। এইবার আমরা তোমার বিধিতে তোমার ঘর সাজাই। সাধকের ধন, হে ঈশ্বর, যদি এ নিয়ম সত্ত্বেও সাধকেরা, যাহা ইচ্ছা, তাহাই করে, তাহা হইলে বুঝিব, দয়াসিন্ধু আমাদের রাজা নন। কাগজে পর্য্যন্ত যখন লেখা হইল, তখন ত আর ওজর করিতে

পারে না যে, কি করিব ? নাড়ী নক্ষত্র পর্য্যন্ত লেখা হইল, এখন দেখুন সকলে, তোমার কি বিধি। একবার পৃথিবীকে দেখাইয়া দিন, তাহা হইলে বলিবে, "ইঁহারাই স্বর্গের লোক। আহা, এমন ঘরের নিয়ম, এমন খাওয়া দাওয়ার বিধি, এমন আর কোথায় দেখিব ? ইঁহারা মা দেবীকে যথার্থ দেখিয়াছেন।" আর তুমি মনে মনে হাসিতেছ, আর বলিতেছ, "আরও পরিবার হউক।" এইবার, মা, ইহাদের টানিয়া লও। সদাচার ব্রহ্মচারী যাঁহারা, তাঁহারা এই নিয়ম লউন। আর যদি, দেবী, তোমার নিয়ম লেখাই রহিল, কেহ মানিল না, তাহা হইলে লোকে বলিবে, "মা নিয়ম করিলেন, কিন্তু কেহ লইল না।" মা, তাই বলিতেছি, সমস্ত ভারতবর্ষের লোক তোমার এই বিধি লউন। মা, একবার তুমি মহারাণী হইয়া, সিংহাসনে বসিয়া আদেশ প্রচার কর। মা, আমরা যেন তোমার আশীর্ব্বাদে সমুদয় স্বেচ্ছাচার অবিশ্বাস দূর করিয়া, তুমি যাহা বলিবে, যাহা লিখিয়া দিবে, সব গ্রহণ করিয়া, সদাচারের পথে থাকিয়া, দিন দিন শুদ্ধ ও পবিত্র হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

নববিধি

(১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বরের The New Dispensation হইতে "The New Law"র বঙ্গানুবাদ)

কালের গতি পরিষ্কাররূপে সংগঠনের প্রয়োজন দেখাইয়া দিতেছে। স্বর্গ হইতে আহ্বান আসিয়াছে—আমাদিগকে সমাজবদ্ধ ও সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। আমাদের প্রভু জগৎপতি যখন তাঁহার আদেশ প্রচার করেন, তখন কে আর তাহা উপেক্ষা বা অগ্রাহ্য করিতে পারে? প্রভু বলিলেন, বিচ্ছিন্ন ঈস্রাইলগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতেই হইবে। বিশৃঙ্খল ও দুর্ব্বিনীত সৈন্যদিগকে নিয়মাধীন ও সুশৃঙ্খল করিতে হইবে, এবং সত্বর বিশ্বস্ত সৈন্যসকলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে। পরিব্রাজক ও গৃহহীনদিগকে গৃহে ফিরাইয়া আনিতে হইবে, এবং পারিবারিক স্নেহবন্ধন ও আত্মীয়তাদ্বারা মিলিত করিতে হইবে, এবং ঈশ্বর-সন্তানদিগের গৃহ ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাঁহার অনুগৃহীত জাতি অন্য কাহারও অধীন হইয়া, পরস্পর হইতে আর বিচ্ছিন্ন থাকিবে না; কিন্তু তাহারা ঈশ্বরের অধীন থাকিয়া, নববিধানের পবিত্র নগরে সকলে একত্রে বাস করিবে। বিধিহীন দলের নরনারীগণ শান্তিতে ও ঐক্যে নিয়মের রাজ্যে বাস করিবে। আমাদের বিশ্বাস, ইহাই জগৎপতির আদেশ;

আমরা সত্বর তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে চালিত হইব। নব-সংহিতা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে, এবং ইহা আমাদের মধ্যে প্রচারের জন্য যথারীতি একটি দিন ধার্য্য হইবে, যে দিন অরাজকতা, স্বেচ্ছাচার ও বিধিহীনতার যুগের অবসান হইবে এবং শৃঙ্খলা, সমন্বয় ও নিয়মের রাজ্য লইয়া আসিবে। রাজধানীর ও অন্যান্য প্রদেশস্থ আমাদের সমাজগুলির এবং স্বর্গীয় বিধানের একনিষ্ঠ ভক্তগণের, সকল প্রকার সামাজিক ও পারিবারিক ব্যাপারে, নিজেদের পরিচালনার্থ ও অনুষ্ঠানগুলিকে নিয়মিতকরণার্থ, এই বিধি গ্রহণ ও স্বীকার করা উচিত। এই সংহিতাকে নূতন জড়সংহিতা হইতে দিও না। ইহা অভ্রান্ত শাস্ত্র নহে, ইহা আমাদের পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ নহে। ইহা কেবল মাত্র ভারতবর্ষের নূতন মণ্ডলীর আর্য্যদিগের জাতীয় বিধি, যাহাতে নববিধানের বিশেষভাব সামাজিক জীবনে প্রয়োগের প্রথা নিবদ্ধ আছে। ইহা ঈশ্বর-প্রদত্ত নৈতিক বিধির সার, যাহা নব্য হিন্দুদিগের বিশেষ অভাব ও গঠনের উপযোগী, এবং তাহাদের জাতীয় ভাব ও সংস্কৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতের নব ধর্ম্মমণ্ডলীর প্রতি স্বর্গের এই পবিত্র অনুজ্ঞা ভাবতঃ গ্রহণীয়, আক্ষরিক নহে।

পবিত্র মণ্ডলীর অনুজ্ঞা পালন করিতে ভারতবর্ষে কতজন প্রস্তুত? কয়টি পরিবার নববিধির আনুগত্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত? ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে তাঁহাদিগকে দলে দলে অগ্রসর হইতে দাও, এবং শুধু মত ও বিশ্বাসে নহে, সুনিয়ন্ত্রিত ভিত্তিতে স্থাপিত বিধিদ্বারা তাঁহাদের দৈনিক জীবনে সঙ্ঘবদ্ধ

হইতে দাও। এক ঈশ্বর, এক শাস্ত্র, এক বিধি, এক অভিষেক, এক গৃহ—আমাদিগকে ভ্রাতৃত্বের মহামিলনে আবদ্ধ করিবে। তাহার বিরুদ্ধে কোন শত্রু জয়যুক্ত হইতে পারিবে না এবং পাপের সকল শক্তি শেষে পরাভূত হইবে। উপযুক্ত সময় আসিয়াছে, আমাদের ভ্রাতাদিগকে প্রস্তুত হইতে দাও। অতএব আমরা ইহার ভাষার নিকট মস্তক অবনত না করিয়া, ইহার ভাব ও শক্তির দ্বারা চালিত হইব।

নবসংহিতা

উদ্বোধন

হে অনন্ত-জ্ঞান, এই পুণ্যভূমিতে ভ্রাতা এবং ভগ্নীর যে অভিনব মণ্ডলী তুমি সংস্থাপন করিয়াছ, তাহার পরিচালনার্থ তোমার নূতন বিধি যথাযথরূপে প্রচারের জন্য, তোমার প্রেরিত এবং সেবককে আলোক প্রদান কর।

২। প্রত্যেক হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে তোমার বিধি তুমি লিখিয়া দাও, দেশের সীমা হইতে সীমান্তরে বজ্রধ্বনিতে তাহা ঘোষণা কর, এবং তোমার পুত্র এবং কন্যাগণ যাহাতে পরম-নিয়ন্তার অনুজ্ঞার সম্মুখে প্রণত হয়, তাহা কর।

৩। পবিত্র হিমাচলের উপরে তোমার পবিত্রাত্মা অবতীর্ণ হউন, এবং যে বিধির অনুসরণ দ্বারা পবিত্রভাবে জীবন যাপন করা যায়, প্রত্যাশাপন্ন ভারতসমক্ষে তাহা তিনি প্রকাশ করুন। তুমি যেমন কথা কহিতে থাকিবে, তোমার বাণী প্রত্যেক বিশ্বাসী হৃদয়ে যেন প্রতিধ্বনিত হয়; এবং হে পরাক্রম-শালী রাজা, প্রত্যেক রাজভক্ত আত্মা যেন তচ্ছ্রবণে কম্পিত হয় এবং তাহা পালন করে।

৪। কারণ, তোমার শাসনব্যবস্থা কাগজে লিখিত নহে, অথবা তোমার বিধি কোন পুস্তকও নহে। কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিধি তুমি আত্মিকভাবে আত্মার মধ্যে মৃদুস্বরে বলিয়া থাক।

৫। এই বিজ্ঞানপ্রধান সময়ে কোন বিশেষ মনোনীত জন কয়েক শিষ্যের নিকটে যে তুমি কথা কহ, তাহা নহে; কিন্তু দেশের মধ্যে তোমার যত যত প্রেরিত, আচার্য্য, সেবক এবং সাধকবৃন্দ আছেন,—এমন কি, অতি সামান্য বিশ্বাসী পর্য্যন্ত,—সকলের সঙ্গেই তুমি কথা কহিয়া থাক। হৃদয়-মন্দিরে তোমার প্রেরিত সংবাদ আলোক এবং শক্তির আকারে সমাগত হইবে, এবং প্রভু পরমেশ্বরের প্রদর্শিত প্রমাণস্বরূপ জানিয়া, তোমার সমস্ত মণ্ডলী এবং সমস্ত পরিবার আহ্লাদের সহিত তাহা গ্রহণ করিবে।

৬। অতএব, হে ভারতের পবিত্র ঈশ্বর, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের দেবতা, আমাদের নিকট কথা কহ, এবং নূতন ধর্ম্মসমাজের লোকদিগের সম্মুখে তোমার নবসংহিতা ঘোষণা কর।

বাসভবন

বিশ্বাসী ব্যক্তি তাঁহার বাসগৃহকে এমন পরিষ্কার এবং সুশৃঙ্খলাসম্পন্ন করিয়া রাখিবেন যে, যে কেহ ইহা দেখিবে, বলিবে, সত্য সত্যই ইহা ঈশ্বরের নিকেতন, তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ এখানে বর্ত্তমান।

২। কেন না, দেবত্বের পরেই পরিচ্ছন্নতা। এবং যে কোন ব্যক্তি আমাদের পরমেশ্বরকে ভালবাসেন, তাঁহার প্রতি এই অনুজ্ঞা যে, তিনি আপন আত্মাকে পরিষ্কৃত রাখেন, আপন শরীরকে পরিষ্কৃত রাখেন এবং আপন বাসস্থানকে পরিষ্কৃত রাখেন, যেন ইহার প্রত্যেকটিই ঈশ্বরের উপযুক্ত মন্দিরস্বরূপ হয়।

৩। বাসগৃহ এবং তদন্তর্গত সামগ্রী সমস্ত ঈশ্বর হইতে সমাগত, এবং গৃহস্বামী তাহাদিগকে পবিত্র দানস্বরূপ জানিয়া শ্রদ্ধা করিবেন, এবং সদুদ্দেশে, এমন কি পরমেশ্বরের সেই পবিত্র নামকে এবং তাঁহার পরিবারের ঐহিক ও পারমার্থিক সুখকে মহিমান্বিত করিবার জন্য তৎসমুদয় ব্যবহার করিবেন।

৪। যে ঈশ্বরের সামগ্রী অপহরণ করে এবং তাহাদিগকে নিজস্ব বলিয়া মনে করে, গৃহ এবং তৎসংক্রান্ত পদার্থসমূহকে পার্থিব এবং দেববর্জ্জিত জ্ঞানে অশ্রদ্ধা অথবা অমিতাচারিতার সহিত কিম্বা ইন্দ্রিয়সুখ এবং অবিশুদ্ধ অভিপ্রায়ে ব্যবহার করে, তাহাকে ধিক্!

৫। যেমন ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, সেইরূপে প্রত্যেক গৃহস্বামী যথানিয়মে সমস্ত দ্রব্যাদিসহ তাঁহার বাসভবনকে ঈশ্বরের পদে এই প্রকারে উৎসর্গ করিবেন :—

৬। হে গৃহদেবতা, এই বাসভবন এবং এতৎসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবহার্য্য বস্তু আমি তোমার চরণে উৎসর্গ করিতেছি। ইহাকে আশীর্ব্বাদ কর এবং শুদ্ধ করিয়া দাও, এবং ইহার অধিবাসীদিগকেও আশীর্ব্বাদ কর।

৭। বাসভবনের সমুদায় সামগ্রী যাহাতে পরিষ্কার, উজ্জ্বল, পবিত্র এবং নির্ম্মল থাকে, এবং ঈশ্বরের গৃহ যাহাতে ধূলি বা গলিত ও দুর্গন্ধ সামগ্রীতে দূষিত না হয়, গৃহস্বামী এইরূপ করিবেন।

৮। বাসভবনের প্রত্যেক গৃহ প্রতিদিন পরিষ্কার করিতে হইবে, এবং উহার সমস্ত ধূলি ও মলিনতা দূর করিয়া ফেলিতে হইবে। তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে জল এবং শোধক পদার্থ ব্যবহার করিবে। এবং গৃহাভ্যন্তরে বিশুদ্ধ বায়ু এবং সূর্য্যরশ্মি-সঞ্চরণের কোন বাধা থাকিবে না।

৯। পরমেশ্বরের নিকট দুর্গন্ধ অতীব ঘৃণার্হ, এবং অসৌষ্ঠব ও বিশৃঙ্খলাকে তিনি প্রশ্রয় দেন না।

১০। কারণ, আমাদের ঈশ্বর ফলোপধায়িতা এবং সৌন্দর্য্য উভয়ই ভালবাসেন। তিনি স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যকরী ব্যবস্থা, সুশৃঙ্খলা এবং শোভাও চাহেন।

১১। ভগবান্ বলিয়াছেন, তাঁহার সাধকগণ যে গৃহে

বাস করিবে, তাহা পবিত্র এবং প্রিয়দর্শন একখানি ছবির মত হইবে।

১২। অতএব প্রতিদিন প্রাতে ইহাকে সুরুচি-সহকারে নবজাত পুষ্পপত্রে এমনি সজ্জিত কর যে, তাহারা আপনাদের সমুজ্জ্বল বর্ণে যেন নয়নকে এবং সুমিষ্ট আঘ্রাণে হৃদয়কে আহ্লাদিত করে। এবং ঈশ্বরের গৃহে ধূপ ধূনার সুগন্ধ বিস্তার হউক।

১৩। কেবল একটি গৃহে কিম্বা বাটির কোন এক নির্জ্জন অংশে বিশুদ্ধতা এবং সৌন্দর্য্যবিধানের নিয়ম প্রতিপালিত হইবে, তাহা নহে ; দেবালয়, বহির্ভবন, পাঠগৃহ, শয়নমন্দির, স্নান ও ভোজনাগার এবং রন্ধনশালা, অশ্বশালা, ভৃত্যবর্গের বাসস্থান এবং উদ্যান, প্রত্যেক এবং সমস্ত স্থানে স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্য বিরাজ করিবে।

১৪। শয্যা পরিষ্কৃত রাখিবে, বস্ত্রাগারে বস্ত্র সকল উত্তমরূপে সজ্জিত থাকিবে। এবং পুস্তকালয়ের পাঠ্যগ্রন্থ, গৃহসজ্জার সমগ্রী,—ধাতু, কাচ ও মৃন্ময়পাত্র, রন্ধনপাত্র এবং অন্যান্য যাবতীয় গৃহসামগ্রী যথাস্থানে সুরুচি-সহকারে রক্ষিত হইবে।

১৫। দেবালয় অর্থাৎ প্রাত্যহিক উপাসনার স্থানটির প্রতি অধিকতম দৃষ্টি রাখিতে হইবে, এবং গৃহবেদীকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান করিবে। দেবালয়স্থ বেদী, সঙ্গীত-পুস্তক, শ্লোকসংগ্রহ গ্রন্থ, ভক্তবৃন্দের বসিবার আসন, একতারা

প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র এবং পুষ্পাধারগুলিকে পরিষ্কার রাখিবে; এবং পুরস্ত্রীগণ প্রতিদিন প্রাতে সদ্যোজাত ফুলে এই দেবালয়কে সুশোভিত করিবেন।

১৬। দেবালয়ের ভিত্তির চারিধারে উপযোগী মন্ত্র সকল অঙ্কিত অথবা লম্বিত থাকিবে; কিন্তু তথায় শিক্ষা বা শ্রীসম্পাদনার্থ কোন প্রকার পুত্তলিকা, ছবি, মূর্ত্তি অথবা পৌত্তলিকতার নিদর্শন থাকিবে না।

১৭। শান্তি এবং সম্মিলনসূচক নিম্নলিখিত উৎকৃষ্ট শ্লোকটি উহার প্রকাশ্য স্থলে ক্ষোদিত থাকিতে পারে :—

সহৃদয়ং সাম্মনস্যমবিদ্বেষং কৃণোমি বঃ।
অন্যোন্যমভিহর্য্যত বৎসং জাতমিবাঘ্ন্যা॥
অনুব্রতঃ পিতুঃ পুত্রো মাত্রা ভবতু সম্মনাঃ।
জায়া পত্যে মধুমতীং বাচং বদতু শান্তিবাম্॥
মা ভ্রাতা ভ্রাতরং দ্বিক্ষন্মা স্বসারমুত স্বসা।
সম্যঞ্চঃ সব্রতা ভূত্বা বাচং বদতু ভদ্রয়া॥

অথর্ব্ববেদ—৩।৩০।১—৩॥

তোমাদিগের মধ্যে সহৃদয়তা, সমচিত্ততা এবং অবিদ্বেষ বিধান করি। নবজাত-বৎস-দর্শনে গাভী যেমন হৃষ্টা হয়, তোমরা পরস্পরে তেমনি আনন্দিত হও। পুত্র পিতার অনুগামী হউক, এবং মাতার সহিত একমনা হউক; পত্নী স্বামীর সহিত অবিরোধী থাকিয়া তাঁহাকে মধুর বাক্য বলুক। ভ্রাতা যেন ভ্রাতাকে, ভগিনী যেন ভগিনীকে

দ্বেষ না করে। মনোজ্ঞ এবং সমানব্রতধারী হইয়া সকলে ভদ্রবাক্য বলুক।

১৮। এবং গৃহী ব্যক্তির মহোচ্চ কর্ত্তব্যোপদেশক নিম্ন-লিখিত বচনটি শ্লোকের ন্যায় ব্যবহৃত হইতে পারে ঃ—

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাত্তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র—৮।২২॥

ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবে এবং যে যে কর্ম্ম করিবে, তাহা ব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবে।

১৯। ঈদৃশ পরিষ্কৃত, বিশুদ্ধ এবং উত্তমরূপে ব্যবস্থাপিত ও উপরোক্তরূপ শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে নিয়মিত গৃহ বাস্তবিকই শ্রী, সম্পদ্ ও আনন্দবিধায়িনী প্রসন্নবদনা জননী গৃহলক্ষ্মীর বাসস্থান। এবং যে সকল স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা, এমন কি ভৃত্য এবং গৃহপালিত পশুপালও, যাহারা ইহার আশ্রয়ে বাস করে, তাহারা নিশ্চয় ধন্য হইবে।

২০। এইরূপ গৃহের চতুষ্পার্শ্বস্থ ভিত্তি পর্য্যন্ত ব্রহ্মস্তোত্র গান করিবে, এবং তন্মধ্যস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি এবং বস্তু নব-বিধানের ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করিবে।

গৃহস্থ

গৃহস্থ প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবে; কিন্তু অতি প্রত্যূষেও নহে, কখন অধিক বিলম্বেও নহে।

২। ঈশ্বর তাঁহার লোকদিগকে সাত ঘণ্টা কাল নিদ্রা যাইতে আদেশ করিয়াছেন; বিজ্ঞান ইহার প্রমাণ। অতএব যখন তিনি জাগিবার জন্য ডাকেন, তখন কোন অলস ব্যক্তি যেন না বলে,—আরও একটু নিদ্রা, আরও একটু তন্দ্রা।

৩। ঈশ্বরাদেশে গতক্লম ও নবীভূত হইয়া গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক গৃহী ব্যক্তি নব উষার নব আলোক ও নবসমীরণসম্বলিত হর্ষপূর্ণ দেবসম্ভাষণমধ্যে প্রভু পরমেশ্বরের স্তুতিবাদ করিবে।

৪। এবং বসিয়া বা জানুপরি উপবেশন করিয়া অথবা দণ্ডায়মান হইয়া বলিবে, "হে মঙ্গলময় পরমেশ্বর, তোমাকে ধন্যবাদ যে, আর একটি দিবস দেখিবার জন্য আমি জীবিত রহিলাম। আমাকে এরূপ আশীর্ব্বাদ কর এবং পরিচালন কর, যেন অদ্যকার দিন আমার পক্ষে পুণ্য ও শান্তির দিন হয়।"

৫। যেমন আত্মার জন্য, তেমনি শরীরের জন্যও ব্যায়াম প্রয়োজন। যাহাতে মাংসপেশী সকল সুদৃঢ় হয়, বিশুদ্ধ বায়ু দেহমধ্যে প্রবেশ করে, রক্ত-সঞ্চালন এবং স্বাস্থ্য বল বৃদ্ধি হয়, তাহার জন্য প্রত্যেক বিশ্বাসী ব্যক্তি দিবসের কোন সময়ে (প্রাতঃকালই তৎকার্য্যের জন্য প্রশস্ত সময়) মনোযোগের সহিত কিছুকাল পরিমিতরূপে অঙ্গচালনা করিবে।

৬। যে শরীরের প্রতি অবহেলা করে, সে আত্মার বাসগৃহের প্রতি উপেক্ষা করে, এবং বিধাতার নিয়মকে উল্লঙ্ঘন করে।

৭। কেন না, স্বাস্থ্যের নিয়মাবলী ঈশ্বরেরই নিয়মাবলী। এবং যে কেহ ইহা ভঙ্গ করে, সে স্বীয় পাপের জন্য দণ্ড পাইবে।

৮। প্রকৃত বিশ্বাসী ব্যক্তিরা ধন্য, কারণ তাহারা ক্ষুদ্র বৃহৎ তাবৎ বিষয়ে ঈশ্বরের নিয়ম পালন করে; এবং শরীর, আত্মা, স্বাস্থ্য ও অনন্ত জীবনসম্বন্ধে তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়।

৯। দৈনিক সংবাদপত্র পাঠ করিয়া এবং যে সকল কার্য্য না করিলে নয়, তাহা সম্পন্ন করিয়া, গৃহী ব্যক্তি প্রতিদিন ভক্তিভাবে স্নানাবগাহন করিবে।

১০। প্রতিদিন নদী কিম্বা সরোবরে স্নান এবং গাত্রমার্জ্জনা করিবে। অথবা নিজগৃহে জলধারায় স্নান করিবে।

১১। স্নানের জল যেন পরিশুদ্ধ এবং স্বাস্থ্যপ্রদ হয়; অন্যথা তোমার স্নান শুভজনক না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে অমঙ্গলকর হইবে।

১২। যে পর্য্যন্ত তোমার দেহ সম্পূর্ণরূপে পরিমার্জ্জিত এবং নির্ম্মল হইয়া পরিশুদ্ধ হৃদয়ের উপযুক্ত একটি মন্দিরের মত না হয়, তাবৎ উহাকে গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা ঘর্ষণ করিবে।

১৩। মস্তকে তৈলমর্দ্দন করিয়া তদুপরি শীতল জল ঢালিবে, যেন উহা তদ্দ্বারা শীতল ও সজীব হয়।

১৪। এইরূপ স্নানে তোমার দ্বিবিধ কল্যাণ সাধিত হইবে; ইহা দেহের মালিন্য দূর করিবে ও উষ্ণতা হ্রাস করিবে, এবং প্রতিদিন তোমাকে বিশুদ্ধতা ও সজীবতা আনিয়া দিবে।

১৫। হে ঈশ্বরসন্তান, স্মরণ কর যে, প্রকৃত স্নান জল-সংস্কারবিশেষ, এবং গাত্রধৌতকরণ পবিত্র অনুষ্ঠান।

১৬। অতএব দেবালয়ের ঠিক পরেই স্নানাগার, ইহা জানিয়া তাহাকে শ্রদ্ধার সহিত ব্যবহার করিবে। এবং ইহার অভ্যন্তরে পবিত্রতা বিরাজ করুক এবং ইহার জলরাশির উপর ঈশ্বরের মহিমা বর্ত্তমান থাকুক।

১৭। পবিত্র জলকে সমাদর কর, এবং তাহার শুদ্ধি-শক্তির ভিতরে অন্তঃশুদ্ধির নিদর্শন ভক্তির সহিত প্রত্যক্ষ কর; তাহা হইলে নীচ দেহমন্দিরে আত্মার কল্যাণ ও কৃতার্থতা অনুভব করিতে পারিবে, এবং প্রাচীন বিধানে ঈশ্বরের নববিধান পূর্ণ এবং গৌরবান্বিত করিবে।

১৮। দেখ, সলিলরাশির উপরে ব্রহ্মজ্যোতি কেমন প্রভা বিস্তার করিতেছে! জননীদেবীর ন্যায় এই পবিত্র জল তোমাকে পরিষ্কৃত ও শুদ্ধ করিবার জন্য তোমার নিকট সমাগত হউন।

১৯। তোমার ভক্তিভাজন পূর্ব্বপুরুষগণের এই সকল বাক্য স্মরণ কর ঃ—

আপো হস্মান্ মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু

* * * *।

বিশ্বং হি রিপ্রং প্রবহন্তি দেবী-

রুদিদাভ্যঃ শুচিরা পূত এমি ॥ ঋগ্বেদ—১০।১৭।১০॥

মাতা জল আমাদিগকে শুদ্ধ করুন, আমাদের সমুদয় মালিন্য ধৌত করিয়া লইয়া যাউন, এই জল হইতে বিশুদ্ধ হইয়া বাহির হইয়া আসি।

২০। পবিত্র গ্রন্থলিখিত পুণ্যভূমি জুডিয়ার জর্দ্দান নদীতে দেবনন্দনের জলসংস্কারও স্মরণ কর।

"দিনেষু তেষু জঘটে যদীশা আগমত্তদা।
জর্দ্দানসরিতি প্রাপ্তাভিষেকঃ সলিলাত্ততঃ॥
উত্থায় সোহঞ্জসাদর্শদ্দ্যোর্দ্ধে্বাভবদন্তিকে।
কপোতমূর্ত্ত্যাবাতরৎ পরাত্মা তস্য চোপরি॥
ত্বং মে প্রিয়তমঃ পুত্রো যস্মিন্ প্রীতোহস্মি সন্ততম্।
ইতি বাণী বদন্তী দ্যোরাগমৎ॥" মার্ক—১।৯—১১॥

পূর্ব্বকালে কোন সময়ে মহর্ষি ঈশা জর্দ্দান নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তথায় জলসংস্কার গ্রহণ করেন। তদনন্তর জল হইতে উঠিয়া আসিয়াই তিনি দেখিলেন, স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত হইল এবং পবিত্রাত্মা একটি কপোতের ন্যায় তাঁহার উপরে অবতীর্ণ হইলেন, তখন স্বর্গলোক হইতে এই বাণী সমাগত হইল যে, "তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতে আমি পরম সন্তুষ্ট।"

দেবালয়ে উপাসনা

স্নাত ও পরিষ্কৃত হইয়া গৃহস্থ ব্যক্তি পূজার উপযোগী পরিষ্কৃত বসন পরিধান করিবেন।

২। কারণ, যদি তাঁহার পরিচ্ছদ মলিন এবং অপবিত্র হয়, তাহা হইলে সাংসারিক ভাব এবং অপবিত্র চিন্তা আসিয়া চিত্তকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও অবনত করিতে পারে।

৩। অতএব ভগবানের সন্নিধানে যাইবার উপযুক্ত শুদ্ধ বসন পরিধান করিয়া তাঁহার পবিত্র দেবালয়ে প্রবেশ কর।

৪। পরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আপনার আসনে উপবেশন করিবে; যাহা পরের অথবা প্রাত্যহিক ব্যবহার দ্বারা সুপরিচিত বা নিজস্ব হয় নাই, তদুপরি উপবেশন করিয়া আসনসম্বন্ধে স্বেচ্ছাচারী হইও না।

৫। যে আসনে বসিয়া উপাসনা কর, তাহাকে প্রীতি ও সম্মান করিবে, সাধনের সহচর ও বন্ধু বলিয়া তাহাকে জানিবে, এবং বিদেশ-ভ্রমণকালে উহা তোমার সঙ্গে লইয়া যাইবে।

৬। দেবালয়ে পারিবারিক বেদীর চারি পার্শ্বে স্বামী স্ত্রী, ভ্রাতা ভগ্নী, পিতা পুত্র, মাতা কন্যা সকলে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিবেন।

৭। যদি অভ্যাগত বা বন্ধুগণ উপাসনায় যোগদান করেন, তাহা হইলে এক দিকে পুরুষ ও অপর দিকে মহিলাগণ স্বতন্ত্র ভাবে বসিবেন।

৮। প্রত্যেক উপাসক আসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রথমেই গৃহদেবতার চরণে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিবেন।

৯। গৃহস্বামী পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের অভাবানুযায়ী এবং বোধসুলভ সহজ ভাষায় অথচ গাম্ভীর্য্যের সহিত উপাসনার কার্য্য করিবেন।

১০। তিনি উদ্বোধনের সহিত পূজা আরম্ভ করিবেন, পরে একটি সঙ্গীত হইবে, উহাতে পুরুষদিগের স্বরের সহিত নারীগণের কোমল কণ্ঠরব মিলিত হইবে, এবং সমতানে তাহা স্তোত্র ও প্রার্থনার আকারে ঈশ্বরের সমীপে সমুত্থিত হইবে।

১১। তদনন্তর প্রণালীমত ঈশ্বরের সমস্ত স্বরূপগুলিকে একটির পর একটি বিশদরূপে ব্যাখ্যা, উপলব্ধি এবং মহীয়ান্ করিয়া আরাধনা সম্পন্ন হইবে।

১২। তাহার পর ধ্যানেতে এই সমস্ত বিভিন্ন স্বরূপের সমষ্টিতে একজন পবিত্র পুরুষের আবির্ভাব উপলব্ধি করিতে হইবে; এবং ক্ষণকাল সমস্ত উপাসকমণ্ডলী নিস্তব্ধ গম্ভীর ভাব অবলম্বন করিবেন।

১৩। হৃদয়ের গূঢ়তম স্থানে ইষ্টদেবতাকে দর্শন করিয়া উপাসকমণ্ডলী নিয়মবদ্ধ সমবেত প্রার্থনা করিবেন; তাহার পর পর্য্যায়ক্রমে প্রতিদিন এক একজন কেবল নিজ নিজ অভাব এবং পাপের জন্য প্রার্থনা করিবেন।

১৪। দ্বিতীয় সঙ্গীতান্তে গভীরস্বরে ঈশ্বরের নামমালা

কীর্ত্তন হইবে , কারণ, বিশ্বাসীর নিকট তাঁহার নাম বড় প্রিয় এবং সুমিষ্ট, এবং জীবের পরিত্রাণের পক্ষে উহা মহা-শক্তিশালী।

১৫। অনন্তর পূর্ব্ব এবং পশ্চিমের মহাজনগণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহের সম্মান এবং প্রাচীন কালের জ্ঞানের মহিমা বর্দ্ধন করিয়া তদ্দিবসীয় আচার্য্য শাস্ত্রীয় শ্লোক সকল পাঠ করিবেন।

১৬। অতঃপর সে দিনের প্রধান প্রার্থনা তিনি করিবেন ;— অসাবধানতার সহিত কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে নহে, কিন্তু ব্যাকুলতা, সরলতা, জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেমের লালিত্য সহকারে।

১৭। প্রতিদিন প্রার্থনা নূতন হইবে। নব প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় তাহা মিষ্ট ও সুন্দর হইবে ; নূতন চিন্তা, নূতন ভাব এবং উচ্চ অভিলাষ প্রতিদিনই তাহাতে থাকিবে।

১৮। আমাদের ঈশ্বর বৃথা বাক্যবিন্যাসে সন্তুষ্ট হন না। অভ্যস্ত বাক্যের বারম্বার পুনরুক্তি, ধর্ম্মহীন অসার কথা, কৃত্রিম বিনয় ও দীনতা, বা অঙ্গভঙ্গী বা স্বরভঙ্গীতে তিনি সন্তুষ্ট নহেন। এ সকল বাস্তবিকই মহান্ পরমেশ্বরের প্রতি উপহাস এবং অবমাননা ; এই সমুদায় জঘন্যতাকে তিনি ঘৃণা করেন।

১৯। পারিবারিক দেবালয়ের প্রাত্যহিক উপাসনা সাতিশয় সারবান্ হউক! এবং প্রার্থিগণ যেন ভক্তিপূর্ণ

রসনায়, জীবন্ত এবং নবভাবপূর্ণ হৃদয়ে সত্যেতে এবং ভাবেতে প্রার্থনা করেন।

২০। ঈশ্বরের গৃহে যাঁহারা প্রার্থনা করেন, তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন, কেবল চাহিলে হইবে না, পাইতে হইবে; কেবল অন্বেষণ করিলে হইবে না, ঈশ্বরকে দেখিয়া তাঁহা হইতে পুণ্য, শান্তি এবং তাঁহার শ্রীমুখের প্রত্যাদেশ ও আনন্দ লাভ করিতে হইবে।

২১। কারণ, তোমরা যদি দিবসের পর দিবস কেবল প্রার্থনাই কর, আর ভিক্ষাই চাও, তাহাতে তোমাদের কি পুরস্কার লাভ হইল? প্রভু পরমেশ্বর বলিয়াছেন, আমি প্রার্থনার উত্তর দিব, এবং প্রার্থীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব ও দীনহীন পাপীর প্রত্যেক সরল প্রার্থনা আমি সফল করিব।

২২। অতএব প্রার্থনান্তে যে পর্য্যন্ত ঈশ্বর কিছু কথা না কহেন, এবং স্বীয় করুণাগুণে প্রত্যেক হৃদয়কে জ্ঞান, প্রত্যাদেশ, পুণ্য ও আনন্দে পরিপূর্ণ না করেন, ততক্ষণ বিশ্বাসের সহিত অপেক্ষা করিয়া থাক।

২৩। এইরূপে প্রত্যেক প্রাতঃকাল শুভ প্রাতঃকাল হইবে, এবং নিত্য নব নব প্রার্থনা বন্দনা দ্বারা ঈশ্বরের ভক্ত-পরিবার তাঁহার সুমিষ্ট প্রসাদ প্রচুর পরিমাণে পান ভোজন করিয়া, আপনাদের আত্মাকে পবিত্রাত্মার প্রত্যাদেশে পরিপুষ্ট করিবেন।

২৪। শান্তিবাচন এবং শেষ সঙ্গীতের পর উপাসক-মণ্ডলী ঈশ্বরকে তাঁহার দয়ার জন্য কৃতজ্ঞহৃদয়ে ধন্যবাদ ও প্রণিপাত করিবেন।

২৫। তদনন্তর প্রফুল্লহৃদয়ে বলিবেন,—

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রাত্যহিক ভোজন

যদি পশুর ন্যায় তোমরা ভোজন কর, তাহা হইলে কি তোমরা ইন্দ্রিয়াসক্ত জীব হইলে না? অবশ্য, তাহা হইলে তোমরা হৃষ্টপুষ্ট বৃষ এবং আহারলোলুপ ব্যাঘ্র-সদৃশ।

২। সত্য সত্য, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু ভোজন করে, কিন্তু ভক্তাত্মার নিকট অন্ন অনন্তজীবনপ্রদ।

৩। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা ঈশ্বরের জন্য পান ভোজন করেন, এবং দৈনিক ভোজ্য বস্তুর মধ্যে ভগবানের আবির্ভাব দেখেন।

৪। কারণ, অন্ন বাস্তবিকই ব্রহ্মময়। এবং যে কেহ ইহা তাঁহার নামে ভোজন করে, সে মুক্তিলাভ করিবে।

৫। অতএব, ইন্দ্রিয়বিলাসী চার্ব্বাকদিগের ন্যায় হইও না, যাহারা আহার পান এবং আমোদেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

৬। হে ধর্ম্মপরায়ণ গৃহস্থ, তোমার ভোজনগৃহকে অসাত্ত্বিক ভোজনকোলাহলের স্থান করিও না; তাহাকে বিশ্বাসী আত্মার দেবপ্রসাদভোজনের পবিত্র মন্দিরস্বরূপ করিয়া রাখ।

৭। তোমার স্নানাগার জলসংস্কারের জন্য, এবং তোমার ভোজনগৃহ ভক্ত-চরিত্র-পান-ভোজনের জন্য। উভয়ই অতি পবিত্র স্থান, কাহাকেও অপরিষ্কার বা ধর্ম্মহীন করিয়া রাখিও না।

৮। সর্ব্বদা এই শাস্ত্রীয় বচন স্মরণ করিবে :—

অশ্নীত বাথ পিবত কুরুত বাথ যত্ততঃ।

যূয়ং কুরুত তৎ সর্ব্বং মহিম্নে পরমেশিতুঃ॥

তোমরা আহার কর বা পান কর অথবা যে কোন কার্য্য কর, ঈশ্বরের মহিমা-বর্দ্ধনের জন্য কর।

৯। প্রাতঃকালীন উপাসনা শেষ হইলে, পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের ভাব সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ে লইয়া, গৃহস্বামী এবং অপর পরিবারবর্গ পবিত্র ভোজনাগারে প্রবেশ করিবেন।

১০। প্রত্যেকে আপন আপন আসনে বসিয়া সকলে এক সঙ্গে নিরাকারা দেবী অন্নদায়িনীর চরণে ভক্তি-পূর্ব্বক মস্তক অবনত করিবেন এবং গৃহস্বামী এইরূপ বলিবেন :—

১১। হে মঙ্গলময় ঈশ্বর, সম্মুখস্থ এই ভোজন-সামগ্রীকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন ইহা আমাদিগকে পবিত্র করে।

১২। অনিবেদিত এবং অশুদ্ধ অন্ন স্পর্শ করিও না। ঈশ্বরের হস্তস্পর্শে যাহা পবিত্রীকৃত হইয়াছে, কেবল তাহারই স্বাদ গ্রহণ করিবে।

১৩। অতএব, প্রত্যেক বিশ্বাসী ব্যক্তি ভোজনকালীন কেবল যে প্রার্থনা করিবেন, তাহা নহে; আহার্য্য বস্তুর ভিতরে পুষ্টিশক্তিরূপে ভগবান্‌কে দেখিবেন, এবং তৎসমুদয়কে আত্মার উচ্চতর অন্নের নিদর্শনরূপে তিনি উপলব্ধি করিবেন।

১৪। "আমি তোমার অন্নের মধ্যে বর্ত্তমান" এই ব্রহ্ম-বাণীর প্রতি তিনি যেন কর্ণপাত করেন।

১৫। শতাব্দীর পর শতাব্দীর ভিতর দিয়া সাধু-মহাজনদিগের যে বাণী চলিয়া আসিতেছে, তাহা শ্রবণ করিবে :—"ভোজ্য বস্তুতে ঈশ্বরের পুত্রকে স্মরণ কর, তাঁহার জীবনকে আহার কর, তাঁহার মাংসকে তোমার মাংস কর, তাঁহার রক্তকে তোমার রক্ত কর, এবং আমাদিগকে চিরকালের জন্য তোমার মধ্যে বাস করিতে দাও।"

১৬। তদনন্তর ভোজন আরম্ভ কর। তুমি যেমন অন্ন ব্যঞ্জন, সুমিষ্ট বস্তু সকল আহার করিবে, তৎসঙ্গে তোমার আত্মা ধর্ম্ম, পুণ্য, প্রেম, আনন্দ আহার করিবে এবং তাহাতে পরিপুষ্ট হইতে থাকিবে এবং ঈশ্বরেতে এবং তাঁহার সাধু পুত্রদিগেতে অমরত্ব সঞ্চয় করিতে থাকিবে।

১৭। এইরূপে ঈশ্বরের গৃহে অসাত্ত্বিক ভোজন হইবে না; কিন্তু তথাকার প্রাতঃসন্ধ্যার ভোজনক্রিয়া কেবল সাধু-চরিত্র-ভোজনানুষ্ঠান হইবে।

১৮। সাধুরা যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, ধর্ম্মপুস্তক যাহার মহিমা গান করিয়াছে, সেই ভক্তচরিত্র-ভোজনের পবিত্র রহস্যমধ্যে এইরূপে আত্মা আত্মাকে ভোজন করিবে, এবং আত্মা আত্মাকে পান করিবে।

১৯। তোমার গৃহে মিতব্যয়িতা, পরিমিত ভোজন ও স্বাস্থ্যের মূলতত্ত্বানুসারে খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা কর।

২০। সর্ব্বপ্রকার অমিতাচার পরিহার করিবে, এবং ভোজনের ব্যয় তোমার আয়ের সীমাকে অতিক্রম যেন না করে।

২১। সংযত হও, সুরা স্পর্শ করিও না; কারণ, ইহা তোমার সম্বন্ধে বিষ এবং তোমার প্রতিবেশীর পক্ষে মৃত্যু।

২২। ঈশ্বর বলিয়াছেন, যাহা কিছু তোমার দুর্ব্বল ভ্রাতার পতনের কারণ হয়, তাহা তুমি পরিহার করিবে।

২৩। যাঁহারা দীনতা এবং সামান্যরূপে জীবিকা-নির্ব্বাহের ব্রত লইয়াছেন এবং ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতা হইতে আপনাদিগকে এবং প্রতিবাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আত্মত্যাগে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাঁহারা মাংসাহারে বিরত হউন।

২৪। তোমার খাদ্য সামগ্রী সামান্য অথচ পুষ্টিকর হইবে এবং উহা বল ও স্বাস্থ্যপ্রদ হইবে।

২৫। উপাদেয় এবং মুখরোচক হইলেও, অস্বাস্থ্যকর সামগ্রী ভোজন করিবে না; কারণ, বাস্তবিকই উহা রোগের মূল।

২৬। পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাস্থ্য এবং বিশেষ প্রকৃতি ও অভাব অনুসারে কত পরিমাণে কিরূপ গুণকারক আহার্য্য প্রয়োজন, প্রতিদিন তাহা স্থিরীকৃত হইবে।

২৭। তোমার ভোজনসামগ্রী প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হউক, যে, তুমি তাহা রুচির সহিত আহার করিতে পার এবং তোমার দেহের পক্ষে প্রয়োজনীয় যে সকল উপাদান, তাহা লাভ কর।

২৮। কোন্ দিন কি সামগ্রী প্রস্তুত হইবে, গৃহকর্ত্রী তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

২৯। পরিবারের চিকিৎসক পথ্যাপথ্য নির্ণয় করিয়া দিবেন। কোন্ কোন্ বস্তু ভোজন করা উচিত বা কোন্ বস্তু ভোজন করা অনুচিত, তদ্বিষয়ে তিনি বিধি অথবা নিষেধ নির্দ্দিষ্ট করিবেন। ঈশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া এবং তাঁহার নামে তিনি যে বস্তু-ভোজনে নিষেধ করিবেন, কেহ যেন তাহা স্পর্শ না করে।

৩০। বিমর্ষচিত্তে বা বিষণ্ণবদনে কখন ভোজন করিবে না; প্রফুল্লমনে, সহাস্যবদনে ভোজন করিবে।

৩১। তৎকালে সুখজনক আলাপ, মনোহর গল্প এবং যথেষ্ট পরিমাণে আমোদ পরিহাস করিবে।

বিষয়কর্ম্ম

পূর্ব্বাহ্ণ-ভোজানান্তে গৃহস্থ কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিয়া কার্য্যালয়ে যাইবেন।

২। তিনি অপরের অধীনে বেতনগ্রাহীর পদেই থাকুন, কিম্বা নিজের কোন স্বাধীন বাণিজ্য ব্যবসায় করুন, দৃঢ়-নিষ্ঠার সহিত তাঁহাকে যথাসময়ে কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইতে হইবে।

৩। কারণ, যথাসময়ে কর্ত্তব্যকর্ম্মে নিযুক্ত হওয়াই সফলতার মূল। ইহার অন্যথাচরণ, ইচ্ছাপূর্ব্বক সত্যভঙ্গ করা হেতু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়।

৪। দৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে প্রভু পরমেশ্বরকে স্মরণ করিবে।

৫। বিষয়রাজ্য প্রলোভন, পরীক্ষা, বিপদ ও বিঘ্নে পরিপূর্ণ; এবং ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেন, এরূপ বিশ্বাসী ভিন্ন তাহাদের সহিত আর কেহ সংগ্রাম করিতে পারে না।

৬। হে সংসারাসক্ত গর্ব্বিত মনুষ্য, যে বিপন্ময় বিষয়-কার্য্যের সাগরগর্ভে প্রতিদিন কত শত ব্যক্তির জীবনতরী মগ্ন হইতেছে, তথায় কি স্বয়ং কর্ণধার হইয়া তুমি যাইতে সাহস কর?

৭। বাণিজ্য ও [illegible], ব্যবসায় ও কৃষি, রাজনীতি

ও চিকিৎসা, শিক্ষা ও সংস্কার, শিল্প ও যন্ত্রব্যবহারে তুমি কি আপনাকে ঈশ্বরের অপেক্ষা সুদক্ষ বিবেচনা কর? না, তাঁহা অপেক্ষা হিসাব ও গৃহস্থালীর কাজ ভাল জান?

৮। দেবপ্রসাদ ভিন্ন কি তুমি ধন সম্পদ্ উপার্জ্জন করিতে পার? দৈববল ব্যতীত এক কপর্দ্দকও কি তুমি আপন ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিতে সক্ষম হও?

৯। এই অবিশ্বাসের মোহ সুদূরে নিক্ষেপ কর। ভগবন্নির্দ্দেশ ভিন্ন যদি সাংসারিক ব্যাপারে তুমি নিমগ্ন হও, তাহা হইলে সংসারাসক্তি তোমাকে গ্রাস করিবে। এবং মিথ্যা ও ভ্রষ্টতা, ক্রোধ ও লোভ এবং সকল প্রকার ইন্দ্রিয়-বিকার ও পাপ তোমাকে স্রোতোবেগে টানিয়া লইয়া মৃত্যুর আবর্ত্তমধ্যে ফেলিয়া দিবে।

১০। অতএব, সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান ও শক্তির জন্য প্রভু পরমেশ্বরের উপর নির্ভর কর; এবং যাবতীয় জটিল এবং গুরুতর কার্য্যে তাঁহার সৎপরামর্শ অন্বেষণ কর।

১১। কোন্ কার্য্য এবং কি প্রণালীতে তাহা করিবে, তোমার প্রভু তোমাকে বলিয়া দিবেন। যে পিতা তোমার প্রার্থনা শ্রবণ করেন, তিনি বিপদ প্রলোভনের সময় তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন না।

১২। যে কোন কার্য্যে তুমি নিযুক্ত হও না কেন, ঈশ্বরই কেবল তোমার একমাত্র প্রভু এবং তুমি তাঁহার ভৃত্য; কেবল তাঁহারই আজ্ঞা তুমি পালন করিবে।

১৩। গৃহে বা বিপণিতে, ব্যাঙ্কে বা বাণিজ্যালয়ে, পণ্য-নির্ম্মাণশালায় বা পর্য্যবেক্ষণী গৃহে, ব্যবস্থাপক সভায় বা ভূপরিমাণক্ষেত্রে, যেখানে তুমি নিযুক্ত থাক, স্মরণ করিও যে, সে সমস্ত স্থান অতি পবিত্র, এবং স্বর্গত প্রভু পরমেশ্বরের চক্ষের সম্মুখে বসিয়া তুমি পবিত্র কার্য্য সম্পাদন করিতেছ।

১৪। তোমার কার্য্যক্ষেত্র এবং তোমার কর্ম্ম পবিত্র, কেবল তাহা নহে; যে সকল যন্ত্রাদি দ্বারা তুমি কার্য্য সমাধা কর, তাহাদিগকেও তুমি পবিত্র মনে করিবে।

১৫। নৃপতির রাজদণ্ড, অস্ত্রচিকিৎসকের ছুরিকা, জ্যোতির্ব্বিদের দূরবীক্ষণ, স্থপতির কর্ণিকা, লেখকের লেখনী, চিত্রকরের তুলী, সূত্রধরের বাটালী, কর্ম্মকারের হাতুড়ি, কৃষকের কাস্তিয়া, এই সমস্ত যন্ত্র যখন ভগবানের সেবায় নিবেদিত হয়, তখন তিনি ইহাদিগকে স্পর্শ দ্বারা পবিত্র করিয়া দেন। ধন্য তাহারা, যাহারা শ্রদ্ধা সহকারে ঈশ্বরের পবিত্র নামে এবং তাঁহার গৌরবের জন্য ঐ সকল ব্যবহার করে।

১৬। তুমি তোমার স্বর্গীয় প্রভু কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট কার্য্য পূর্ণমাত্রায় সাধন করিবার জন্য উৎসাহী, মনোযোগী এবং অধ্যবসায়শীল হও, আলস্য করিও না।

১৭। কারণ, যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় প্রভু পরমেশের কার্য্যে অবহেলা করে, কিম্বা যাহা করিবার জন্য সে আদিষ্ট, তাহা অপেক্ষা কম কাজ করে, সেই অলসতার জন্য কি সে

দণ্ডার্হ হইবে না ? কেবল যে পরিশ্রমী, সেই বেতন পাইবার উপযুক্ত ; কিন্তু যে অলস হইয়া নিদ্রা যায়, সে চোর, আপনার প্রভুর ঘর হইতে চুরি করিয়া খায়।

১৮। এক সপ্তাহ কর্ম্ম, তাহার পর এক মাস নিদ্রা, এরূপ স্বেচ্ছাচারিতার সহিত ঈশ্বর-ভৃত্যের কার্য্য করা উচিত হয় না। অন্ততঃ প্রতিদিন সাত ঘণ্টাকাল সমান ভাবে স্থির উদ্যমের সহিত তাহাকে পরিশ্রম করিতে হইবে।

১৯। প্রতিজনকে দৈনিক পরিচর্য্যার একটি আদ্যোপান্ত হিসাব ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। শারীরিক ও মানসিক উদ্যমের পরিমাণ, কাজের সংখ্যা এবং কি রীতিতে কার্য্য সম্পন্ন করা হইল, তৎসমুদায় হিসাবের মধ্যে থাকিবে।

২০। প্রতিদিনের পরিশ্রমজনিত বিরক্তি এবং উত্তেজনার মধ্যে তুমি মনের সাম্য, এবং রসহীন ও অপরিবর্ত্তনশীল একবিধ কার্য্যের ভিতরে স্ফূর্ত্তি এবং সজীবতা রক্ষা করিবে।

২১। কার্য্যস্রোতে পড়িয়া যদি কখন তোমার প্রবৃত্তি উত্তেজিত এবং অন্তঃকরণ ক্রোধান্ধ, অশান্ত, গর্ব্বিত বা হিংসাপরতন্ত্র হয়, যদি অর্থপিপাসাবশতঃ তুমি কোন প্রবঞ্চনা বা অন্যায় অসত্য কার্য্যে প্রলুব্ধ হও, তৎক্ষণাৎ আপনার প্রভুর অভিমুখীন হইয়া ক্ষুদ্র প্রার্থনার আকারে মনে মনে বলিবে, "ঈশ্বর, আমাকে রক্ষা কর। হে দেব, সংসারাসক্তি এবং পাপ হইতে আমাকে উদ্ধার কর। পিতা, আমার চিত্তের

গতি স্থির করিয়া দাও। হে ত্রাণকর্ত্তা, ধনের উপাসনা হইতে আমাকে মুক্ত কর। হে প্রভু, তোমার দাসকে শাসনে রাখ।”

২২। হে পরিশ্রমী মানব, সর্ব্বদা প্রফুল্লহৃদয়ে কার্য্য কর; কারণ ঈশ্বরের কর্ম্মক্ষেত্রে আনন্দের সহিত পরিশ্রম করিলে, তুমি সুস্থকায়, জ্ঞানবান্ এবং পবিত্রমনা হইবে; এবং তাহা হইতে ইহ পরলোকে তোমার নিকট দেবজীবনের প্রচুর ফল সমাগত হইবে।

২৩। কেন না, প্রকৃত পরিশ্রমই উপাসনা, ইহা ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির পূজা, তাঁহার মহীয়সী ইচ্ছার নিকট আমাদের ক্ষুদ্র ইচ্ছার স্তুতি বন্দনা, এবং উপকারজনক পবিত্র কার্য্যেতে তাঁহার মহোদ্যমের সহিত আমাদের উদ্যমশীলতার যোগ।

২৪। অবিশ্বাসী ব্যক্তি নাস্তিকভাব লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে গমন করে এবং তথা হইতে বিরক্তি এবং ভারাক্রান্তহৃদয়ে প্রত্যাগমন করে।

২৫। কিন্তু যাহারা পরম প্রভুর সেবা করে, তাহাদের উপর তাঁহার আনন্দ সমুপস্থিত হয়। দেখ, কেমন কৃতজ্ঞ এবং প্রফুল্লহৃদয়ে তাঁহার নামমাহাত্ম্য গান করিতে করিতে, তাহারা প্রত্যহ দিবাবসানে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করে।

আমোদ-সম্ভোগ

দিবসের কার্য্য সমাধা করিয়া গৃহী ব্যক্তি নির্দ্দোষ আমোদ এবং সুখের অনুসরণ করিবে।

২। কেন না, পরিশ্রম এবং আমোদ, কর্ম্ম এবং বিশ্রাম উভয়ই অতি পবিত্র এবং স্বর্গীয় ব্যাপার।

৩। আমাদের প্রভু পরমেশ্বর তাঁহার প্রত্যেক ভৃত্যের নিকট প্রতিদিন পূর্ণমাত্রায় আনন্দ বিতরণ করেন; এবং নরনারী বালক বালিকা প্রত্যেকের উপযোগী সম্ভোগের সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে দেন।

৪। আমোদের অনুরোধে যে কর্ম্মের ক্ষতি করে, কিম্বা যে ব্যক্তি শ্মশানবাসী চিরশোকাতুরের ন্যায় আমোদ প্রমোদ একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া নিরন্তর কেবলই কর্ম্ম করে, তাহারা উভয়েই সমান নিন্দার পাত্র।

৫। শোককারীদিগকে লইয়া স্বর্গধাম রচিত হয় নাই; আমাদের ঈশ্বরও কোন পীড়নকারী প্রভু নহেন।

৬। বিষণ্ণতাকে ধর্ম্ম বলা যায় না; ক্রন্দনও পরিত্রাণ নহে।

৭। ঈশ্বর বলেন, সময়ে পরিশ্রম করিবে এবং সময়ে হাস্যামোদ করিবে।

৮। পরিশ্রম যেমন দেবশক্তির পূজা, সেইরূপ আমোদও দেবানন্দের পূজা।

৯। হে বিশ্বাসিগণ, আমাদের প্রভু পরমেশ্বর যেমন কার্য্য করেন, তেমনি তোমরাও কার্য্য কর, এবং তিনি যেমন আনন্দিত হন ও হাস্য করেন, তোমরাও সেইরূপ আনন্দিত হও ও হাস্য কর।

১০। ধন্য তাহারা, যাহাদের মধ্যে তাঁহার শক্তি কার্য্য করে এবং তাঁহার আনন্দ প্রচুর পরিমাণে বিরাজ করে।

১১। সমস্ত আমোদ প্রমোদ এবং সুখসম্ভোগের মধ্যে তোমাদের ওষ্ঠাধরে যেন স্বর্গের পবিত্র হাসি ক্রীড়া করে।

১২। অতিরিক্ত আমোদ আহ্লাদ পরিহার কর; কারণ, তাহাতে হৃদয়কে কলুষিত করে এবং তরলতা ও ইন্দ্রিয়বিলাসিতা আনয়ন করে।

১৩। রিপুপরতন্ত্র ব্যক্তিরা সুরা এবং স্ত্রীলোকেতে সুখান্বেষণ করে, এবং সহস্র সহস্র লোক উচ্ছৃঙ্খলাচারের আবর্ত্তে পড়িয়া বিনষ্ট হয়।

১৪। বুদ্ধিমানেরা এই উভয়বিধ সাংঘাতিক পাপসম্ভোগকে ঘৃণা করেন এবং উহা হইতে সর্ব্বতোভাবে দূরে থাকেন।

১৫। এ পৃথিবীতে সকল জঘন্য পাপের মধ্যে সুরাপান ও ব্যভিচার সাতিশয় ঘৃণিত। ইহাতে যাহারা আসক্ত হয়, তাহারা জনসমাজকে বিষাক্ত করে এবং তাহাদিগকে কলুষিতকারী অশুচি পতিত লোকদিগের ন্যায় পরিগণিত করিবে।

১৬। বারবনিতার সহবাস অথবা তাহার মুখদর্শন যদি তোমার সন্তোষের কারণ হয়, তাহা হইলে, হে আমোদপ্রিয় যুবক, সেই সুখই তোমার মৃত্যু জানিবে।

১৭। অবিবেচক যুবকদলের ন্যায় তুমি বিলাসিনী এবং চপলমতি স্ত্রীলোকদিগের সহবাসে প্রতিনিয়ত আমোদ অন্বেষণ করিও না; কারণ, ইন্দ্রিয়সুখের উত্তেজনার ভিতরে পাপের বীজ নিহিত থাকে।

১৮। দ্যূতক্রীড়ায় আমোদ অন্বেষণ করিও না, কারণ ইহাতে সর্ব্বনাশ এবং ঘোর দুঃখ উপস্থিত করে।

১৯। তোমার দৈনিক আমোদের বিষয় স্থির এবং ব্যবস্থিত করিয়া দিবার জন্য ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা কর। নিজের বিচারের উপরে নির্ভর করিও না, তাহাতে তোমার অধিক দায়িত্ব ও বিপদের সম্ভাবনা।

২০। শরীর এবং মনের উপযোগী সর্ব্বপ্রকার নির্দ্দোষ ক্রীড়া ও কৌতুকে আসক্ত হইবে।

২১। সেরূপ আমোদের ব্যাপার অনেক প্রকার আছে। নিত্য পরিবর্ত্তন দ্বারা তোমার কৌতুককে নীরস ও একবিধ হইতে দিবে না।

২২। সকল আমোদের মধ্যে গীতবাদ্য শ্রেষ্ঠ ও বিশুদ্ধতম এবং বাস্তবিকই ইহা পৃথিবীতে স্বর্গ।

২৩। ঈশ্বরের প্রিয়তমা কন্যা, স্বর্গের মনোহর দূত, এই সঙ্গীত শোক প্রশমিত করে, ক্লান্তি বিদূরিত করে,

উদ্বেগ শান্তি করে, প্রলোভন হইতে রক্ষা করে, উত্তেজিত রিপুদিগকে শান্ত করে, আনন্দ বর্ষণ করে এবং ভক্তি বর্দ্ধন করে।

২৪। যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম এবং ইন্দ্রিয়সুখভোগের নিমিত্ত এই গীতবাদ্যকে কলুষিত করে, কামোদ্দীপক সঙ্গীতে যে আনন্দিত হয়, গণিকামুখের গান যে ভালবাসে, এবং সঙ্গীতের নামে নিজের এবং অপরের আত্মাকে যে বিনাশ করে, সে ব্যক্তিকে ধিক্।

২৫। সত্য সত্যই, গীতবাদ্যের মধ্যে দেবভাব অবস্থিতি করে। সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের এবং বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের মিলনের ভিতর সুখদায়িনী সঙ্গীতমাতা, অনন্ত সামঞ্জস্যবিধায়িনী নিরাকারা সরস্বতী বিরাজ করেন।

২৬। অতএব গীতবাদ্যকে সম্মান কর, এবং পবিত্র সামগ্রী সকলকে যেমন শ্রদ্ধা করিতে হয়, তেমনি সমুদায় সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রকে শ্রদ্ধার সহিত ব্যবহার কর। এই স্বর্গীয় গীতবাদ্য ঈশ্বরের প্রত্যেক গৃহকে শান্তি, আনন্দ, একতা ও সামঞ্জস্যে পরিপূর্ণ করুক!

২৭। যদি সম্ভব হয়, তবে মধ্যে মধ্যে রঙ্গমঞ্চে গীতবাদ্যের সহিত সৎশিক্ষা, এবং আমোদ ও সুখ-ভোগের সহিত তত্ত্বজ্ঞান মিলিত করিবে, এবং নাট্যাভিনয়ের ভিতরে বিশুদ্ধ জ্ঞানানন্দ অন্বেষণ করিবে।

২৮। নাট্যাভিনয়ের ক্ষমতা অতি অধিক। আপনার

কল্যাণ এবং অপরের উপকারার্থ যাহারা এই উপায় গ্রহণ করে, তাহারা ধন্য।

২৯। ইহা দ্বারা অনেক পাপী উদ্ধার হইয়াছে এবং অনেক সামাজিক দুর্ব্যবহার সংশোধিত হইয়াছে। অনেক দুঃখার্ত্ত হৃদয়কে ইহা প্রফুল্লিত করিয়াছে এবং নির্জ্জীব রজনীকে সজীব করিয়াছে। কত কত যুবার দলকে ইহা যথেচ্ছাচার হইতে বাঁচাইয়াছে, এবং কত অবসাদগ্রস্ত আত্মাকে নবজীবন প্রদান করিয়াছে।

৩০। হে বিশুদ্ধ আমোদপিপাসু যুবকবৃন্দ, তোমরা একত্র দলবদ্ধ হও এবং রাত্রিকালে এমন সকল জ্ঞানপূর্ণ নূতন কিম্বা প্রাচীন বিষয়ে অভিনয় কর, যাহাতে তোমাদিগকে এবং তোমাদের বন্ধুবর্গকে মহোচ্চ সামাজিক আমোদ প্রদান করিতে পারে।

৩১। কিন্তু সাবধান! এ সম্বন্ধে কোন নীচ আমোদ প্রমোদ যেন না হয়, কোন দুশ্চরিত্র স্ত্রী বা পুরুষগণের যেন তাহার সঙ্গে যোগ না থাকে; অথবা কোন অপবিত্র প্রতিমূর্ত্তি যেন তথায় না থাকে। যাহাতে হৃদয়কে কলুষিত করে, নীতিবন্ধনকে শিথিল করিয়া দেয়, স্বাস্থ্যভঙ্গ করে, অথবা শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে ত্রুটি জন্মায়, এরূপ কোন বিষয়ের সংস্রব থাকিবে না।

৩২। রঙ্গমঞ্চ এবং তাহার আনুষঙ্গিক যাবতীয় দ্রব্যাদি ঈশ্বরের চরণে উৎসর্গ কর; এবং তাঁহারই সম্মুখে অভিনয়

কর, নাচ এবং গাও, যে, এইরূপে অভিনয়ের দেবতাকে মহীয়ান্ করিবে।

৩৩। গীতবাদ্যসম্বলিত অথবা তদ্বিরহিত সন্ধ্যাসমিতিও বিশুদ্ধ আমোদের উপায়। অধিকন্তু ইহা বন্ধুতা ঘনীভূত করে, ভ্রাতৃভাব এবং সদিচ্ছার উন্নতি করে এবং মূল্যবান্ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের পক্ষে ফলপ্রদ হয়।

৩৪। কথোপকথনে প্রভূত আনন্দোৎসাহ এবং রসোদ্রেক হয়, এবং ইহা সচরাচর সকলেরই আয়ত্তাধীন।

৩৫। সুযোগ পাইলেই তোমরা মিলিত হইয়া সর্ব্ব-প্রকার প্রয়োজনীয় বিষয়ে কথা কহিবে, তদ্বিষয়ক গবেষণা এবং ভাবের বিনিময় করিবে এবং পরস্পরের মধ্যে প্রমুক্ত-হৃদয়ে ভ্রাতৃভাবপূর্ণ প্রেম এবং সহানুভূতি আদান প্রদান করিবে।

অধ্যয়ন

সায়ংকালীন ভোজনান্তে বা তৎপূর্ব্বে যখন অবসর পাইবে, সদ্‌গ্রন্থ কিংবা সাময়িক পত্রিকা পাঠ করিবে।

২। তোমার শরীর এবং আত্মার পক্ষে যেমন ব্যায়াম ও সাধন আবশ্যক, তেমনি মনের জন্য অবিশ্রান্ত কর্ষণ প্রয়োজন; তাহাতে উহার বৃত্তিগুলি বর্দ্ধিত দৃঢ় এবং সুস্থ হইবে, এবং জ্ঞান ও সত্য সঞ্চয় করিতে থাকিবে।

৩। তোমার অধ্যয়ন যেন বৃথা বা নিষ্ফল না হয়, এবং তাহা তোমার নীতিকে যেন বিকৃত করিয়া না ফেলে।

৪। গ্রন্থাবলী সহচরের ন্যায়। দূষিত পুস্তকাদি কুসঙ্গীর ন্যায় গোপনে হৃদয়কে কলুষিত করে। পক্ষান্তরে সদ্‌গ্রন্থ সাধু-সহবাসের ন্যায় উপকারক এবং ফলপ্রদ।

৫। সত্য সত্যই, একখানি জ্ঞানগর্ভ পুস্তক আত্মার উৎকৃষ্ট আচার্য্য এবং নির্জ্জনে বন্ধু।

৬। যদিও মুখ নাই, কিন্তু তথাপি সে সুবহু উপদেশ প্রদান করে, এবং হস্তবিহীন হইয়াও শোকার্ত্তের অশ্রুজল মোচন করে।

৭। গৃহী ব্যক্তি নিজভবনে নির্ব্বাচিত গ্রন্থের একটি পুস্তকাধার রাখিবেন, এবং তাহা জ্ঞানদাতা ঈশ্বরের চরণে উৎসর্গ করিবেন।

৮। আয় অনুসারে সময়ে সময়ে তিনি উপযোগী গ্রন্থাবলীর দ্বারা গ্রন্থভাণ্ডার পরিবর্দ্ধিত করিবেন।

৯। পারিবারিক পুস্তকাধারটি ছোট হউক, কিন্তু এমন মনোনীত সার গ্রন্থ সকল তাহাতে থাকিবে যে, বিভিন্ন সময়ের রচিত এবং কথিত জ্ঞানিগণের বাক্যের সুঘ্রাণ উহা হইতে বাহির হইবে।

১০। সংগৃহীত পুস্তকের মধ্যে বহুপ্রকারের গ্রন্থ থাকিবে। যেমন তোমার প্রতিদিনের খাদ্য দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইবে, তেমনি মনের বিচিত্র রুচির উপযোগী তোমার মানসিক ভোজনেরও যেন বৈচিত্র্য হয় ঃ—

১১। বিজ্ঞান ও সাহিত্য, ধর্ম্মবিজ্ঞান ও দর্শন, পুরাবৃত্ত ও জীবনচরিত, কবিতা ও নাটক, নীতিবিষয়ক আখ্যায়িকা ও ভ্রমণবৃত্তান্ত, উপদেশ ও প্রার্থনা এবং সর্ব্বোপরি সমস্ত জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ।

১২। বহুমূল্য রত্নের ন্যায় তোমার গ্রন্থগুলিকে আদর করিবে ও সমধিক যত্নের সহিত তাহাদিগকে রক্ষা করিবে; এবং পবিত্র সামগ্রী জানিয়া তৎপ্রতি ভক্তি করিবে। কেন না, তাহারা ঈশ্বরের সত্যের ভাণ্ডার।

১৩। সকল সত্য ঈশ্বরের—ইহা স্মরণ রাখিও। নৈতিক হউক, ঐতিহাসিক হউক বা বৈজ্ঞানিক হউক, ঈশ্বরের সত্য জানিয়া উহাকে সম্মান করিবে।

১৪। তোমার অধ্যয়ন পরিমিত হইবে, যেন অতিরিক্ত না হয়।

১৫। কারণ, অতিরিক্ত অধ্যয়ন অতিরিক্ত ভোজনের ন্যায় দেহকে ভারাক্রান্ত ও ক্লান্ত করে, এবং পরিপাকের বিঘ্ন জন্মায়।

১৬। ভুক্ত সামগ্রী যদি তুমি জীর্ণ করিতে না পার, তাহা হইলে সে খাদ্য তোমার পক্ষে বিষ, এবং রোগোৎপাদক।

১৭। বহুবিধ গ্রন্থ যদি তুমি এককালে পড়, তাহা হইলে তোমার মন ভারাক্রান্ত এবং অবসাদগ্রস্ত হইবে, এবং উহার যন্ত্রাদি সার চিন্তার পক্ষে অনুপযোগী হইয়া পড়িবে।

১৮। যথার্থ অধ্যয়নশীল ব্যক্তি প্রতিদিন অল্প কয়েক পংক্তি অথবা অল্প কয়েকটি পরিচ্ছেদ মাত্র পড়িবেন, এবং পুনর্ব্বার পাঠারম্ভের পূর্ব্বে, পূর্ব্বপঠিত বিষয় যে জীর্ণপ্রাপ্ত ও হৃদ্‌গত হইয়াছে, তৎপক্ষে যত্নবান্ হইবেন।

১৯। সংবাদ অবগত হওয়া কিংবা আমোদ সম্ভোগ করা অধ্যয়নের উদ্দেশ্য নহে; চিন্তা দ্বারা মনকে সুশিক্ষিত এবং পরিপক্ব করাই তাহার উদ্দেশ্য।

২০। চিন্তা মনের জীর্ণকর পিত্তরসস্বরূপ, তাহা দ্বারা বিদ্যা জ্ঞানেতে ও তত্ত্বকথা চরিত্রে পরিণত হয় এবং গ্রন্থের লিখিত বিষয়গুলি আত্মার মেদ ও শোণিতরূপ ধারণ করে।

২১। অতএব অনেক পড়িব, অনেক জানিব, অনেক বিষয় স্মরণে রাখিব বলিয়া অভিলাষী হইও না; কিন্তু যাহাতে তোমার বুদ্ধি সর্ব্বদা সুস্থ, সবল এবং উজ্জ্বল থাকে, এরূপ চিন্তাশীল হইবার অভিলাষ কর।

২২। পঠিত বিষয় চিন্তা এবং আলোচনা কর ; যে পর্য্যন্ত বাহিরের সত্য আত্মস্থ না হয়, এবং তোমার জীবন এবং চরিত্রের সহিত তাহা মিশিয়া না যায়, ততক্ষণ বিচার যুক্তি কর, তুলনা কর এবং বিভক্তরূপে আলোচনা কর, বিষয়কে বিস্তার কর, হৃদয়ঙ্গম কর এবং তাহা হইতে সারবান্ মূল সূত্র বাহির করিতে থাক ।

২৩। বিস্তৃত গ্রন্থসাগরের উপরিভাগে যাহারা ভাসে এবং কেবল তৃণরাশি সংগ্রহ করে, তাহাদিগকে ধিক্ !

২৪। ধন্য তাহারা, যাহারা নিম্নে নিমগ্ন হইয়া মুক্তারাশি সংগ্রহ করে !

২৫। পল্লবগ্রাহী চিন্তাহীন অধ্যেতার নিকট সমস্ত গ্রন্থালয় কোন ফল দান করে না ; কিন্তু চিন্তাশীল পাঠক দ্বাদশটি শব্দের মধ্যেও একটি জ্ঞানের জগৎ প্রাপ্ত হন ।

২৬। শিক্ষালাভে শ্রান্ত হইও না ; বিদ্যালাভের পক্ষে নিজেকে নিতান্ত বৃদ্ধ বলিয়া ভাবিও না। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত শ্রম-সহকারে জ্ঞান উপার্জ্জন করিবে।

২৭। জ্ঞানদাতা ঈশ্বরের চরণতলে বসিয়া চিরকাল শিক্ষা করিতে পারা, বাস্তবিক একটি গৌরবের বিষয় এবং মহৎ অধিকার ।

২৮। আমরা সকলে এই পৃথিবীবিদ্যালয়ে জ্ঞান এবং সুশিক্ষা লাভ করিতে আসিয়াছি, এ কথা মনে রাখিও ; এবং যাহারা এখানে বিদ্যাপ্রতিভার সহিত পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া

স্বর্গধামে উপাধি এবং পারিতোষিক লাভ করে, তাহারা ধন্য ।

২৯। কল্পিত উপন্যাস-গ্রন্থে আসক্ত হইও না; কারণ, তাহারা কেবল চিত্তকে মুগ্ধ করে, কল্পনাশক্তিকে আমোদিত করে, কিন্তু মনের প্রকৃত ভোজ্য দিতে পারে না।

৩০। অতিরিক্ত উপন্যাসপাঠে যাহার আনন্দ হয়, সে ছায়া ভক্ষণ করে এবং প্রেতের রাজ্যে বাস করে।

৩১। অপবিত্র দূষিত সাহিত্য তুমি কখন স্পর্শ করিবে না।

৩২। নাস্তিকতার গ্রন্থ সম্বন্ধে সাবধান! উহা অতি ভয়ানক এবং জঘন্য।

৩৩। মিথ্যা ঔদার্য্যের অনুরোধে, হে বিশ্বাসী মানব, তুমি কি ভগবানকে অস্বীকার করিয়া ও তাঁহার অবমাননা করিয়া, এমন দেবনিন্দক পুস্তক দ্বারা তোমার পড়িবার মেজকে (টেবিল) কলুষিত করিবে? ঈশ্বর করুন, যেন তাহা না হয়।

৩৪। তুমি যদি নাস্তিকতার একটি ক্ষুদ্র পত্রিকা পড়, তাহা হইলে তোমার প্রতিবাসী সেইরূপ বিংশতি খণ্ড গ্রন্থ পড়িবে, এবং সেই দৃষ্টান্তের বিষ বিস্তৃত হইয়া পড়িবে।

৩৫। অতএব, প্রত্যেক প্রকারের নাস্তিকতার পুস্তককে ঈশ্বর এবং মনুষ্যের ভয়ানক শত্রুজ্ঞানে ব্যবহার করিবে, এবং সেই ঘৃণ্য সামগ্রীর ছায়াও স্পর্শ করিবে না।

৩৬। সর্ব্বকালের মহাজনগণের শাস্ত্রকে সর্ব্বোপরি

সম্মান দিবে। কারণ, সেই সকল ধর্ম্মগ্রন্থে গভীর জ্ঞান ও প্রত্যাদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞান আছে। তাহাদিগের প্রতি অসাম্প্রদায়িক ভাবে শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদান করিবে।

৩৭। হে ধর্ম্মনিষ্ঠ পণ্ডিত, তোমার সমস্ত পাঠ অধ্যয়ন যেন নববিধান-বিজ্ঞানের গৌরববর্দ্ধনের নিমিত্ত হয়।

দাতব্য

যে গৃহে উপাসনার বাহ্যাড়ম্বর এবং প্রার্থনার কোলাহল আছে, অথচ দাতব্য নাই, তাহা ঈশ্বরের গৃহ নহে।

২। দয়াহীন বিশ্বাস শূন্যগর্ভ ধর্ম্মভাণ মাত্র; নিষ্ফল বৃক্ষের ন্যায় ইহা কখন ফল প্রসব করে না।

৩। যে মুখে বলে, আমি পরম পিতাকে ভালবাসি, অথচ ভ্রাতাকে প্রেম করে না, সে কপট ও প্রবঞ্চক, বৈরাগ্য-বাসে স্বার্থপরতা লুকাইয়া রাখে।

৪। কিন্তু যথার্থ ধার্ম্মিকের ঈশ্বরপ্রেম পরিপ্লাবিত নদীর ন্যায় স্ফীত এবং উচ্ছ্বসিত হয় এবং সকল প্রকার অবরোধ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে প্রসারিত হইয়া পড়ে; তাহা গভীর স্থান সকলকে প্রাচুর্য্যে পূর্ণ করিয়া, শুষ্ক প্রান্তর ভূমিতে আনন্দের শস্য সমুৎপন্ন করে।

৫। অতএব, গৃহস্থ ব্যক্তি স্বার্থপরতাকে ঘৃণার্হ এবং অকল্যাণ জানিয়া দূরে পরিহার করিবে, এবং তাহার গৃহকে প্রেম এবং দয়ার আলয় করিয়া রাখিবে।

৬। কিন্তু দুঃখীকে নীচ পতিত, কৃপার পাত্র মনে করিয়া অবজ্ঞা করিবে না, কিম্বা অহঙ্কার ও দম্ভভাবে তাহাকে দান করিবে না।

৭। দরিদ্র এবং নিঃস্বদিগকে মান্য করিবে এবং তাহাদিগকে সেবা করা ধর্ম্ম এবং সৌভাগ্যের অধিকার বলিয়া গণ্য করিবে।

৮। কারণ, দান গ্রহণ করিয়া যদি গ্রহীতা কৃতার্থ হয়, তাহা হইলে দাতা দান করিয়া কি তদপেক্ষা শতগুণে কৃতার্থ হইবে না? ইহা গ্রহীতাকে রজতখণ্ড দেয়, কিন্তু দাতার নিকট স্বর্ণখণ্ড উপস্থিত করে।

৯। সত্য সত্য, যে দরিদ্রকে দান করে, সে ঈশ্বরকে দান করে; দাতব্য কার্য্য, এইজন্য, ঈশ্বরকে দান করা বলিয়া চিরকাল গৌরবান্বিত হইবে।

১০। ঈদৃশ মহৎ এবং দিব্য কার্য্যে অলস, উদাসীন বা পরিশ্রান্ত হইও না। পরন্তু তোমার পরিমিত সংস্থান ও সুবিধামত, যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে দান করিতে পার, এরূপ উচ্চ অভিলাষ তোমার হউক।

১১। কেবল সাময়িক ভাবান্ধতার উৎসাহে ক্ষণিক দাতব্যে যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।

১২। তুমি পরিবারমধ্যে দাতব্য অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত রাখিবে, যেন ঈশ্বরের গৃহে কখন দয়াদেবী নিদ্রিতা না থাকেন।

১৩। যখনই দুঃখী ব্যক্তি আসিয়া তোমার নিকট আশ্রয়. খাদ্য বা সাহায্য প্রার্থনা করিবে, তখনই তাহারা যেন তোমাকে তদ্বিষয়ে প্রস্তুত দেখিতে পায়। তোমার দ্বার রুদ্ধ এবং হস্ত সঙ্কুচিত দেখিয়া যেন তাহারা নিরাশ হইয়া প্রত্যাগমন না করে।

১৪। প্রত্যেক প্রার্থীর, এমন কি অতি সামান্য দীনহীন

ব্যক্তির প্রার্থনাতেও, আগ্রহের সহিত কর্ণপাত করিবে ; যাহা কিছু তাহার বলিবার থাকে, সে সমস্ত শুনিবে ; অনন্তর শান্তচিত্তে এবং দয়ার সহিত তাহার বিষয় বিবেচনা করিবে।

১৫। যদি দয়ার উপযুক্ত পাত্র হয়, তবে তাহাকে শ্রদ্ধা-সহকারে ও সন্তোষচিত্তে অন্ন দাও, বস্ত্র দাও, বা অন্য প্রকারে তাহার সেবা কর।

১৬। পরিবারের ব্যবহার্য্য মাসিক ভোজ্য সামগ্রী যখন ক্রয় কর, তখন দুঃখীদিগের জন্য চাউল এবং ময়দা ক্রয় করিবে ; এবং তৎসমুদয় তোমার ভাণ্ডারগৃহে দাতব্যের জন্য উৎসর্গ করিয়া বিশেষভাবে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবে, এবং ঐ উদ্দেশ্যেই কেবল উহা ব্যবহার করিবে।

১৭। প্রতি মাসে তোমার পুরাতন বস্ত্র এবং জীর্ণ গৃহসামগ্রীগুলি স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়া দিবে, এবং যাহাদের সে সকলের অভাব আছে, তাহাদিগকে উহা দান করিবে। এইরূপে গৃহের পরিত্যক্ত এবং অনাদৃত বস্তু সমূহও ব্যবহারে আসিবে।

১৮। আয় অনুসারে নিয়মিতরূপে মাসে মাসে দাতব্য-সভাতেও তুমি চাঁদা দিবে। দরিদ্রতার ওজর করিয়া তাহা কখন বন্ধ করিবে না।

১৯। কারণ, যদি তোমার আয় কমিয়া যায়, কি গৃহ-স্থালীর ব্যয় অকুলন হয়, তদনুসারে তুমি দাতব্যের পরিমাণ

হ্রাস করিবে ; কিন্তু দরিদ্রের প্রাপ্য হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবার তোমার কোন অধিকার নাই।

২০। মনে রাখিও, তোমার হস্তে যে অর্থ আছে, তাহা তোমার নিজ সম্পত্তি নহে, যে, যথেচ্ছ ব্যবহার করিবে ; কিন্তু তাহা ঈশ্বরপ্রদত্ত সম্পত্তি, তাঁহারই কার্য্যের জন্য তিনি তাহা তোমার হস্তে রাখিয়াছেন।

২১। প্রত্যেক বিশ্বাসী,—এমন কি নিতান্ত দুঃখী পর্য্যন্ত —সকলের প্রতিই তাঁহার এই অনুজ্ঞা যে, অন্যের উপকারার্থ তাহারা প্রতি মাসে নিজ নিজ আয়ের কিয়দংশ ব্যয় করিবে। অতএব নিজস্বার্থের উদ্দেশে কিছুতেই সে অংশ আত্মসাৎ করিও না।

২২। হে ঈশ্বরের দাতব্যভাণ্ডারের রক্ষিগণ, তোমরা তাঁহার নিকট আপনাদের সেবাকার্য্যের বিশ্বাসযোগ্য হিসাব প্রদান কর এবং মাসিক আয় ব্যয়ের তালিকামধ্যে দরিদ্রের প্রাপ্য যাহা, তাহা বাস্তবিক দেওয়া হইয়াছে কি না, দেখাও।

২৩। জনসমাজের মঙ্গলের জন্য নানাবিধ উপকারজনক কার্য্য দাতব্যের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, এবং দয়ার প্রকাশও বহুবিধ।

২৪। ক্ষুধার্ত্তকে ভোজ্য, তৃষ্ণাতুরকে পানীয়, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, রোগীকে শুশ্রূষা, গৃহহীনের জন্য গৃহনির্ম্মাণ, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা, বিধবা ও অনাথ বালকদিগের দুঃখমোচন, দরিদ্র —ক পাঠ্যপুস্তকদান, এবং চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়,

উপাসনালয়-প্রতিষ্ঠায় সাহায্যদান,—এই সকল সাধারণ দান-কার্য্য। এবং যখনই আবশ্যক হইবে, তাহাতে হৃদয়, উদ্যম এবং অর্থ অর্পণ করিবে।

২৫। ইহা ব্যতীত বিশেষ সময়ে অসাধারণ কার্য্য-সাধনের জন্যও ঈশ্বর তোমাকে আদেশ প্রদান করেন।

২৬। যখন বিদেশ বা স্বদেশস্থ লোকদিগের উপর দুর্ভিক্ষ, মহামারী, সংক্রামক ব্যাধি, অগ্নিদাহ অথবা অপর কোন দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হইয়া অনাহার, ক্লেশ এবং বিপ্লব আনয়ন করে, তখন তুমি আশু সাহায্য দান করিবে, এবং সাধ্যমত বিবিধ উপায়ে দুঃখ মোচন করিবে।

২৭। নিদাঘের প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণের সময় পিপাসু-দিগের জন্য শীতল পানীয়, সরবৎ এবং বরফ রাখিবে, যেন শ্রান্ত পথিক এবং অতিরিক্তশ্রমকাতর শ্রমজীবী ব্যক্তিরা তোমার দ্বারে আসিয়া বিশ্রাম লাভ করে; এবং তাহারা সর্ব্বদা তোমার করুণা-প্রস্রবণ-প্রবাহিত নির্ম্মল জলরাশি পান করিতে পারে।

২৮। এইরূপ যখন আবার শীতকাল আসিবে, তখন শীতে কাতর ছিন্নবস্ত্রধারী দুঃখীদিগকে গরম কাপড় দান করিবে।

২৯। কেবল যাহারা দয়ার উপযুক্ত পাত্র, তাহাদিগকেই দান করিবে, অপাত্রে দান করিয়া আলস্য এবং ভিক্ষাব্যবসায়কে উৎসাহ দিবে না।

৩০। লোকে তোমাকে সুখ্যাতি এবং প্রশংসা দিবে, এই প্রত্যাশায় দান করিবার সময় তূরী বাজাইয়া তাহা ঘোষণা করিও না। লোকানুরাগপ্রয়াসী না হইয়া গোপনে সলজ্জভাবে দান করিবে।

৩১। যথার্থ দানক্রিয়া হস্তে নহে, হৃদয়ে; কার্য্যেও নহে, ইচ্ছাতে; নির্দ্দয় মুক্তহস্তের প্রচুর দান অপেক্ষা, দুঃখিনী বিধবার সামান্য দান ঈশ্বরের নিকট আরও গ্রহণীয়।

৩২। যাহারা অন্যের জন্য জীবন ধারণ করে এবং মানবজাতির সেবায় শরীর মনের সহিত আপনাদিগকে উৎসর্গ করিয়া দেয়, তাহারা ধন্য; কারণ, তাহারা ইহ-পরলোকে পুরস্কার পাইবে।

স্বজনবর্গ

গার্হস্থ্যের পারিবারিক সম্বন্ধ এবং কর্ত্তব্যকর্ম্ম অতি পবিত্র। পার্থিব বিবেচনায় তৎপ্রতি যে অবহেলা করে, তাহাকে ধিক্।

২। এমন অনেক লোক আছে, যাহারা যোগ, ভক্তি, বৈরাগ্য, হিতৈষণা প্রভৃতি বড় বড় কার্য্যে অহঙ্কার প্রকাশ করে এবং সেই অহঙ্কারবশতঃ প্রতিদিনের ক্ষুদ্রতর কর্ত্তব্য বিষয়কে বিস্মৃত হয় এবং পিতা, মাতা, স্ত্রী ও সন্তানগণের প্রতি উপেক্ষার ভাণ করে।

৩। তাহারা ভাবে, তাহারা স্বর্গে উড়িতেছে এবং পার্থিব কর্ত্তব্যের ভূমি স্পর্শ করাকে তাহারা নীচতা মনে করে।

৪। কিন্তু স্বর্গের বিচারে এই সকল লোকের কোন আপত্তি খাটিবে না। কারণ, প্রভু পরমেশ্বর স্বয়ং এই সকল পারিবারিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত এবং বিশুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, এবং গৃহকর্ম্মের ব্যবস্থা সকল তাঁহারই আদিষ্ট; যে কেহ ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে, সেই অহঙ্কারীকে তিনি সমুচিত দণ্ড দিবেন।

৫। হে দাম্ভিক, তুমি কি মনে কর, তোমার গৃহ একটা অপবিত্র বাসা বাটী?—এবং তোমার পিতা, মাতা, স্ত্রী ও সন্তানবর্গের সহিত কেবল তোমার পশুর সম্বন্ধ? তাহাদিগের সহিত তোমার কি কোন নৈতিক বাধ্যবাধকতা নাই?

৬। না। তোমার গৃহকে তুমি ঈশ্বরের গৃহ মনে

করিবে, এবং তোমার সমস্ত আত্মীয়গণকে পবিত্র সম্পর্কে সম্বদ্ধ জানিবে; তাহাদিগের সম্মান ও সেবার জন্য প্রভু পরমেশ্বর কর্ত্তৃক তুমি আহূত হইয়াছ।

৭। ঈশ্বরের পরিবারে অতি সামান্য ব্যক্তিকেও তুমি ঘৃণা বা উপেক্ষা করিতে পার না।

৮। প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম কর্ত্তব্যের জন্য ইহপরলোকে তোমাকে হিসাব দিতে হইবে।

৯। হে মানব, তোমার পিতা মাতা কে, তুমি কি জান না? তোমার জনক জননী, তাঁহারা স্বর্গের—স্বর্গীয়।

১০। তাঁহাদিগকে তুমি ভক্তি করিবে এবং প্রণাম করিবে, এবং পবিত্র ব্যক্তি জ্ঞানে তাঁহাদের প্রতি সশ্রদ্ধ আনুগত্য প্রকাশ করিবে।

১১। কারণ, পৃথিবীতে তোমার পিতার তুল্য শ্রেষ্ঠ আর কে আছে? এবং তোমার জননী, তিনি কি স্বর্গের মত মহৎ নহেন?

১২। পরমেশ্বর তাঁহার সন্তানদিগকে লালন পালন এবং তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষিত করিবার জন্য, তোমার পিতা মাতাকে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে এই সংসারে নিযুক্ত করিয়াছেন।

১৩। তোমার পিতার ভিতরে তোমার স্বর্গস্থ পিতাকে দর্শন কর, তোমার মাতার ভিতরে সেই পরম মাতার স্নেহ অবতীর্ণ দেখ।

১৪। ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে যে, সত্য সত্যই পিতা মাতা দেবতাস্বরূপ এবং তদনুসারে তাঁহাদিগকে ভক্তি ও সেবা করা উচিত :—

"মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম্।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ ॥"

মহানির্ব্বাণতন্ত্র—৮।২৪॥

১৫। সন্তানগণ, পিতা মাতাকে মান্য কর, যথাসাধ্য তাঁহাদের সেবা কর, তাঁহাদের অভাব পূর্ণ কর, দুঃখ মোচন কর, এবং সুমিষ্ট প্রীতিবচনে তাঁহাদের হৃদয়কে আহ্লাদিত কর।

১৬। যাবজ্জীবন শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রম দ্বারা স্নেহবান্ পিতা মাতার ঋণ-পরিশোধে যত্নবান্ থাক। সে ঋণ অকূল সমুদ্রের ন্যায় সুদুস্তর।

১৭। বার্দ্ধক্যে ও জীর্ণাবস্থায় তাঁহাদিগকে উত্তমরূপে যত্ন করিবে; ঐহিক সুখের জন্য তাঁহাদের যথাসাধ্য সেবা করিবে; এবং তাঁহাদের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও পবিত্র সঙ্গীত দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রফুল্লিত করিবে।

১৮। তোমার সেবা যেন বেতনভোগী ব্যক্তির ন্যায় শূন্যগর্ভ বা বাহ্যিক কঠোর শ্রমমাত্র না হয়; প্রগাঢ় প্রেমোচ্ছ্বাস, সজীব কৃতজ্ঞতা এবং ঐকান্তিক আনুগত্য তাহাতে থাকা চাই।

১৯। হে ঈশ্বরাশ্রিত গৃহাশ্রমের পুত্র কন্যাগণ, পিতা

মাতার কল্যাণপ্রদ শিক্ষা এবং উপদেশের অধীনে থাকিয়া, দিন দিন বিশ্বাস, পুণ্য ও প্রেমে বর্দ্ধিত হও।

২০। হে পিতা মাতা সকল, তোমাদের সন্তানদিগকে শারীরিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা দান কর এবং তাহাদিগকে ঈশ্বরের জন্য প্রস্তুত কর।

২১। অধিক প্রশ্রয় দিলে সন্তান মন্দ হইয়া যায়; আবার অত্যন্ত কঠোর শাসনেও তদ্রূপ ফল ফলে।

২২। অতএব, সুকোমল প্রেম দ্বারা কঠোর শাসন-প্রণালীকে কোমল করিয়া, পিতা মাতার প্রভুত্ব পরিচালিত করিতে হইবে।

২৩। কোন প্রকার ভারবহ শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিও না। কিন্তু বালক বালিকাদিগের শিক্ষা সহজ এবং স্বাভাবিক হউক।

২৪। সর্ব্বদা তাহাদের উপর হস্তক্ষেপ করিও না, কিন্তু যথোপযুক্ত যত্ন ও প্রভাবের অধীনে তাহাদিগের হিতকর উন্নতি লাভ করিতে দাও।

২৫। সাবধান হইবে, যেন তাহাদের মধ্যে অস্বাভাবিক উন্নতি বা অকালপক্কতা আনীত না হয়।

২৬। সন্তানদিগের জন্য বিশুদ্ধ বায়ু, সুখাদ্য, বিশ্রাম এবং ব্যায়ামের ব্যবস্থা করিয়া সর্ব্বপ্রথমে স্বাস্থ্য বিধান করিবে।

২৭। বাল্যাবস্থায় তাহাদিগকে নীতি উপদেশ দিবে এবং যৌবনে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবে।

২৮। যৌবনের প্রারম্ভে তাহাদিগের মস্তিষ্কের মধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্রের কঠিন মতামত সকল প্রবিষ্ট করিয়া দিও না। শুক পক্ষীর স্থায় শিশুসন্তানগণ শাস্ত্রীয় পদাবলী কণ্ঠস্থ করিয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইও না।

২৯। সন্তানদিগকে শিক্ষা দিয়া মানুষ করিবার ভার পিতা মাতা উভয়কেই লইতে হইবে ; তাঁহাদের প্রত্যেকের উপরে এ বিষয়ে পৃথক পৃথক কার্য্যভার আছে, এবং পিতা ও মাতা উভয়ের যত্নপ্রভাব একত্র সম্মিলিত না হইলে শিশুগণের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে।

৩০। সন্তানের শিক্ষা তখনই সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হয়, যখন তাহার চরিত্রে পিতার সমুদয় সদ্‌গুণ এবং মাতার মধুর প্রকৃতি একত্র মিলিত হয়।

৩১। কুসংসর্গ এবং সকল প্রকার দুর্নীতির প্রভাব হইতে তাহাদিগকে রক্ষা কর।

৩২। বালক বালিকাদিগকে গ্রন্থ এবং সহচর নির্ব্বাচন করিয়া দাও, এবং উৎকৃষ্ট ছবি ও সচিত্র নৈতিক আখ্যায়িকা-পুস্তক তাহাদিগকে উপহার দাও ; তাহাতে তাহাদের সুকোমল ও সহজগ্রাহী হৃদয় প্রথম বয়সেই উৎকৃষ্ট ভাব গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩৩। বালক বালিকাদিগের যাহাতে প্রাকৃতিক কবিত্বে ও সৌন্দর্য্যে রুচি বিকশিত হয় এবং পুষ্পের প্রতি ভালবাসা হয়, এরূপ যত্ন কর।

৩৪। বাড়ীর সংলগ্ন যদি কোন উদ্যান থাকে, তবে তথায় যাইয়া তাহাদিগকে চিরহরিদ্বর্ণ তরুকুঞ্জরাজী এবং পুষ্প সকল দেখিতে দাও এবং কিছু কিছু উদ্যানের কার্য্যও তাহাদিগকে করিতে দাও।

৩৫। যদি কোন গৃহপালিত জীব জন্তু এবং পক্ষী বাড়ীতে থাকে, তবে সন্তানদিগকে এমন শিক্ষা দিবে, যাহাতে তাহারা উহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করে এবং উহাদিগকে আহার প্রদান করে এবং আদর করে।

৩৬। ঈশ্বরের পরিবারস্থ সন্তানগণ পশু পক্ষীদিগের প্রতি, ক্ষুদ্র পিপীলিকা এবং কীটদিগের প্রতিও দয়াসম্বন্ধে সর্ব্বদা বিখ্যাত হইবে।

৩৭। ক্ষুদ্র শিশুদিগকে মান্য কর, কারণ তাহাদিগের ন্যায় যাহারা, তাহাদিগকে লইয়াই স্বর্গরাজ্য। যাহাতে তাহাদিগের বাল্য নির্দ্দোষিতা পবিত্রতায় পরিণত হয়, এবং লোকান্তরে মোক্ষলাভসম্বন্ধে তাহারা নিশ্চিত থাকিতে পারে, তাহাদিগকে এইরূপ সুশিক্ষিত করিতে সর্ব্বদা তোমাদের আকাঙ্ক্ষা ও যত্ন হউক।

৩৮। সন্তানগণের শিক্ষাসম্বন্ধে পৃথিবীর সমস্ত পিতা মাতা পরম পিতা পরমেশ্বরকে আপনাদের নেতা ও আদর্শ জানিয়া, সতত তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

ভ্রাতা ও ভগ্নী

ভ্রাতৃগণ, তোমাদের ভগ্নীদিগকে ভালবাস; ভগ্নীগণ, তোমাদের ভ্রাতাদিগকে ভালবাস।

২। কারণ, তোমরা এক পিতা মাতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। অপর কোন কারণে নহে, কেবল এক পিতা মাতা হইতে উৎপন্ন বলিয়া, তোমাদিগকে প্রভু পরমেশ্বর সুমধুর প্রেমবন্ধনে বদ্ধ হইতে বলিতেছেন।

৩। ত্রুটি দেখিলে তোমরা একজন আর একজনকে তিরস্কার করিতে পার, তোমাদের মধ্যে মত-ভেদ এবং প্রকৃতি-ভেদ থাকিতে পারে, তথাপি তোমরা সকলে এক পিতা মাতার সন্তান বলিয়া পরস্পরকে নিয়ত গাঢ় প্রীতি-সহকারে ভালবাসিবে।

৪। পবিত্র এবং নিঃস্বার্থ প্রেমে পরস্পরের সেবা করিয়া, পৈতৃক ভবনে এক অখণ্ড পরিবারের মত শান্তিতে অধিবাস কর, অভদ্র কলহ বিবাদে সে শান্তি ভঙ্গ হইতে দিও না।

৫। বিবাদ করিও না, হিংসা করিও না, নির্দ্দয় হইও না। জ্যেষ্ঠদিগকে অমান্য অথবা কনিষ্ঠদিগকে হতাদর করিও না।

৬। যখন বয়োবৃদ্ধি হইবে এবং বিবাহ করিবে, তখন অন্যত্র গিয়া স্বামী এবং স্ত্রীর সহিত বাস করিতে পার। তাহাতে যদিও বাহ্য পার্থক্য ঘটিল, কিন্তু সেই জন্য হৃদয়ের পার্থক্য এবং অনৈক্য যেন উপস্থিত না হয়।

৭। যে কোন স্থানে অবস্থিতি কর, তোমার হৃদয় শান্তি এবং সম্মিলন এবং আত্মীয়তার চিরবন্ধনে বদ্ধ থাকিবে। ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠিত সে বন্ধনকে কিছুই ছিন্ন করিতে পারিবে না।

৮। বিবাহ ভ্রাতৃবিচ্ছেদের একটি মূল কারণ; কলহপ্রিয় বনিতাদিগের জন্য সহৃদয় উৎকৃষ্ট ভ্রাতারাও পরস্পর বিবাদ করিয়া স্বতন্ত্র হইয়াছে এবং শেষে এক অপরের চিরশত্রু হইয়া পড়িয়াছে।

৯। অতএব সাবধান, স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য প্রাণের ভাই কিম্বা প্রিয়তমা ভগ্নীকে কেহ পরিত্যাগ করিও না।

১০। এবং স্বামীকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্তও কোন নারী যেন তাহার ভ্রাতা কিম্বা ভগ্নীদের শত্রু না হয়।

১১। ভ্রাতৃপ্রেম এবং ভ্রাতৃভাব শব্দের বিশুদ্ধ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম কর, এবং তোমাদের পরস্পরের ব্যবহার এমন হউক যে, তাহা বাস্তবিকই প্রেমের এবং সুখদ আত্মীয়তার আদর্শ এবং দৃষ্টান্ত হয়।

১২। এইরূপে ছোট ছোট ভ্রাতৃমণ্ডলী এবং ভগ্নীমণ্ডলী পরিণামে স্বর্গধামের এক বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃমণ্ডলী এবং ভগ্নীমণ্ডলীতে পরিণত হইবে। তাহারা প্রেমিক আত্মানিচয়ের একটি সুখী পরিবার হইয়া, বিশ্বপিতা পরমেশ্বরকে স্বীকার করতঃ তাঁহার সেবা করিবে।

স্বামী এবং স্ত্রী

পরিণয় একটি স্বর্গীয় অনুষ্ঠান এবং সেই ভাবে ইহাকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে।

২। যাহারা বৈষয়িক চুক্তিবন্ধনের ন্যায় ইহাকে দেখে, তাহারা ইহাকে মানবীয় অনুষ্ঠান এবং পার্থিব সম্বন্ধের মত নীচ করিয়া ফেলে।

৩। স্বামী ও স্ত্রী কি বাণিজ্য দ্রব্য, যে বাজারে উহা ক্রয় বিক্রয় হইবে?

৪। রেজিষ্ট্রার কি বিবাহের দেবতা? এবং তার সিল মোহর দ্বারা কি বিবাহবন্ধন সাব্যস্ত হয়?

৫। আত্মাই বিবাহ করে, এবং প্রভু পরমেশ্বর—এবং তিনিই কেবল—একটি অমরাত্মার সহিত অপর একটি অমরাত্মার উদ্বাহগ্রন্থি বন্ধন করিয়া দেন।

৬। মনে রাখিও, ঈশ্বর স্বয়ং যে বিবাহে পৌরোহিত্য না করেন, তাহা বিবাহই নহে।

৭। অতএব, বিবাহের সময় পরস্পরকে চুক্তির নিয়মে বাণিজ্য পদার্থের ন্যায় ক্রয় করিবার জন্য, মানবীয় বিধি বা রাজসাহায্যের আনুকূল্য-প্রার্থী হইও না। কিন্তু প্রজাপতি পরমেশ্বরের সন্নিধানে এবং তাঁহারই সাক্ষাৎ অনুমোদনে পরিণয় বন্ধনে প্রবিষ্ট হও।

৮। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে বিধাতার

কৃপা এবং আশীর্ব্বাদ ব্যতীত বিবাহিত জীবনের গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে ?

৯। ভক্তিপূর্ব্বক বিবাহাধিষ্ঠাত্রী দেবতার চরণে প্রণাম কর এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণপূর্ব্বক, তাঁহার আলোক ও শক্তি হৃদয়ে লইয়া, নিষ্ঠাযুক্তমনে পরীক্ষাপ্রলোভনপূর্ণ সংসারে প্রবেশ কর।

১০। তোমাদিগের আত্মার উদ্বাহযোগ বর্ষের পর বর্ষে, যাহাতে স্বর্গের অনন্তকালস্থায়ী মিলনে পরিণত হয়, তাহার জন্য চিরজীবন প্রার্থনা এবং যত্ন করিতে থাক।

১১। কারণ, অনুষ্ঠানেই বিবাহ পূর্ণ হয় না, ইহা কেবল বর্দ্ধনশীল অনুরাগ এবং উন্নতিশীল পবিত্র অবস্থা।

১২। কোন স্বামী বা কোন স্ত্রী যথার্থ কিম্বা পূর্ণরূপে বিবাহিত নহে ; যাহা ভবিষ্যতে সুসম্পন্ন হইবে, বিবাহ সেই আন্তরিক যোগের প্রথম সোপান মাত্র, এবং যাহা ভবিষ্যতে আরও উন্নত হইবে, সেই মহোচ্চ আধ্যাত্মিক মিলনের ইহা কেবল একটি নিদর্শন।

১৩। অতএব, স্বামী স্ত্রী উত্তরোত্তর সম্পূর্ণরূপে বিবাহিত এবং আত্মায় আত্মায় মিলিত হইতে থাকুন।

১৪। কারণ, এখনও তাঁহারা অর্দ্ধার্দ্ধ, পরে তাঁহারা ঈশ্বরেতে এক এবং অবিভক্ত হইয়া থাকিবেন।

১৫। এইটিই বিবাহের উদ্দেশ্য। অতএব, হে দম্পতি সকল, তোমরা পরস্পরকে বিশ্বাস কর, উভয় উভয়কে সম্মান

ও প্রেম দান কর, এবং যাহাতে তোমরা এক হইতে পার, তজ্জন্য পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক তাবৎ বিষয়ে মিলিতভাবে এক সঙ্গে কার্য্য করিতে যত্ন কর।

১৬। স্বামী বা স্ত্রী কেহ অহঙ্কারপূর্ব্বক, আপন আপন জাতির শ্রেষ্ঠত্ববিষয়ে কোন কথা তুলিবেন না; কিন্তু ঈশ্বরের গৃহের তুল্যপদস্থ সেবক সহকর্ম্মা জানিয়া, পরস্পরকে মান্য করিবেন।

১৭। যে স্বামী স্ত্রীকে সামান্য ভৃত্যের ন্যায় ব্যবহার করে, এবং অবরোধে বন্দীর ন্যায় বদ্ধ থাকিতে না দেখিলে তাহার সতীত্বে বিশ্বাস করে না, যে সর্ব্বদা তাহাকে ক্রীত দাসীর মত রাখিতে চায়, কখন উন্নত হইতে দেয় না, সে স্বামী তাহার অযোগ্য।

১৮। সেইরূপ, যে স্ত্রী স্বামীকে দাসের ন্যায় করিয়া তদুপরি আধিপত্য করিতে ও বিলাসসুখ এবং সাংসারিকতার নিগড়ে তাহাকে প্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে, সে স্ত্রীও তাহার স্বামীর যোগ্যা নহে।

১৯। কেহ কাহারও উপরে অত্যাচারী হইবে না। প্রভু পরমেশ্বরের কার্য্যক্ষেত্রে দুইজনে এক সঙ্গে কার্য্য করিবে।

২০। যদিও দুইজনে সমান, কিন্তু তথাপি অন্যায়রূপে একজন যেন অপরের প্রকৃতিকে অনুসরণ বা অন্যের পদকে অধিকার না করে।

২১। পরিবারমধ্যে ঈশ্বর তাহাদের যে পৃথক্ পৃথক্ স্বভাব এবং কার্য্যভার নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহা কেহ যেন অতিক্রম না করে।

২২। পুরুষ যেন নারী-প্রকৃতি না ধরে এবং গৃহকর্ত্রীর কার্য্য না করে। স্ত্রীলোক হইয়াও কেহ যেন পুরুষত্ব অন্বেষণ না করে এবং পুরুষোচিত কার্য্যে অভিলাষিণী না হয়।

২৩। উভয়ে ঈশ্বরনিয়োজিত নিজ নিজ কার্য্য সমাধা করুক; প্রতিযোগীর ন্যায় পরস্পরের সহিত বিবাদ না করিয়া, সমাংশীর ন্যায় পরস্পরের প্রতি বন্ধুতার সম্বন্ধ রক্ষা করুক।

২৪। যে নারী আপনার বৈধ কর্ত্তব্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পুরুষোচিত ক্রীড়া, আমোদ বা অন্যান্য কার্য্যে মত্ত হয়, এবং পুরুষের অভ্যাস অনুকরণ করিয়া স্বভাববিরুদ্ধে ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য করে, তাহাকে ধিক্! মহাবিনাশ তাহাকে প্রতীক্ষা করিতেছে, এবং লজ্জা অধঃপতন তাহার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী।

২৫। যদি অহঙ্কারে ঘর নষ্ট হয়, সন্দিগ্ধ-চিত্ততাও পারিবারিক অশান্তির অপর এক কারণ জানিবে। মিথ্যা এবং পাপ জানিয়া ইহাকে পরিত্যাগ করিবে।

২৬। দাম্পত্য-অবিশ্বস্ততা অতি ভয়ানক পাপ, স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ই তাহা হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবে। মনের মধ্যে একটু সামান্য ব্যভিচার-চিন্তাকেও অতি ঘৃণার্হ বলিয়া জানিবে।

২৭। যে সতীত্ব কেবল নিরাপদ অবস্থাতেই রক্ষা পায়, এবং প্রলোভন আসিলেই যাহার পরাস্ত হইবার সম্ভাবনা, তাহা যথার্থ সতীত্ব নহে। দাম্পত্য-বিশ্বস্ততা সকল প্রকার প্রলোভনের মধ্যে যেন অবিচলিত থাকে। স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পরের এত অনুগত হইবেন যে, সকল অবস্থাতে ব্যভিচার-চিন্তা এককালে অসম্ভব হইয়া যাইবে।

২৮। সতীত্বে প্রেম যোগ কর। প্রথমোক্তটি অভাবাত্মক, শেষোক্তটি ভাবাত্মক ; প্রথমটি কলিকা, দ্বিতীয়টি বিকশিত পুষ্প!

২৯। স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পরকে প্রমত্ত এবং প্রোৎসাহিত আনুগত্যের সহিত প্রেম করিবে, এবং প্রণয়ে উভয় উভয়ের মধ্যে বাস করিবে।

৩০। যেমন তাহারা এক সঙ্গে সাংসারিক কার্য্য সকল ব্যবস্থিত করিবে, তেমনি তাহারা এক সঙ্গে উপাসনা প্রার্থনা করিবে এবং সময়ে সময়ে আত্মার নিত্য বস্তু সম্বন্ধে সদালাপ করিবে।

৩১। স্বামী এবং স্ত্রী যখন কোন নির্জ্জন স্থানে একত্র বসিয়া সঙ্গীত ও প্রার্থনা করেন, এবং সানন্দচিত্তে অনন্ত পর-মাত্মার সহিত যোগসাধনে প্রবৃত্ত থাকেন, তখনকার দৃশ্য স্বর্গীয়!

৩২। ইহজীবনের অবসানে তাঁহারা এইরূপে স্বর্গের সুখধামে উত্থিত হউন, এবং অনন্ত পবিত্রতা ও অসীম আনন্দের নিকেতনে তাঁহারা একত্রে প্রবেশ করুন।

দাসদাসী

যে গৃহে ভৃত্যের প্রতি সদয় ব্যবহার হয়, এবং যত্নের সহিত তাহাদের অভাব মোচন করা হয়, সেই গৃহ ধন্য।

২। অহঙ্কার মনুষ্যকে এমনি স্ফীত করে যে, সে ভৃত্যদিগকে ঘৃণা এবং হতশ্রদ্ধা করে, এবং তাহাদিগের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি করাকে অতি নীচ কর্ম্ম মনে করে।

৩। প্রভু কি সেবা করিবে? ভৃত্যই কেবল সেবা করিয়া থাকে—দাম্ভিক হৃদয়ের এইরূপ যুক্তি।

৪। নিশ্চয় প্রভুও সেবা করে, তাহা ভৃত্যের অপেক্ষা ন্যূন নহে। যে সেবা না করে, সে প্রভু হইতে পারে না।

৫। যিনি পৃথিবী এবং স্বর্গের অধিপতি, তিনিও সেবা করিয়া থাকেন। এমন কি, প্রতিদিন তিনি আপনার গৌরবের সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া, নিজের দুঃখী নীচতম সেবকদিগেরও সেবা করেন।

৬। অতএব, হে গর্ব্বিত মানব, অহঙ্কারকে একেবারে বিদায় করিয়া দিয়া, এইটি মনে কর যে, যাহারা তোমার সেবার জন্য আসিয়াছে, তাহাদের সেবা করা যথার্থ একটি স্বর্গীয় কার্য্য।

৭। গৃহস্বামী ঈশ্বরের ভাবে নীত হইয়া, অধীনস্থ সামান্য ভৃত্যবর্গকে স্নেহবাৎসল্যের যোগ্য সন্তান জ্ঞানে, তাহাদিগের উপর পিতার ন্যায় দৃষ্টিপাত করিবেন।

৮। এই যে সকল প্রতিপাল্য ব্যক্তিকে তাঁহার তত্ত্বাবধানের অধীনে সমর্পণ করা হইয়াছে, ইহাদের জন্য তিনি ঈশ্বরের নিকট দায়ী, এ কথা যেন তিনি মনে রাখেন।

৯। গৃহস্বামী এবং গৃহকর্ত্রী ভৃত্যদিগের পিতা-মাতা-স্বরূপ হইবেন, তাহাতে তাহাদের মধ্যে সাতিশয় আনন্দ হইবে এবং তাহারা বিশ্বাস ও ভক্তি-সহকারে এবং প্রফুল্লমনে সেবা করিবে।

১০। ভৃত্যকে নিযুক্ত করিবার সময় তাহার কি কাজ, পরিষ্কাররূপে তাহাকে বুঝাইয়া দিবে। কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রকৃতি, পরিমাণ, প্রতিদিনের বিশ্রামের সময়, সাপ্তাহিক কি মাসিক, কি ত্রৈমাসিক, ঠিক কোন্ সময় সে বেতন পাইবে, এই সমস্তও তাহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিবে।

১১। দেয় বেতন নিজের নিকট জমিতে দিবে না; তাহাতে গৃহস্থ ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িবেন, এবং এক দিকে পবিত্র অঙ্গীকার ভঙ্গ এবং অপর দিকে যে সময়ে তিনি নিজে আমোদ আহ্লাদের সহিত প্রচুর পরিমাণে পান ভোজন করিতেছেন, সেই সময়ে দুঃখী ও অসহায় ভৃত্যদিগকে দুঃখ, যন্ত্রণা, নিঃসম্বলতা, ঋণ ও উচ্ছৃঙ্খলাচারে নিক্ষেপ জন্য, আপনার উপর তিনি আপনি দ্বিবিধ অভিসম্পাত আনিবেন।

১২। তুমি কি নিষ্ঠুর হইয়া, তোমার ভৃত্যের প্রাপ্য বেতন ও জীবিকা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া, সেই টাকা

দ্বারা আপনাকে এবং আপনার সন্তানদিগকে হৃষ্টপুষ্ট করিবে ?

১৩। ঈশ্বর করুন, যেন এরূপ না হয়। ঈদৃশ ভয়ানক স্বার্থপরতা, অবিচার এবং নিষ্ঠুরতা হইতে তিনি তোমাকে রক্ষা করুন।

১৪। ভৃত্যকে প্রলোভনে ফেলিও না ; কারণ যে ব্যক্তি দুঃখী এবং দুর্ব্বলদিগকে প্রলোভনে ফেলে, সে অতি গুরুতর পাপ করে।

১৫। তোমার ভৃত্যকে যদি তুমি নির্দ্দিষ্ট কাজ দেখাইয়া না দিয়া, তাহাকে অনিশ্চিত সাধারণ কার্য্যের বিস্তৃত সাগর-মধ্যে ফেলিয়া রাখ এবং একজনকেই পরিচারক, সৌচিক, পাচক ও অশ্বপালক কর, এবং সকল প্রকার কার্য্যের জন্য তাহার উপরে দায়িত্বের ভার চাপাইয়া দাও, তাহা হইলে তুমি তাহাকে অমনোযোগী, অলস এবং অনুপযুক্ত করিয়া তুলিবে এবং তাহাকে অতিরিক্ত কার্য্য এবং অতিরিক্ত ভাবনাভারে নষ্ট করিয়া ফেলিবে।

১৬। যে ভৃত্যের নিকট সমস্ত কার্য্যের প্রত্যাশা করা যায়, সে কোন কার্য্য সুচারুরূপে করিতে পারে না ; তাহাতে সে আপন প্রভুকে সর্ব্বদা বিরক্ত করিবে এবং কষ্ট দিবে।

১৭। কিম্বা টাকা, গহনা বা অন্য প্রকার মূল্যবান্ সামগ্রী যেখানে সেখানে ছড়াইয়া রাখিয়া, তোমার ভৃত্যকে প্রলোভনে ফেলিবে না। তালিকা না করিয়া, অথবা

পরিষ্কাররূপে দায়িত্ব বুঝাইয়া না দিয়া, তাহার হস্তে গৃহের দ্রব্যাদি রক্ষণাবেক্ষণের ভারও দিবে না।

১৮। যে আপনার দ্রব্যাদির কোন হিসাব রাখে না, সে অপব্যয়ী এবং উচ্ছৃঙ্খল; এবং যে ভৃত্যাদিগকে অপরিহার্য্য দায়িত্ব বুঝাইয়া শাসনে রাখিতে পারে না, তাহার দ্রব্যাদি ক্রমান্বয়ে অপহৃত বা অদৃশ্য হইলে, কিম্বা ভৃত্যবর্গের অন্যায় ব্যবহার এবং শঠতা ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে দেখিলে, সে যেন কখন বিস্মিত বা দুঃখিত না হয়।

১৯। কত লোক সরলচিত্ত ভৃত্যদিগের দুর্ব্বল মনকে প্রলোভনের দিকে চালিত করিয়া, শেষে তাহাদিগকে শঠ করিয়া তুলিয়াছে।

২০। এই সকল লোক ঈশ্বরের গৃহের দায়ী রক্ষক হইয়া, অমনোযোগ বশতঃ তাঁহার দ্রব্যাদি হারাইয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে পাপাচরণ করে, এবং মনুষ্যকে প্রলোভনে এবং কলঙ্কে ডুবাইয়া মনুষ্যের বিরুদ্ধেও পাপাচরণ করে। সত্য সত্যই পরমেশ্বর অমনোযোগী প্রভু এবং শঠ ভৃত্য উভয়কেই দণ্ড দিবেন।

২১। ভৃত্যদিগের থাকিবার প্রকোষ্ঠ আর্দ্র বা অস্বাস্থ্যকর যেন না হয়। তাহাদিগকে স্বাস্থ্যকর ঘর এবং আরামপ্রদ শয্যা, শীতের সময় গরম বস্ত্র এবং পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হইবে।

২২। পীড়িত হইলে তাহাদিগকে যথোপযুক্ত ঔষধ পথ্যদানে উপেক্ষা করিবে না।

২৩। ভৃত্যগণ অবাধ্য এবং কার্য্যে অমনোযোগী হইলে.

যেমন তাহাদিগকে দণ্ড দিবে এবং তিরস্কার করিবে, তেমনি কার্য্যেতে সন্তুষ্ট হইলে, তাহাদিগকে সুমিষ্ট কথা এবং সুন্দর উপহার দিয়া পুরস্কৃত করিবে।

২৪। ধর্ম্মসংক্রান্ত উৎসবে কিম্বা পারিবারিক অনুষ্ঠানের সময় বাড়ীর ভৃত্যকে সুখসেব্য ভোজ্য দান করিবে।

২৫। সময়ের ফল, বরফ, মিষ্টান্ন, পুরাতন বা নূতন বস্ত্র ও পাদুকা, এ সকলও তাহাদিগের গ্রহণোপযোগী উপহার। এইরূপ দ্রব্য পাইলে ভৃত্যবর্গ প্রসন্ন হইয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবে।

২৬। দাস ও দাসী পৃথক্ পৃথক্ স্থানে বাস করিবে। তাহারা পরস্পরের সঙ্গে অন্যায় সৌহৃদ্য স্থাপন করিয়া যেন ঈশ্বরের গৃহে দুর্নাম বা কলঙ্ক না আনে।

২৭। সুকঠিন শাসন দ্বারা তাহাদের ভিতরে ইন্দ্রিয়শিথিলতা এবং পানদোষ দমন করিবে।

২৮। তুমি তোমার সন্তানদিগকে মন্দচরিত্র দাসদাসীর সহবাসে থাকিয়া কু-অভ্যাস শিখিতে দিবে না। এইরূপ লোক কত পরিবারের সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

২৯। যে সকল দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক এবং গণিকা দাসীর বেশে পরিবারের মধ্যে দাসত্ব অন্বেষণ করে এবং অসতর্ক-দিগকে মায়াজালে ফেলিয়া বিনষ্ট করে, তাহাদের প্ররোচনা হইতে সাবধান! এরূপ জঘন্য পাপীর বিরুদ্ধে তোমার দ্বার বন্ধ করিয়া রাখ।

৩০। যথাসাধ্য ভৃত্যদিগের মধ্যে কঠোর নৈতিক শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত কর এবং তাহাদিগকে সততা, সদাচার এবং পবিত্রতার পথে লইয়া চল।

৩১। যদি তাহারা পড়িতে পারে, তবে তাহাদিগের হস্তে সুলভ সংবাদ-পত্র, সচিত্র ও সর্ব্বজনপ্রিয় পত্রিকাদি দিতে ত্রুটি করিবে না। অবসরকালে ইহাতে মন নিযুক্ত থাকিলে তাহারা উপকৃত হইবে।

৩২। পূজা, অর্চ্চনা বা কোন প্রকার ধর্ম্মকর্ম্মে যখন তাহারা আবদ্ধ থাকিবে, তখন তাহাদের সেই কার্য্যে ব্যাঘাত দিবে না।

৩৩। যদি তাহারা তোমার ধর্ম্মাবলম্বী হয়, তাহা হইলে সময়ে সময়ে নিজ গৃহে এরূপ উপাসনা, সঙ্গীত অথবা শাস্ত্রপাঠে তাহাদিগকে যোগ দিতে দিবে, যাহাতে তাহাদের মঙ্গল এবং কল্যাণ সাধিত হয়।

৩৪। ঈশ্বর যেমন আপনার ভৃত্যদিগকে শাসন করেন, তেমনি তুমি তোমার ভৃত্যদিগকে দয়া ও ধর্ম্মের সহিত শাসন করিবে।

নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ

গৃহী ব্যক্তি একমাত্র পবিত্র পরমেশ্বরের নামে যাবতীয় পারিবারিক ক্রিয়ানুষ্ঠান সম্পাদন করিবেন।

২। সকল প্রকার পৌত্তলিকতা এবং কুসংস্কারের সংস্রব তিনি ত্যাগ করিবেন।

৩। আত্মীয় স্বজনের সন্তুষ্টির জন্য দেশপ্রচলিত দেব-দেবীদিগের চরণে প্রণাম করিবেন না, এবং নিজের মনঃ-কল্পিত কোন নূতনবিধ পৌত্তলিকতা কুসংস্কারও তিনি প্রবর্ত্তিত করিবেন না।

৪। সমস্ত ক্রিয়া অনুষ্ঠানের মধ্যে তাঁহার বিশ্বাসের পবিত্রতাকে তিনি অকলঙ্কিত এবং বিবেককে নির্ম্মল এবং বিশুদ্ধ রাখিবেন।

৫। সাকার নিদর্শন এবং বাহ্যাড়ম্বরের প্রতি আসক্ত হইও না। লোকরঞ্জন বাহ্য সমারোহ সর্ব্বদা পরিহার কর।

৬। কারণ, যে হৃদয় এই সমস্ত বিষয়ের জন্য পিপাসু হয়, উহা আধ্যাত্মিক বিষয় পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে লোলুপ হয় এবং অবশেষে বাহ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের দিকে ধাবিত হয়।

৭। আন্তরিক ভাবকে রাশি রাশি শূন্যগর্ভ বাহ্যানুষ্ঠান দ্বারা ভারাক্রান্ত করিও না; কিন্তু ভাব চরিতার্থের পক্ষে যাহা প্রয়োজন, কেবল সেইরূপ বাহ্য নিদর্শন অবলম্বন করিবে।

এইরূপে বাহ্যানুষ্ঠান আন্তরিক ভাবের অধীন হইবে, কিন্তু ভাব তাহার অধীন হইবে না।

৮। পরমাত্মার সন্তানেরা বাহ্যনিয়ম-পালনের বাহুল্যতায় নহে, কিন্তু আড়ম্বরবিহীনতার মধ্যে আনন্দিত হয়।

৯। ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপের মধ্যে, কিম্বা বাহ্য পদার্থ ও নিদর্শনের ভিতরে, কোন গুণ বা পবিত্রকারিণী শক্তি অবস্থিতি করে না।

১০। বিশুদ্ধতম অতি মহত্তর বাহ্য অনুষ্ঠানেরও নিজের কোন মুক্তিবিধায়িনী শক্তি নাই। আর আমরা যে সকল বিষয়কে পবিত্র বলি, তাহারা স্বয়ংও পবিত্র নহে।

১১। পুষ্প এবং ধূপ, ধূনা, অগ্নি এবং জল, পতাকা এবং চিত্রপট, সাধন ভজনের পক্ষে ইহারা সহায় হইতে পারে; কিন্তু ইহাদিগকে পবিত্র পদার্থ বোধে যাহারা মহিমান্বিত করে, তাহাদিগকে ধিক্!

১২। উপাসনা বা গৃহকার্য্য সম্বন্ধীয় কোন বিশেষ ব্যাপারে, কোন বিশেষ সময় বা ঋতু, ঘণ্টা বা মাস নিয়োজিত হইতে পারে, এবং তজ্জন্য তাহাদিগকে পবিত্র বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু যাহারা সেই সেই সময়ের উপর পবিত্র ভাব আরোপ করিয়া অপরাপর সময়কে অপবিত্র মনে করে, তাহাদিগকে ধিক্!

১৩। শাস্ত্রীয় মন্ত্র পাঠ, পৌরোহিত্য ক্রিয়া, অবগাহন, ব্রত, সত্য সত্যই এ সকলের প্রয়োজন হয়, এবং ইহা দ্বারা

অতি পবিত্র উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে; কিন্তু এই নিমিত্ত তাহাদিগকে যাহারা পবিত্র মনে করে এবং তাহাদের মুক্তি-প্রদ গুণ ব্যতীত কেহ পরিত্রাণ পাইবে না, মনে করে, তাহাদিগকে ধিক্!

১৪। তথাপি প্রভু পরমেশ্বর কর্ত্তৃক আদিষ্ট ক্রিয়াকলাপ এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল তুমি যথোপযুক্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত সম্পন্ন করিবে; অশ্রদ্ধা বা স্বেচ্ছাচারিতার সহিত কোন কার্য্য করিবে না।

১৫। পরিবার মধ্যে যখন ধর্ম্মানুষ্ঠান কিম্বা উৎসব উপস্থিত হইবে, যাহাতে তাহা গম্ভীর এবং হৃদয়গ্রাহী হয়, তজ্জন্য স্বীয় ধর্ম্মসমাজের অনুশাসন ও বিধি অনুসারে তুমি তাহা সম্পন্ন করিবে।

১৬। পবিত্র ধর্ম্মমণ্ডলীর সমস্ত সভ্যগণ, জাতি এবং সমাজের বিভিন্ন প্রকার প্রচলিত রীতি পদ্ধতি এবং রুচি অনুযায়ী অবান্তরিক বিষয়ে ভিন্ন মত সত্ত্বেও, মূল বিষয়ে কার্য্যপ্রণালী ও নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠানবিধি স্থির করিয়া রাখিবেন।

১৭। যাঁহারা পবিত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের এবং তাঁহার ধর্ম্মসমাজের অনুগত, তাঁহাদিগের গৃহে উপাসনা এবং অনুষ্ঠান-পদ্ধতির একতা এইরূপে রক্ষা হইবে।

জাতকর্ম্ম

সন্তানের জন্মকালে গৃহে আনন্দকোলাহল হইবে।

২। এবং সমুচিত আহ্লাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দ্বারা মঙ্গলাচরণ হইবে।

৩। কারণ, একটি সন্তানের জন্ম কি একটি অমরাত্মার সমাগম নহে?—অমঙ্গলের বিরুদ্ধে সংগ্রামার্থ এবং পৃথিবীতে স্বর্গ স্থাপন জন্য সেনাদলের মধ্যে কি একজন নূতন সৈনিকের প্রবেশ নহে?—ঈশ্বরের কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মচারিদলের মধ্যে কি একটি নূতন লোক বৃদ্ধি এবং পিতা মাতার হৃদয়কে আনন্দিত করিবার জন্য পারিবারিক জগতের আকাশে কি একটি আশা ও আনন্দের তারকার উদয় নহে?

৪। সন্তান কি বিধাতার একটি অমূল্য দান এবং তাঁহার প্রেমরঞ্জিত দয়ার একটি নূতন প্রমাণ নহে?

৫। এই নবজাত শিশু কি নির্দ্দোষিতা ও স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের দেবদূত নহে,—যাহার মুখে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের প্রতিকৃতি প্রকাশিত?

৬। হে গৃহস্বামী, গৃহের এমন একটি মহৎ ঘটনা তুমি নিরানন্দচিত্তে উদাসীনভাবে দর্শন করিবে?

৭। পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী আনন্দ প্রকাশ কর; ঈশ্বরের গৃহের অধিবাসী সকলে আনন্দিত হও; আত্মীয়, কুটুম্ব, প্রতিবাসী, তোমরাও আনন্দিত হও; এবং এই

দীপ্তিমান্ দেবদূতকে আনন্দের সহিত সমাদরে গ্রহণ ও অভ্যর্থনা কর, এবং দয়াময় প্রভুর চরণে তোমাদের কৃতজ্ঞতা ঢালিয়া দাও।

৮। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুকে উত্তমরূপে ধৌত, পরিষ্কৃত ও তৈলচর্চ্চিত করিবে, এবং তাহাকে নবীন শুভ্র পরিচ্ছদ পরাইয়া তাহার জননীর কোলে অর্পণ করিবে।

৯। এবং জননী আহ্লাদিতচিত্তে তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন এবং উচ্ছ্বসিত প্রেমের সহিত তাহাকে চুম্বন করিবেন।

১০। তদনন্তর তিনি প্রার্থীর ভাব অবলম্বন করিয়া এইরূপে ভগবানের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিবেন :—প্রভো, তোমার প্রদত্ত এই নবপ্রসূত সন্তানের মুখ আমি অবলোকন করিলাম। তোমার দানের জন্য তোমাকে আমি ধন্যবাদ দিই। পিতা, এই শিশুকে তুমি আশীর্ব্বাদ কর, এবং ইহাকে চিরদিনের মত তোমার করিয়া লও।

১১। তদনন্তর পিতা আসিয়া সন্তানকে দেখিবেন এবং তদ্রূপ প্রার্থনা করিবেন।

১২। পরে ভ্রাতা ভগিনী এবং অপর আত্মীয়গণ আসিয়া আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতা-সহকারে শিশুকে দেখিবে এবং অন্তরে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবে।

১৩। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর চারি সপ্তাহ কাল সন্তানকে অতি যত্নে রক্ষা করিবে, এবং চিকিৎসকের পরামর্শ ও

উপদেশানুসারে স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা সকল ঐকান্তিকভাবে পালন করিতে হইবে। ইহাকে একটি পবিত্র কার্য্যভার বলিয়া জানিতে হইবে।

১৪। জন্মের পর এক মাসের মধ্যে জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইবে।

১৫। নির্দ্দিষ্ট দিনে পারিবারিক দেবালয়কে নবজাত পুষ্প দ্বারা সুসজ্জিত করিবে।

১৬। নিয়মিত প্রাতঃকালীন উপাসনার প্রারম্ভিক অংশ শেষ হইলে, পিতা গৃহবেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নলিখিত প্রার্থনাটি করিবেন ঃ—

১৭। হে করুণাময় ঈশ্বর, তুমি সস্নেহ যত্নে এই সন্তানকে ইহার মাতৃগর্ভে রক্ষা করিয়াছ এবং অসহায় ও অরক্ষিত অবস্থায় সকল প্রকার বিপদ ও রোগ হইতে ইহাকে উদ্ধার করিয়াছ, ইহার জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ করি। ধন্যবাদ করি আরও যে, তুমি অন্ধকারে নির্জ্জনে ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল শিল্প, সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্যে গঠন করিয়াছ এবং সমুদয় প্রয়োজনীয় বিষয় অর্পণ করিয়া, তোমার এবং তোমার লোকদিগের সেবার জন্য যথাসময় ইহাকে পৃথিবীতে আনিয়াছ। তোমার প্রেমের অভিনব নিদর্শন এবং সুখের রত্ন, এই দানটির জন্য আমি তোমার চরণে কৃতজ্ঞতাভরে প্রণাম করিতেছি। তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, যাহাতে আমি সম্পূর্ণরূপে আমার দায়িত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি এবং

বিশ্বাসের সহিত দাস্তকর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারি। নিজের দুর্ব্বলতা ও ক্রটি জানিয়া আমি তোমার নেতৃত্বে আত্মসমর্পণ করিতেছি, এবং নিতান্ত বিনম্রভাবে তোমাকে মিনতি করিতেছি, আমাকে তুমি বিশ্বাস, বল এবং প্রকৃত পিতৃস্নেহ দাও, যেন আমি তোমার অনুগত ভৃত্য হইয়া এই শিশুকে তোমার তত্ত্বাবধান এবং যত্নের অধীনে রাখিতে পারি এবং তোমার সেবার জন্য ইহাকে লালনপালন করি। এই শিশুকে আশীর্ব্বাদ কর, এবং তুমি ইহার পিতা মাতা বন্ধু হও, যেন সকল প্রকার অকল্যাণ হইতে দূরে থাকিয়া, তোমার সুকোমল ক্রোড়ে ইহা চিরকাল সুখে অবস্থিতি করে। হে গৃহদেবতা, এই নবজাত সন্তানকে সকল বিষয়ে ইহার পিতা মাতার প্রকৃত আহ্লাদের এবং পরিবারবর্গের সৌভাগ্যের কারণ কর। হে মঙ্গলময় ঈশ্বর, তোমার যাবতীয় করুণার জন্য আমরা তোমার চিরন্তন মহিমা কীর্ত্তন করি।

১৮। তদনন্তর আচার্য্য শান্তিবাচন উচ্চারণ করিবেন এবং সমগ্র উপাসকমণ্ডলী বলিবেন,—শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

১৯। অনুষ্ঠানান্তে সময়োপযোগী একটি সঙ্গীত হইবে।

নামকরণ

সন্তানের জন্মদিন হইতে ছয় মাসের মধ্যে তাহার নামকরণ অনুষ্ঠান হইবে।

২। নির্দ্দিষ্ট দিনে গাত্রশুদ্ধির জন্য সন্তানকে স্নানাগারে লইয়া যাইবে।

৩। পুষ্পবাসিত তৈল মাখাইয়া উহার মস্তকে নূতন পরিষ্কৃত পাত্র হইতে জল ঢালিয়া দিবে এবং উহার সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জিত ও পরিশুদ্ধ করিবে।

৪। পরে শিশুকে সময়োপযোগী নবীন পরিচ্ছদ পরাইয়া, পিতা মাতার অবস্থানুযায়ী আভরণ দ্বারা—রাশীকৃত ভূষণে নহে,—সুরুচি-সহকারে ভূষিত করিবে।

৫। প্রস্তরখণ্ডে জল দ্বারা চন্দনকাষ্ঠ ঘর্ষিত করিয়া, দেশীয় প্রথানুসারে সেই সুগন্ধ দ্রব্যে সন্তানের ললাট চর্চ্চিত করিবে।

৬। উৎসবকে আনন্দময় করিবার জন্য প্রচলিত রীত্যনুসারে তৎকালে দেশীয় বাদ্যযন্ত্র সকল বাজিতে থাকিবে।

৭। আত্মীয়বর্গ এবং অভ্যাগত বন্ধুবর্গ পারিবারিক দেবালয়ে প্রবেশ করিবে, কিম্বা পুষ্প পত্র এবং বিচিত্র বর্ণের পতাকামালায় সজ্জিত অপর কোন নির্দ্দিষ্ট উপাসনাস্থলে একত্রিত হইবে।

৮। সেই পরিবার যে উপাসকমণ্ডলীর অন্তর্গত, তাহার আচার্য্য, অথবা সেই সমাজের উপাধ্যায়, কিম্বা অপর কোন প্রচারক, কিম্বা মণ্ডলীর কোন প্রধান ব্যক্তি পারিবারিক পৌরোহিত্য-কার্য্য সমাধা করিবেন।

৯। নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে তিনি উপাসনা-কার্য্য করিবেন, এবং তাহার প্রথমাংশ সমাপ্ত হইলে, সন্তানকে তথায় আনিতে বলিবেন।

১০। সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার পিতা উপাসকমণ্ডলীর মধ্যস্থিত বেদীসম্মুখে দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিতভাবে প্রার্থনা করিবেন :—

১১। হে বিশ্বপিতা, আমরা তোমাকে আমাদিগের গৃহদেবতা জানিয়া ভালবাসি, বিশ্বাস করি এবং ভক্তি করি। আমাদের এই প্রিয়তম সন্তানকে তোমার নিকটে উপস্থিত করিতেছি এবং তোমারই হস্তে ইহাকে সমর্পণ করিতেছি। হে করুণাময় পিতা, সংসারের বিপদরাশির মধ্যে এই অসহায় শিশুকে তুমি নিরাপদে রক্ষা এবং প্রতিপালন করিয়াছ; স্নেহময়ী জননীর ন্যায় তুমি ইহাকে স্তন্যদান ও পালন করিয়াছ, এবং তোমার স্তননিঃসৃত মধুর জীবনদুগ্ধে এই সন্তান দিন দিন শক্তি ও কলেবরে বর্দ্ধিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহাকে উপযুক্ত করিয়া তোমার সন্নিধানে আনয়ন করিলে, যে নামে এই শিশু সংসারে একজন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইবে এবং মানব-পরিবারের একটি অঙ্গ

হইয়া আপন ব্যক্তিত্ব স্থাপন করিবে, সেই নামে ইহাকে আজ তুমি অভিহিত করিবে ; এবং অসহায় শৈশবোচিত দুগ্ধের পরিবর্ত্তে ইহার মুখে প্রথম বলকর খাদ্য অর্পণ করিয়া, পারিবারিক আনন্দোৎসব মধ্যে ইহার মনুষ্যত্বে প্রবেশ ঘোষণা করিবে। এই সকল কৃপার জন্য, হে ঈশ্বর, আমার গভীর ভক্তিপূর্ণ ধন্যবাদ তুমি গ্রহণ কর। সমধিক কৃতজ্ঞতা এবং আন্তরিক আহ্লাদের সহিত আমাদিগকে তোমার নিকট উপস্থিত হইতে দাও, এবং তুমি যে সমস্ত ঐশ্বর্য্য ইহার জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছ, তাহার নিমিত্ত এই সন্তানকে তোমার পবিত্র চরণে উৎসর্গ করিতে দাও। তোমার মধুর চুম্বন এবং সস্নেহ আশীর্ব্বাদ কৃপা করিয়া তুমি ইহাকে প্রদান কর, এবং অদ্য ইহার নাম দিয়া তোমার গৃহে ইহার প্রাপ্য স্থান ইহাকে প্রদান কর। এই শিশু যেমন পৃথিবীতে এখন আপনার স্থান অধিকার করিল, তেমনি, হে নিত্য পরমাত্মা, ইহার আত্মা তোমার স্বর্গধামবাসী অমরগণের ভিতরে আপনার যথার্থ স্থান পাইবার জন্য যেন উন্নত এবং উপযুক্ত হয়, এমন আশীর্ব্বাদ কর। এবং আমাদিগকে এমন শক্তি দাও যে, যাহাতে এই শিশু তোমার একটি কর্ত্তব্যপরায়ণ সন্তান এবং বিশ্বাসী সেবক হয়, সেই মত ইহাকে আমরা সুশিক্ষিত করি। ইহাকে ইহার জনক জননীর প্রকৃত আনন্দ এবং এই পরিবারের ভূষণ কর। আমাদের এই প্রিয় সন্তানের সঙ্গে তুমি চিরদিন থাক এবং তোমার মঙ্গলপ্রদ যত্নে ইহাকে

সমুন্নত কর। তোমার পবিত্র দয়াময় নাম অনন্তকাল মহিমান্বিত হউক।

১২। তদনন্তর শিশুকে আচার্য্যের হস্তে অর্পণ করিবে, এবং তিনি এইরূপে তাহার নামকরণ করিবেন:—সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের সন্নিধানে এবং তাঁহার অনুগত বিশ্বাসী উপাসকমণ্ডলীর সম্মুখে, আমি শ্রী অমুকের পুত্রকে (অথবা কন্যাকে) শ্রীমান্ (বা শ্রীমতী) অমুক (বা অমুকী) নাম দিতেছি। দয়াময় ঈশ্বর এই সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করুন, এবং ইহার কল্যাণ বিধান করুন।

১৩। আচার্য্য সন্তানের গলায় ফুলের মালা দিবেন, এবং ললাট চুম্বন করিয়া তাহাকে এইরূপে আশীর্ব্বাদ করিবেন. —আমাদের মঙ্গলময় ঈশ্বরের নামে, প্রিয় শিশু, আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, এবং তাঁহারই করুণাধীনে, আমি তোমাকে সমর্পণ করি।

১৪। তদনন্তর সমগ্র উপাসকমণ্ডলী বলিবেন,- শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

১৫। শান্তিবাচন এবং সময়োপযোগী সঙ্গীত দ্বারা কার্য্য সমাপ্ত হইবে।

১৬। উপাসনান্তে সন্তানকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইবে, তাহার মাতার হস্তে দিবে। সময়োচিত সজ্জায় সুসজ্জীভূত ভোজনাগারে মাতা তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া উপস্থিত হইবেন। তথায় গমনকালে পুরনারী এবং সমস্ত কুটুম্বমহিলা

ও বালকবৃন্দ দলবদ্ধ হইয়া সঙ্গে যাইবে।

১৭। শিশুকে একটি ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসন বা কার্পেটের উপর বসাইবে।

১৮। সন্তানের সম্মুখে অন্ন, সকল প্রকার ব্যঞ্জন, ফল এবং মিষ্ট সামগ্রী পাত্রে করিয়া সাজাইয়া রাখিবে।

১৯। জননী অন্ন, পরমান্ন বা রুটি হইতে আরম্ভ করিয়া এই সকল পাত্র হইতে কিছু কিছু সন্তানের মুখে দিবেন এবং তৎসঙ্গে বলিবেন,—এই অন্ন আমি তোমাকে ভোজন করাইতেছি ; তোমার মঙ্গল উদ্দেশ্যে, প্রভু পরমেশ্বর এই অন্নকে আশীর্ব্বাদ করুন।

২০। মাতা অন্ন ব্যঞ্জন প্রদান করিলে, তদনন্তর প্রধানা কুটুম্বমহিলা এবং নিমন্ত্রিতাগণ তদ্রূপ করিবেন।

২১। এবং শিশুর ভোজন-কালে মহিলাগণ শঙ্খ বাজাইবে, এবং বালকবৃন্দ আনন্দধ্বনি করিবে।

২২। বহিঃপ্রাঙ্গণেও সেই সময় বাদ্য গীত হইবে।

২৩। অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান সমাপ্তির পর শিশুকে বৈঠকখানায় আনিতে হইবে, তথায় কুটুম্ব এবং বন্ধুবর্গ তাহাকে যৌতুক দিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন, চুম্বন করিবেন, এবং মঙ্গল ইচ্ছা জানাইবেন।

দীক্ষা

বালক বালিকাদিগকে সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমস্ত বিভাগের বিদ্যা যথোপযুক্তরূপে শিক্ষা দিতে হইবে।

২। এবং তাহারা উপযুক্ত হইলে, পারিবারিক পুরোহিত কিম্বা তাঁহার মনোনীত অপর কোন সুদক্ষ শিক্ষক দ্বারা নববিধানের মূল মত এবং প্রথম সূত্র সকল বিশেষরূপে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

৩। ষোল বৎসর বয়সে বা তৎসমকালে, পরিণয়ের পূর্ব্বে, বালক "উপযুক্ত হইয়াছে" কথিত হইলে, তাহাকে বিধিপূর্ব্বক নববিধানমণ্ডলীর মধ্যে গ্রহণ করা হইবে।

৪। নিয়মিত উপাসনা, দিনে বা অন্য কোন বিশেষ দিবসে, স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে, পারিবারিক দেবালয়ে, কিম্বা দীক্ষোপযোগী অপর কোন স্থলে দীক্ষা-কার্য্য সম্পাদিত হইবে।

৫। নির্দ্ধারিত, দিবসে দীক্ষার্থী গম্ভীরভাবে স্নানাগারে প্রবেশ করিবে এবং পবিত্র অভিষেক দ্বারা আপনাকে ধৌত এবং পরিষ্কৃত করিবে।

৬। তৈলাভিষিক্ত হইবার পর তাহার মস্তকে এবং শরীরে জল সিঞ্চিত হইবে, এবং সে মনে মনে বলিবে, জয় জয় সচ্চিদানন্দ!

৭। তাহার পর নববিধানপতাকাঙ্কিত নূতন এবং

প্রোজ্জ্বল ধাতুর পাত্র হইতে পুরোহিত তাহার মস্তকে জল ঢালিয়া দিবেন এবং দীক্ষার্থী মনে মনে বলিবে, জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা যেমন শরীরকে পবিত্র করেন, তেমনি তিনি আমার হৃদয়কে পবিত্র এবং পরিষ্কৃত করুন; এবং এই শান্তিজল যেমন আমার শরীরকে সুশীতল করিতেছে, তেমনি তাঁহার কৃপাবারি আমার আত্মাতে শান্তি আনয়ন করুক।

৮। জলসংস্কার অনুষ্ঠান শেষ হইলে, দীক্ষার্থী, পুরোহিত এবং অপর সকলে সমবেতভাবে বলিবেন,—শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

৯। নূতন শুক্ল বসন পরিধান করিয়া এবং গলদেশে গৈরিক উত্তরীয় লম্বিত করিয়া, যথাসময়ে দীক্ষার্থী ভজনালয়ে নীত হইবে এবং বেদীসম্মুখস্থ দীক্ষাগ্রহণার্থীদিগের জন্য সংরক্ষিত আসনে উপবিষ্ট হইবে।

১০। উপাসনার প্রথমাংশ শেষ হইলে আচার্য্য বলিবেন, "ঈশ্বরের পবিত্র মণ্ডলীতে প্রবেশেচ্ছুক দীক্ষার্থী আমার সম্মুখে আনীত হউন।"

১১। ধর্ম্মোপদেষ্টা, পিতা, অথবা অন্য একজন সুপরিচিত বন্ধু দীক্ষার্থীকে সঙ্গে লইয়া প্রবর্ত্তকরূপে বেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিবেন, "শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য, আপনার নিকট দীক্ষার্থী শ্রীযুক্ত অমুককে নববিধান-মণ্ডলীভুক্ত করিবার জন্য সমর্পণ করিতেছি এবং আমি যথাজ্ঞান ইঁহাকে তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত বলিয়া জানাইতেছি।"

১২। দীক্ষার্থী উপস্থিত হইলে, আচার্য্য তাহাকে এইরূপে প্রশ্ন করিবেন ঃ—হে দীক্ষার্থী, নববিধানের পবিত্র মণ্ডলীতে যোগ দিবার জন্য তুমি কি মনকে প্রস্তুত করিয়াছ ?

দীক্ষার্থী। হাঁ, করিয়াছি।

আচার্য্য। তুমি কি নববিধানের মূল তত্ত্ব সকল জান এবং তাহা বিশ্বাস কর ?

দীক্ষার্থী। আমি জানি এবং বিশ্বাস করি।

আচার্য্য। তুমি কি প্রভু পরমেশ্বরের মণ্ডলীতে যোগ দিবার জন্য তাঁহা কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছ ?

দীক্ষার্থী। হাঁ, হইয়াছি।

আচার্য্য। মণ্ডলীর শাসনবিধির অধীন হইবার জন্য এবং তোমার দৈনিক জীবনে সত্যের সাক্ষ্য দিবার জন্য কি তুমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছ ?

দীক্ষার্থী। হাঁ, হইয়াছি। ঈশ্বর এই বিষয়ে আমার সহায় হউন।

আচার্য্য। ঈশ্বর যে এক, অসীম, পূর্ণ, সর্ব্বশক্তিমান্, অনন্ত জ্ঞানময়, পূর্ণ দয়াময়, পূর্ণ পবিত্র, পূর্ণানন্দ, নিত্য এবং সর্ব্বব্যাপী, এবং তিনি আমাদের স্রষ্টা, পিতা, মাতা, বন্ধু, নেতা, বিচারক এবং পরিত্রাতা, ইহা কি তুমি বিশ্বাস কর ?

দীক্ষার্থী। আমি বিশ্বাস করি।

আচার্য্য। আত্মা যে অমর এবং চির উন্নতিশীল, ইহা কি তুমি বিশ্বাস কর ?

দীক্ষার্থী। আমি বিশ্বাস করি।

আচার্য্য। তুমি কি ইহা বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বরের নৈতিক নিয়ম বিবেকের বাণী দ্বারা প্রকাশিত হইয়া সকল বিষয়ে পূর্ণধর্ম্ম-পালনার্থ আদেশ করে ? ঐকান্তিকভাবে আপনার নানাবিধ কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ জন্য তুমি ঈশ্বরের নিকট দায়ী এবং ইহ পরকালে তুমি তোমার পাপ পুণ্যের জন্য বিচারিত, পুরস্কৃত এবং দণ্ডিত হইবে, ইহা কি তুমি বিশ্বাস কর ?

দীক্ষার্থী। বিশ্বাস করি।

আচার্য্য। যে ধর্ম্মসমাজ সমস্ত প্রাচীন জ্ঞান-রত্নের ভাণ্ডার এবং সমুদায় আধুনিক বিজ্ঞানের আধার, যাহা সমস্ত মহাজন এবং সাধুগণের মধ্যে সামঞ্জস্য, তাবৎ ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিতরে একতা এবং সমস্ত ধর্ম্মবিধানের মধ্যে পূর্ব্বাপর যোগ স্বীকার করে ; যাহা সকল প্রকার পার্থক্য এবং বিভিন্নতা-সম্পাদক বিষয় পরিত্যাগ করে এবং সর্ব্বদা একতা এবং শান্তির মহিমা ঘোষণা করে ; যাহা জ্ঞান এবং বিশ্বাস, যোগ এবং ভক্তি, বৈরাগ্য এবং সামাজিক উচ্চতম কর্ত্তব্যের মধ্যে সমন্বয়

স্থাপন করে ; যাহা পূর্ণ সময়ে সকল জাতি এবং সমস্ত সম্প্রদায়কে এক রাজ্যে এবং এক পরিবারে বদ্ধ করিবে, সেই বিশ্বজনীন ধর্ম্মসমাজে কি তুমি বিশ্বাস কর ?

দীক্ষার্থী। হাঁ, বিশ্বাস করি।

আচার্য্য। সাধারণ এবং বিশেষ নৈসর্গিক প্রত্যাদেশ কি তুমি বিশ্বাস কর ? এবং বিধাতার সাধারণ ও বিশেষ করুণায় কি তুমি বিশ্বাস কর ?

দীক্ষার্থী। বিশ্বাস করি।

আচার্য্য। তুমি কি ধর্ম্মশাস্ত্র সকল স্বীকার কর এবং তৎপ্রতি শ্রদ্ধা কর ?

দীক্ষার্থী। যে পরিমাণে তাহাতে প্রত্যাদিষ্ট প্রতিভাশালী মহাজনদিগের জ্ঞান, ভক্তি ও ধর্ম্মাচরণ, এবং মানবজাতির পরিত্রাণার্থ বিধাতার বিশেষ কৃপা-বিধান লিপিবদ্ধ আছে, যাহার ভাবই কেবল ঈশ্বরের, কিন্তু অক্ষর মনুষ্যের, তাহাই আমি স্বীকার করি এবং শ্রদ্ধা করি।

আচার্য্য। পৃথিবীর প্রত্যাদিষ্ট মহাজন এবং সাধুদিগকে কি তুমি স্বীকার এবং শ্রদ্ধা কর ?

দীক্ষার্থী। যে পরিমাণে তাঁহারা ব্রহ্মচরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন গুণ আত্মস্থ এবং প্রতিবিম্বিত করেন এবং পৃথিবীকে শিক্ষিত ও শোধিত করিবার জন্য

জীবনের উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করেন, সেই পরিমাণে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করি। তাঁহাদের মধ্যে যাহা কিছু ঐশ্বরিক গুণ আছে, তৎপ্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি করা এবং তাহার অনুসরণ করা আমার উচিত; এবং সে সকল আমার আত্মার সহিত একীভূত করা এবং যাহা কিছু তাঁহাদের ও ঈশ্বরের, তাহা আপনার করিয়া লইতে যত্ন করা আমার উচিত।

আচার্য্য। তোমার ধর্ম্মমত কি ?

দীক্ষার্থী। সেই ব্রহ্মবিজ্ঞান, যাহা সকলকে জ্ঞান দান করে।

আচার্য্য। তোমার ধর্ম্মবার্ত্তা কি ?

দীক্ষার্থী। সেই ঈশ্বরপ্রেম, যাহা সকলকে পরিত্রাণ করে।

আচার্য্য। তোমার স্বর্গ কি ?

দীক্ষার্থী। সকলের অনায়াসলভ্য ব্রহ্মগত জীবনই আমার স্বর্গ।

আচার্য্য। তোমার মণ্ডলী কি ?

দীক্ষার্থী। সমস্ত সত্য, সমস্ত প্রেম, সমস্ত পবিত্রতার আধার ঈশ্বরের যে অদৃশ্য রাজ্য, তাহাই আমার মণ্ডলী।

আচার্য্য। তবে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের সম্মুখে তুমি আপনার বিশ্বাস মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কর।

দীক্ষার্থী। অদ্য অমুক শকের অমুক দিবসে আমি পবিত্র পরমেশ্বরের সম্মুখে গম্ভীরভাবে বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মূল সত্যে পূর্ণ বিশ্বাস স্বীকারপূর্ব্বক নববিধানমণ্ডলীতে প্রবেশ করিতেছি, ঈশ্বর আমার সহায় হউন।

আচার্য্য। ঈশ্বরের নামে আমি তোমাকে বলিতেছি, সকল প্রকার অসত্য, পাপ এবং সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করিবে, এবং ঈশ্বর ও তাঁহার পবিত্র মণ্ডলীর গৌরবোদ্দেশে বিশ্বাস, পবিত্রতা, প্রেম এবং ভক্তিতে জীবন যাপন করিবে।

দীক্ষার্থী। হে পরম করুণাময় ঈশ্বর, যাহাতে আমি তোমার সত্যকে মহীয়ান্ করিতে পারি এবং তোমার মণ্ডলীর উপযুক্ত হই, তাহার জন্য তোমার মুক্তিপ্রদায়িনী কৃপা আমাকে তুমি বিধান কর।

আচার্য্য। প্রভু পরমেশ্বর তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন এবং তিনি তোমার সঙ্গে চিরকাল বর্ত্তমান থাকুন।

তদনন্তর আচার্য্য দীক্ষার্থীকে নববিধানপতাকা উপহার দিবেন এবং উপাসকমণ্ডলীর দুইজন সভ্য দণ্ডায়মান হইয়া মণ্ডলীর পক্ষ হইতে একখানি শাস্ত্রীয় শ্লোকসংগ্রহ, একখানি নবসংহিতা এবং দৈনিক উপাসনার জন্য একখানি আসন

দীক্ষার্থীকে উপহার দিবেন, এবং ভ্রাতৃপ্রেমে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবেন।

দীক্ষার্থী তদনন্তর প্রভু পরমেশ্বরসন্নিধানে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিবে, এবং সমস্ত উপাসকমণ্ডলী বলিবেন,—শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

বিবাহ

যৌবনারম্ভের পূর্ব্বে কেহ বিবাহ করিবে না।

২। অসময়ে বিবাহ কেবল যে শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর এবং রোগ-যন্ত্রণার মূল কারণ, তাহা নহে; কিন্তু উহার দ্বারা বংশের অধঃপতন ঘটে বলিয়া, উহা একটি সামাজিক অভি-সম্পাত বিশেষ। কেবল তাহা নয়, ঈশ্বরের চক্ষে ইহা একটি ভয়ানক নৈতিক দোষ এবং পাপ।

৩। বালিকার কুমারীত্বের সম্মাননা করিবে। যে ব্যক্তি ইহার অবমাননা করে, সে জঘন্য দুরাচার, ঘৃণিত পাপ এবং ভয়ানক ইন্দ্রিয়াসক্তিদোষে দোষী।

৪। দেশভেদে পরিণয়ের বয়স প্রকৃতি দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে; কারণ স্বভাবের বিধানই ঈশ্বরের বিধান।

৫। নিজ প্রবৃত্তি এবং সুখেচ্ছানুসারী হইয়া নিতান্ত অল্প বয়সে কিম্বা অত্যন্ত অধিক বয়সে বিবাহ করিও না। কোন্ সময় কাহার শরীর মন বিবাহের উপযুক্ত হয়, স্বভাব তাহা নির্দ্দেশ করুক।

৬। কেবল বয়ঃক্রম অথবা স্থানীয় জল বায়ুর অবস্থা দ্বারা পরিণয়কাল যে নির্দ্ধারিত হইবে, তাহা নহে; স্বাস্থ্য, ধন চরিত্র এই সমস্তগুলির সমবায়ে সময় নিরূপিত হইবে।

৭। স্ত্রীনির্ব্বাচনসম্বন্ধে মানুষ ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বা পার্থিব কামনার অনুগামী হইবে না; কিন্তু স্বীয় শ্রেষ্ঠ বিচারণা

এবং পিতা, মাতা ও অভিভাবকগণের সৎপরামর্শের অনুসরণ করিবে।

৮। বিবাহবিষয়ে অবিবেচনা এবং ব্যস্ততা অতিশয় বিপজ্জনক ; যুবক যুবতীগণ এ সম্বন্ধে সাবধান হইবে।

৯। যেখানে পাত্র পাত্রীর ইচ্ছা এবং তাহাদের অভিভাবকগণের সমীচীন বিবেচনা সম্পূর্ণরূপে একমত হয়, সেইখানেই সুখ এবং সফলতার নিশ্চয় প্রতিভূ।

১০। হয় পাত্র পাত্রী পরস্পরকে নির্ব্বাচন করিবে, অভিভাবকগণ তাহা অনুমোদন করিবেন, অথবা অভিভাবকগণ নির্ব্বাচন করিবেন, পাত্র পাত্রী তাহা অনুমোদন করিবে।

১১। উদ্বাহ অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে পাত্র পাত্রী দেখা সাক্ষাৎ আলাপ দ্বারা আপনাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর আত্মীয়তা ও অধিকতর নৈকট্য সংস্থাপিত করিবে, যে পর্য্যন্ত তাহা পরস্পরের বিশ্বস্ততা এবং বন্ধুতায় পরিণত না হয়।

১২। কিন্তু এ প্রকার দেখা সাক্ষাৎ অভিভাবক অথবা বন্ধুগণের বিদ্যমানে করিতে হইবে, কোনরূপ অযথা ঘনিষ্ঠতা করিতে দেওয়া হইবে না।

১৩। এমন সকল লোক আছে, যাহারা চরিত্রকে কলঙ্কিত এবং বিনষ্ট করে এবং পরে সেই কলঙ্ক ঢাকিবার জন্য বিবাহ করিতে যায় ; তাঁহারা মনে করে যে, বিবাহ বুঝি পাপ এবং লজ্জাকে আচ্ছাদিত করিবে।

১৪। এরূপ বিবাহ অতি জঘন্য এবং অপবিত্র; এবং সামাজিক নীতির পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর। বিবাহের পূর্ব্বে সন্তানসম্ভাবনা!—কি লোমহর্ষণ ব্যাপার! কি ভয়ঙ্কর লজ্জার বিষয়!

১৫। যদি দুশ্চরিত্র ব্যক্তিরা আপনাদের জীবনকে সংশোধন করিতে চায়, এবং সরলভাবে অনুতাপ করে, তাহা হইলে তাহারা বিবাহ করিতে পারে, এবং এরূপ পতিতোদ্ধারের দ্বারা সমাজ উপকৃত হয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু সাবধান, ঈশ্বরের গৃহের বিন্দুমাত্র পবিত্রতা পাপবিমিশ্র অথবা নষ্ট যেন না হয়, এবং পবিত্র লোকদিগের মধ্যে কোন প্রকার অবিশুদ্ধতা প্রবেশ করিতে যেন না পারে।

১৬। কোন পুরুষ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিবে না; কোন স্ত্রীর একাধিক স্বামী থাকিবে না।

১৭। এই মণ্ডলী বহু স্ত্রী এবং বহু স্বামী গ্রহণ নিষেধ করে। বন্ধ্যত্ব, দুরারোগ্য ব্যাধি বা অসতীত্ব একোদ্বাহের দুশ্ছেদ্য নিয়ম ভঙ্গ করার পক্ষে উপযুক্ত কারণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না।

১৮। বিবাহিত ব্যক্তি পরস্পরকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না, পুনর্ব্বার বিবাহও করিতে পারিবে না।

১৯। ব্যভিচার, নিষ্ঠুর ব্যবহার অথবা অপ্রেম যদি সংঘটিত হয়, তথাপিও বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইবে না।

২০। যদিও বন্ধুগণ অনুরোধ করে, অথবা পৃথিবীর

বিচারালয় অনুমতি দেয়, তাহারা ঈশ্বরের স্বর্গীয় নিয়মের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, কেবল সাংসারিক সুখ সুবিধার জন্য তাহা করে।

২১। ঈশ্বরের বিধি বিবাহবন্ধনকে পবিত্র এবং অচ্ছেদ্য বলিয়া ঘোষণা করে।

২২। ঈশ্বর যে পবিত্র গ্রন্থি বন্ধন করিয়াছেন, পার্থিব হস্ত যেন তাহা খুলিয়া না দেয়।

২৩। পরস্পরকে ত্যাগ করিয়া দাম্পত্য নিয়মের সকল প্রকার বাধ্যতা হইতে মুক্ত হইয়াছে, এই সুখকর মোহে মুগ্ধ হইয়া যদি কেহ পুনরায় বিবাহ করে, তবে ঈশ্বরের সিংহাসন-সমক্ষে দ্বিবিবাহ-দোষে তাহারা দোষী হইবে। যাহারা এরূপ বিবাহে প্রবৃত্ত হয় এবং অবৈধ পরিণয়-কার্য্যের যাহারা অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে ধিক্!

২৪। ধর্ম্মমতের প্রভেদ বা অনৈক্য আছে বলিয়া, পুরুষ অথবা নারীগণ বিবাহবন্ধন ছেদনের নিমিত্ত প্রয়াস পাইবে না।

২৫। যদি এমন হয় যে, স্বামী স্ত্রী প্রথমে এক ধর্ম্মাক্রান্ত ছিল, পরে তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি নূতন কোন ধর্ম্মপথ অবলম্বন করাতে অন্য ব্যক্তি তাহার সহিত যোগ দিতে চাহে না; কিম্বা তাহারা উভয়ে নূতন ধর্ম্ম অবলম্বনের কিছুদিন পরে একজন তাহা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া অন্য এক ধর্ম্মসমাজে যথারীতি যোগদান করিয়াছে, এরূপ স্থলে পরিত্যক্ত ব্যক্তিরা

উক্ত পরিত্যাগকে আর একটি বিবাহ করিবার উপলক্ষ করিবে না, বরং বিশ্বাস এবং নির্ভরের দৃষ্টান্ত দেখাইবে।

২৬। যদি মতভেদ বা প্রকৃতিভেদ অথবা সাময়িক নৈতিক স্খলনে গুরুতর অসম্মিলন কিম্বা বিচ্ছেদ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়, তাহা হইলে স্বামী স্ত্রী যতদিন জীবিত থাকিবে, তাহাদের পুনর্মিলনের জন্য যত প্রকার চেষ্টা সম্ভব, তাহা করা কর্ত্তব্য ; কারণ বিবাহের গুরুতর সম্বন্ধ এবং বাধ্যতাকে কদাপি শিথিল বা অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে না।

২৭। অতএব নরনারীগণ মনে রাখিবে যে, একবার যাহারা বিবাহিত হইয়াছে, চিরকালের জন্য তাহারা বিবাহিত হইয়াছে, এবং ঈশ্বরের মণ্ডলীতে ত্যাগবিধির স্থান নাই।

২৮। যদি নিতান্ত অল্প বয়সে পতি বা পত্নী পরলোকগত হয়, তাহা হইলে যে জীবিত থাকিবে, সে পুনরায় বিবাহ করিতে পারে ; কিন্তু যদি অধিক বয়সে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে জীবিত ব্যক্তির পুনর্ব্বার বিবাহবিষয়ে চিন্তা না করিয়া, প্রভু পরমেশ্বরের পদে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করাই শ্রেয়ঃ।

২৯। বিবাহার্থীদিগের মধ্যে জাতীয় প্রথানিষিদ্ধ জ্ঞাতিত্ব অথবা পারিবারিক কোন প্রকার নিকট সম্বন্ধ থাকিবে না।

৩০। নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তিকে কেহ বিবাহ করিবে না ; কারণ তাহা ভয়ঙ্কর অস্বাভাবিক, নীতিবিগর্হিত এবং অনিষ্টকর।

৩১। পিতৃ অথবা মাতৃকুলের চতুর্থ পুরুষের নিম্নে কোন ব্যক্তির সহিত যদি তাহাদের কোন সমসম্পর্ক থাকে,

তাহা হইলে সেরূপ সম্পর্কীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিবাহ হইতে পারিবে না—অথবা যেস্থানে স্ত্রী পুরুষ কেহ অপরের সাক্ষাৎ পূর্ব্বপুরুষ বা পূর্ব্বপুরুষের ভাই ভগ্নী হয়, সেখানেও বিবাহ হইতে পারিবে না।

৩২। পাত্র ও পাত্রী পরস্পরকে মনোনীত করিতে এবং বিবাহ করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলে, তাহাদের অভিভাবকগণ উপঢৌকন, লিপিনিবন্ধন, বাগ্দান অথবা অন্য কোন প্রণালী দ্বারা বিবাহকে দৃঢ় করিবেন।

৩৩। যদি বিবাহক্রিয়া-সম্পাদনে বিলম্ব থাকে, এবং সেই বিবাহবন্ধন দৃঢ় রাখিবার যদি বিশেষ কারণ থাকে, অথবা তাহার মধ্যে যদি কিছু অসাধারণ গুরুত্ব অবস্থিতি করে, দুইটি বিভিন্ন জাতির মিলন এবং তাঁহার রাজ্য-বিস্তারের জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক তাহা যদি আদিষ্ট হয়, তাহা হইলে পাত্র পাত্রীর বিবাহযোগ্য বয়সের অপূর্ণতা সত্ত্বেও একটি সাত্ত্বিক বাগ্দানানুষ্ঠান সম্পাদিত হইবে, অভিভাবক-গণ তদ্দ্বারা ঈশ্বর এবং কয়েকজন সাক্ষীর সম্মুখে বিবাহ-সম্বন্ধকে পবিত্র এবং অলঙ্ঘনীয় করিয়া লইবেন।

৩৪। ঈদৃশ বাগ্দানানুষ্ঠান ধর্ম্মতঃ বিবাহের সমতুল্য এবং পাত্র পাত্রীর পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বন্ধনসাধক ; কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহারা পূর্ণবয়স্ক না হয় এবং বিবাহক্রিয়া যথারীতি সর্ব্বাঙ্গীণরূপে পরিসমাপ্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত স্বামী স্ত্রীর ন্যায় তাহারা জীবন যাপন করিতে পারিবে না।

৩৫। বিবাহ-দিবসের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে জাতীয় প্রথানুযায়ী অভ্যঞ্জন হইবে।

৩৬। পাত্র পাত্রীকে তাহাদিগের নিজ নিজ গৃহে সুবাসিত তৈল এবং নানাবিধ গন্ধ দ্রব্য দ্বারা বিলেপন করিতে হইবে এবং উভয়ের বন্ধু এবং আত্মীয়গণ তাহাদের মস্তকে জল ঢালিয়া দিবে এবং পুষ্পবৃষ্টি করিবে, মহিলাগণ শঙ্খ বাজাইয়া তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ এবং শুভ ইচ্ছা অর্পণ করিবে।

৩৭। সেই দিন হইতে বিবাহের দিন পর্য্যন্ত উভয় গৃহে আমোদ আহ্লাদ, গান, বাদ্য, ভোজন এবং যথেষ্ট আনন্দোৎসব হইবে।

৩৮। বিবাহদিবসে কন্যার আলয়, বিশেষরূপে তাহার প্রাঙ্গণভূমি অথবা যে কোন স্থান বিবাহানুষ্ঠান-নির্ব্বাহার্থ নির্ব্বাচিত হইবে, তাহাকে চিরহরিদ্বর্ণ পত্ররাজী, পুষ্পমালা এবং পতাকাশ্রেণী দ্বারা সুশোভিত করিবে।

৩৯। ঐ দিন সন্ধ্যাকালে পাত্র বিবিধ বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া এবং উদ্বাহ উপযোগী যানে আরোহণ করিয়া, দলবদ্ধ আত্মীয় বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে, বাদ্যনিনাদ এবং দীপমালার সহিত কন্যাভবনে উপস্থিত হইবেন।

৪০। বরযাত্রিদল কন্যার গৃহদ্বারে উপনীত হইলে, কন্যার পিতা অথবা অভিভাবক এবং পরিবারের অপর জ্যেষ্ঠগণ বরকে সাদরে গ্রহণ করিবেন। পরে তাঁহারা

বিবিধ কারুকার্য্যবিশিষ্ট বিচিত্র বস্ত্রাবৃত উন্নত আসনে বরকে বসাইবেন।

৪১। অভ্যাগতগণ আপন আপন আসনে উপবিষ্ট হইলে, কন্যাকর্ত্তা সমবেত মণ্ডলীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া যথাক্রমে বলিবেন :—অদ্য শুভদিনে শুভবিবাহক্রিয়া সম্পাদনের জন্য আমি আপনাদিগের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি; আপনারা স্বস্তি বলুন।

অভ্যাগতগণ বলিবেন, স্বস্তি।

৪২। তদনন্তর আচার্য্যের বেদীর সম্মুখভাগে কন্যাকর্ত্তার অভিমুখস্থ আসনে পাত্রকে বসাইবে, এবং পশ্চাল্লিখিত প্রণালীতে তাঁহার বরণ হইবে।

বরণ

৪৩। কন্যার পিতা অথবা অভিভাবক দক্ষিণ হস্তে চন্দন এবং গোলাপজলপাত্র সহ একখানি পুষ্পপাত্র এবং একটি পুষ্পস্তবক লইয়া বরকে বলিবেন :—এই অর্ঘ্য আপনি গ্রহণ করুন।

বর। এই অর্ঘ্য আমি গ্রহণ করিলাম।

কন্যাকর্ত্তা। এই পরিচ্ছদ আপনি গ্রহণ করুন।

বর। আমি ইহা গ্রহণ করিলাম।

কন্যাকর্ত্তা। এই অঙ্গুরীয় আপনি গ্রহণ করুন।

বর। আমি ইহা গ্রহণ করিলাম।

৪৪। তদনন্তর বর সজ্জাগৃহে যাইয়া পরিধেয় বসন পরিবর্ত্তন করিয়া, উপহারলব্ধ নূতন বরণবস্ত্র পরিধান করিবেন। পরে তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইতে হইবে। তথায় কন্যার মাতা সমবেত অপর মহিলাগণের সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকারে বরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং বরণ করিবেন।

৪৫। তদনন্তর নানালঙ্কারে ভূষিতা, সুন্দর বসনে সুসজ্জিতা পাত্রীকে সঙ্গে লইয়া, বর বিবাহমণ্ডপে প্রত্যাগমন করিবেন এবং তথায় বেদীর সম্মুখে দুইজনে পরস্পরের অভিমুখীন হইয়া আসনোপরি উপবিষ্ট হইবেন।

পরস্পর সম্মতি

৪৬। তদনন্তর আচার্য্য নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা-কার্য্য করিবেন।

৪৭। এবং তাহার প্রথমাংশ শেষ হইলে, তিনি এইরূপে বরকে প্রশ্ন করিবেন:—শ্রীমান্ অমুক, তুমি কি শ্রীমতী অমুকীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে?

পাত্র। করিব।

আচার্য্য। শ্রীমতি অমুকি, তুমি কি শ্রীমান্ অমুককে পতিত্বে গ্রহণ করিবে?

কন্যা। করিব।

ভারার্পণ

৪৮। কন্যার পিতা অথবা অভিভাবক নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে কন্যাভার বরের হস্তে অর্পণ করিবেন:—

অদ্য অমুক শকে, অমুক মাসের অমুক দিবসে, অমুক (শুক্ল বা কৃষ্ণপক্ষীয়) তিথিতে, অমুক বাসরে, সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরের পবিত্র সন্নিধানে, আমি আমার সালঙ্কারা, সুসজ্জিতা, প্রিয়তমা কন্যা শ্রীমতী অমুকীর ভার, অমুকের প্রপৌত্র, অমুকের পৌত্র এবং অমুকের পুত্র শ্রীমান্ অমুকের হস্তে অর্পণ করিতেছি ; তিনি অভিভাবকের গুরুভার গ্রহণ করুন।

পাত্র। সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরের পবিত্র সন্নিধানে আমি অমুকের প্রপৌত্রী, অমুকের পৌত্রী এবং অমুকের পুত্রী শ্রীমতী অমুকীর ভার গ্রহণ করিলাম। স্বস্তি।

কন্যাকর্ত্তা। ধর্ম্মেতে, অর্থেতে অথবা ভোগেতে তুমি ইহাকে অতিক্রম করিবে না।

পাত্র। আমি অতিক্রম করিব না।

কন্যাকর্ত্তা। এই শুভ কন্যাভারসম্প্রদানসাঙ্গতার্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্ম শ্রীমান্ অমুক্, তোমাকে আমি এই সকল স্বর্ণ এবং রজত উপহার এবং তোমার ব্যবহারার্থ এই সমুদয় বিবিধ প্রকারের গৃহসামগ্রী প্রদান করিতেছি।

পাত্র। আমি কৃতজ্ঞ হইয়া, এ সকল গ্রহণ করিলাম। স্বস্তি।

উদ্বাহ-প্রতিজ্ঞা

পাত্র আপনার দক্ষিণ হস্ত দ্বারা পাত্রীর দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিবেন এবং সুন্দর কুসুমদামে সেই হস্তদ্বয় বেষ্টন করিয়া আচার্য্য তাহাতে প্রেমগ্রন্থি বন্ধন করিয়া দিবেন।

বর। শ্রীমতি অমুকি, অত্ত পবিত্র পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া, আমি তোমাকে বৈধ পত্নীরূপে গ্রহণ করিলাম।

কন্যা। শ্রীমান্ অমুক, অত্ত পবিত্র পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া, আমি তোমাকে বৈধ পতিরূপে গ্রহণ করিলাম।

বর। সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে, সুস্থতা অসুস্থতায় তোমার মঙ্গলসাধনে আমি যাবজ্জীবন যত্নবান্ থাকিব।

কন্যা। সম্পদে বিপদে, সুখে, দুঃখে, সুস্থতা অসুস্থতায় তোমার মঙ্গলসাধনে আমি যাবজ্জীবন যত্নবতী থাকিব।

বর। আমার হৃদয় তোমার হউক, তোমার হৃদয় আমার হউক, এবং আমাদের উভয়ের হৃদয় এইরূপে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের হউক।

কন্যা। আমার হৃদয় তোমার হউক, তোমার হৃদয় আমার হউক, এবং আমাদের উভয়ের হৃদয় এইরূপে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের হউক।

বর। তুমি আমার সখী হও, আমি যেন তোমার সখা হই; আমাদের উভয়ের সখ্যভাব যেন কখনও ভঙ্গ না হয়।

কন্যা। তুমি আমার সখা হও, আমি যেন তোমার সখী হই; আমাদের উভয়ের সখ্যভাব যেন কখনও ভঙ্গ না হয়।

প্রার্থনা

বর। হে পরমেশ্বর, এই উদ্বাহব্রতপালনে তুমি আমার সহায় হও।

কন্যা। হে পরমেশ্বর, এই উদ্বাহব্রতপালনে তুমি আমার সহায় হও।

আচার্য্যের উপদেশ

৪৯। আচার্য্য এইরূপে দম্পতীকে উপদেশ দিবেন:— অদ্য মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বরের প্রসাদে এবং তাঁহার পবিত্র সন্নিধানে তোমরা উদ্বাহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে। এত দিন স্বীয় স্বীয় উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া একাকী জীবনপথে বিচরণ করিতেছিলে, এক্ষণে তোমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ-জনিত গুরুতর ভার তোমাদের হস্তে সমর্পিত হইল। অদ্য তোমরা সংসারের প্রথম সোপানে পদ নিক্ষেপ করিতেছ; সাবধান হইয়া অগ্রসর হইবে। সাবধান, পৃথিবীর মায়াজালে বদ্ধ হইও না; সংসারের সুখ সম্পদ্ যেন সর্ব্বসুখদাতাকে বিস্মরণ করাইয়া না দেয়। সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া, পরস্পরের উন্নতিসাধন ও সুখবর্দ্ধনে যত্নশীল থাকিবে। তাবৎ গৃহকার্য্য ঈশ্বরের কার্য্য বলিয়া সাধন করিবে, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মহান্ উপদেশ সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগ্রত রাখিবে:—

"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্যৎকর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥"

—মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন; যে কোন কর্ম্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন।

তোমাদিগের যাহা আছে, সমস্ত ঈশ্বরে সমর্পণ কর, তিনি তোমাদিগকে সকল প্রকার অকল্যাণ হইতে রক্ষা করিবেন। তোমাদের গৃহকে ঈশ্বরের গৃহ এবং নববিধানের পবিত্র ও আনন্দপূর্ণ আলয় কর।

বরের প্রতি:—শ্রীমান্ অমুক, তুমি নিয়ত তোমার পত্নীর যথার্থ মঙ্গলসাধনে নিযুক্ত থাকিবে। অদ্য তোমার হস্তে জগদীশ্বর সংসারের গুরুতর ভার অর্পণ করিলেন। সংযতেন্দ্রিয় ও সৎকর্ম্মশীল হইবে। সাংসারিক সকল অবস্থাতে শান্তচিত্ত থকিবে। যেরূপ আপনার আত্মাকে রক্ষা করিতে ও উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে, সেই প্রকার তোমার পত্নীর আত্মাকেও সত্যের পবিত্র পথে লইয়া যাইতে যত্নবান্ হইবে। উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা সাংসারিক শুভকার্য্যে তাঁহাকে নিয়ত প্রবৃত্ত রাখিবে, যেন সত্যের পথে সুখের পথে তিনি তোমার চিরঅনুগামিনী হয়েন।

কন্যার প্রতি:—শ্রীমতি অমুকি, যাহাতে তোমার স্বামীর মঙ্গল হয়, কায়মনোবাক্যে সেই কর্ম্ম করিবে। তাঁহার উপর একান্তমনে নির্ভর করিবে, এবং তোমার হিতের জন্য তিনি যাহা আদেশ করিবেন, তাহা প্রতিপালন করিবে। পতিপ্রাণা ও সদাচারা হইবে। অপরিমিত ব্যয় বা কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না। মন এবং বাক্য ও কর্ম্ম পরিশুদ্ধ রাখিবে, এবং স্বামীর সাহায্যে সর্ব্বদা নিজ আত্মার উন্নতিসাধনে নিযুক্ত থাকিবে।

৫০। আচার্য্য এইরূপে আশীর্ব্বাদ উচ্চারণ করিবেন :—মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বর এই দম্পতীকে নিত্য সত্যের পথে, শান্তির পথে অগ্রসর করুন। যাহা কিছু সত্য, শিব এবং সুন্দর, তদ্দ্বারা তিনি তাহাদিগের গৃহ ভূষিত করুন, এবং তাঁহার নববিধানের পবিত্র মণ্ডলীর মধ্যে তাহাদিগকে চিরকালের জন্য সুখী করুন।

৫১। একটী সময়োচিত সঙ্গীত দ্বারা অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে, সমগ্র মণ্ডলী বলিবেন :—শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

৫২। দায়প্রাপ্তি ও বিষয়ের উত্তরাধিকারিত্বসম্বন্ধে যেখানে দেশের বিধিতে সংশয় আছে, তথায় কেবল ভাবী সন্তানগণের স্বত্বাধিকার-স্থাপনার্থ, বর ও কন্যা, রাজ্যের চিহ্নিত কর্ম্মচারী দ্বারা যথানিয়মে তিন জন সাক্ষী সমক্ষে, বিবাহ রেজেষ্টরি করিবেন।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

যখন গম্ভীর মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী, তখন কোন প্রকার চপলতা বা উদাসীনতা প্রকাশিত হইবে না।

২। ইহ সংসার হইতে একটি অমরাত্মার শেষ প্রস্থান একটি চিত্তবিদ্ধকর গম্ভীর এবং গমনোপযোগী উদ্যোগের দৃশ্য হইবে।

৩। লোকান্তরগমনোদ্যত যাত্রী, পার্থিব সম্পত্তি যাহাকে যাহা দিবার থাকে, যথানিয়মে তাহা দিবেন; পরে শয্যাপার্শ্বস্থ আত্মীয় বন্ধু এবং ভৃত্যবর্গের নিকট বিদায় লইয়া, যথাযোগ্য প্রতিব্যক্তিকে অন্তিমের আশীর্ব্বাদ, চুম্বন এবং সম্মান প্রদান করিয়া, শেষ বিদায় গ্রহণ করিবেন।

৪। উপস্থিত আত্মীয় বন্ধুগণ তাঁহাকে শেষ কথা বলিয়া বিদায় দিবেন।

৫। এই প্রকারে পৃথিবীর প্রতি শেষ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া, তিনি প্রশান্তভাবে যাবতীয় বাহ্য এবং অনিত্য বিষয় হইতে আপনাকে প্রত্যাহরণ করিবেন এবং পরলোকে গমনার্থ প্রস্তুত হইবার জন্য আপনার ভিতর আপনি প্রস্থান করিবেন।

৬। তাঁহার নিকট-সম্বন্ধীয় প্রিয়জনবর্গ এবং সমস্ত ধর্ম্ম জ্যেষ্ঠগণ গম্ভীর পরলোকযাত্রার প্রত্যেক প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদানানন্তর তাঁহার প্রতি শেষকর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন।

৭। তাঁহাকে অনুতাপ, বিশ্বাস এবং আশার দিকে

আহূত এবং পরলোকের সত্তার প্রতি জাগ্রত করিবার জন্য, প্রার্থনা, শাস্ত্রপাঠ, সঙ্গীত এবং তথাবিধ অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাকে সেবা করিতে হইবে।

৮। তিনি কালসাগরের কূলে দণ্ডায়মান এবং শীঘ্রই তাঁহাকে বিশ্বাসভেলায় আরোহণ করিয়া আপনার সুদূর ভবনে যাইতে হইবে, এইটি যেন তাঁহাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে দেওয়া হয়।

৯। তাঁহার মঙ্গল নিকেতনে লইয়া যাইবার জন্য, তাঁহার দয়াময়ী এবং মঙ্গলময়ী জননী নিকটে বর্ত্তমানে রহিয়াছেন এবং তাঁহাকে আপন গৃহের দিকে লইয়া যাইবার জন্য সাধুদিগের আনন্দধ্বনি তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিতেছে, ইহাও তাঁহার যেন অনুভব হয়।

১০। অতএব ইহলোকসংক্রান্ত কোন চিন্তা বা কামনা যেন তাঁহার শান্তিভঙ্গ না করে; কোন প্রকার শোকোক্তি এবং ক্রন্দন তাঁহাকে যেন হতাশ না করে। সমুদয় অবস্থা-গুলি একত্রিত হইয়া যাহাতে তাঁহার মনের সাম্য রক্ষা করিতে পারে, এবং পৃথিবীর দিকে না আনিয়া স্বর্গের দিকে তাঁহার দৃষ্টিকে ফিরাইয়া দিতে পারে, তাহাই করিতে হইবে। যে কেহ এইরূপ আশার সমাচার এবং উপদেশ দ্বারা তৎকালে তাঁহার সহায়তা করিবেন, তিনিই তাঁহার প্রকৃত বন্ধু।

১১। হে আত্মীয়বন্ধুগণ উড্ডীয়মানোন্মুখ আত্মাবিহঙ্গকে

আর অধিকক্ষণ তোমরা পিঞ্জরাবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিও না ; যাহাতে সে প্রভুর নাম গান করিতে করিতে ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে বিমুক্তবন্ধন হইবার জন্য তাহাকে সাহায্য কর।

২২। মৃত্যুশয্যায় ঈশ্বরের প্রিয় নাম ভিন্ন মিষ্ট সামগ্রী আর কিছুই নাই ; অতএব পরলোকগমনোদ্যত তীর্থযাত্রীকে যাঁহারা ভালবাসেন এবং মান্য করেন, তাঁহারা সে সময় সুমিষ্ট দয়াময় নাম কীর্ত্তন করুন, এবং তদ্দারা তাঁহার হৃদয়কে আহ্লাদিত এবং অনুপ্রাণিত করুন।

১৩। এইরূপে প্রস্তুত হইয়া তিনি চতুঃপার্শ্বস্থ ব্যক্তিদিগকে জন্মের মত একবার দেখিয়া লইবেন, এবং প্রশান্তচিত্তে নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া, প্রভু পরমেশ্বরের হস্তে আত্মবিসর্জ্জন করিবেন।

১৪। তখন স্থিরভাবে তাঁহার হৃদয় প্রার্থনা করিবে :— পিতা, সমস্ত শেষ হইল। তোমার বক্ষে আমি যেন চিরশান্তি পাই। হে আমার ইহপরকালের আশা, প্রিয় পিতা এবং মাতা, আমার অমৃতময় নিকেতনে তুমি আমাকে লইয়া চল। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

১৫। চিকিৎসক যখন বলিবেন, নিঃশেষিত হইয়াছে, তখন পরলোকগত ব্যক্তির দেহকে পরিষ্কৃত এবং সুগন্ধিযুক্ত করিবে, তাঁহার মস্তকের কেশগুলিকে যথানিয়মে বিন্যস্ত করিয়া দিবে ; এবং নববস্ত্রে সজ্জিত সেই শরীরকে একটি

নূতন শয্যার উপর শয়ন করাইবে, এবং কেবল মুখমণ্ডল অনাবৃত রাখিয়া এক খণ্ড নবীন শুভ্রবসন দ্বারা সমস্ত ঢাকিয়া দিবে।

১৬। শয্যার উপরে গোলাপ জল সিঞ্চিত ও বিচিত্র বর্ণের পুষ্প বর্ষিত হইবে।

১৭। পরে প্রধান শোককারিগণ মৃতদেহের চতুঃপার্শ্বে একত্রিত হইবে এবং জানুপরি উপবিষ্ট হইয়া এইরূপে প্রার্থনা করিবে ঃ—হে শোকার্ত্তদিগের ঈশ্বর, আমাদিগকে দয়া কর। আমাদের শোকাশ্রু বিমোচন কর এবং আমাদিগের ব্যথিত হৃদয়ে শান্তি প্রেরণ কর। হে নিত্য পরমাত্মা, এই পরলোক-গত আত্মাকে তুমি কৃপা করিয়া তোমার শান্তি এবং আনন্দ দান কর এবং তোমার এই ভৃত্যকে আপনার মঙ্গল নিকেতনে রাখিয়া সৌভাগ্যশালী কর।

১৮। মৃত্যুসংবাদ-প্রাপ্তে বন্ধুগণ একটি প্রশস্ত ঘরে একত্রিত হইবেন, এবং তথায় শবদেহ আনীত হইবে; উপস্থিত সকলে মৃতদেহের প্রতি শেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিলে, প্রধান শোককারী কিম্বা পুরোহিত মৃত দেহোপরি পুষ্পমালা স্থাপন করিয়া তাহার মুখ বস্ত্রাবৃত করিয়া দিবেন।

১৯। তদনন্তর পুরোহিত পরিবারস্থ আত্মীয় এবং বন্ধু-মণ্ডলীর মধ্যে এইরূপে প্রার্থনা করিবেন :—

হে অনন্ত ঈশ্বর, প্রত্যেক ব্যক্তি এবং জাতির নিয়তি

তোমার হস্তে, তোমার সম্মুখে আমরা কিছুই নহি। হৃদয়ের গভীর বেদনার সহিত সজলনেত্রে, আমরা বিনীতভাবে তোমার নিকট উপস্থিত হইতেছি। আমাদের প্রিয়তম ভ্রাতার (অথবা ভগ্নীর) মৃত্যুশোক আমাদিগকে নিতান্ত ব্যথিত করিয়াছে, এবং অনির্ব্বচনীয় দুঃখে পরিবারবর্গকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। হে কৃপাময় পিতা, এই সকল শোক-সন্তপ্ত অসহায় ব্যক্তিগণ একেবারে মর্ম্মাহত এবং ধূলিসম হইয়া পড়িয়াছে, ইহাদের প্রতি তুমি করুণাকটাক্ষ নিক্ষেপ কর, ইহাদিগকে উঠাও এবং শান্ত কর ; এবং "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" এই কথা বলিয়া, যাহাতে আমরাও সকলে তোমাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারি, তাহার জন্য তুমি সহায় হও। সকলই অসার, হে ঈশ্বর, কেবল তুমিই সত্য ; সেই জন্য ইহপরলোকে যাহাতে আমরা তোমাকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিতে পারি, এরূপ শিক্ষা তুমি আমাদিগকে দাও। আমাদের ভ্রাতা (অথবা ভগ্নী) এ পৃথিবীর সকল প্রকার বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন এবং ইহার সর্ব্ব প্রকার ভাবনা এবং কার্য্যভার হইতে মুক্ত হইলেন। মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বর, আশীর্ব্বাদ কর, ইহার (এই মৃত ব্যক্তির) আত্মা যেন নূতন বাসভবনে গিয়া বিশ্বাসে উন্নত হয় এবং তোমার অপরিসীম করুণায় শুদ্ধ হইয়া তোমাতে অনন্তকাল আনন্দ এবং কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে।

২০। **সমগ্র মণ্ডলী বলিবেন :—শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।**

২১। তদনন্তর শোককারী আত্মীয়গণের সহিত যথোচিত গাম্ভীর্য্য সহকারে, সুদৃশ্য পালঙ্কে শায়িত মৃত দেহকে সৎকারের স্থানে লইয়া যাইবে।

২২। তখন যদি রাত্রি অধিক হয়, বা বৃষ্টি পড়ে, বা অন্য কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহা হইলে উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষায় সৎকারার্থ যাত্রা স্থগিত থাকিবে।

২৩। শ্মশানে উপস্থিত হইলে, উত্তমরূপে পরিষ্কৃত এবং জলসিঞ্চিত স্থানে শবশয্যা স্থাপন করিবে।

২৪। তদনন্তর যথেষ্ট পরিমাণ শুষ্ক এবং দাহ্য কাষ্ঠে এরূপ একটি চিতা নির্মিত হইবে যে, তাহা যেন অল্পায়তন না হয়। অভাবপক্ষে শবদেহ অপেক্ষা উহা এক হস্ত দীর্ঘ হইবে।

২৫। সমস্ত শয্যাসহিত বস্ত্রাবৃত দেহ চিতার উপরে ধীরে ধীরে স্থাপন করিবে এবং চন্দনকাষ্ঠ দ্বারা তাহাকে এমন করিয়া ঢাকিয়া দিবে যে, তাহার কোন অংশ অনাবৃত না থাকে।

২৬। শবদেহের প্রতি কোনরূপ কঠোর ব্যবহার করা হইবে না, তাহার কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভাঙ্গিয়া সঙ্কুচিত করিয়া দেওয়া হইবে না, কোনরূপ অসভ্যোচিত বীভৎস আচরণও তৎপ্রতি হইতে পারিবে না; কারণ যদিও উহা মৃত দেহ, তথাপি উহাকে যথোচিত সম্মান প্রদান করিবে।

২৭। চিতার উপরে ধূপ ধুনা এবং চন্দনকাষ্ঠচূর্ণ স্থাপন করিবে।

২৮। তদনন্তর প্রধান শোককারী অথবা পুরোহিত দক্ষিণহস্তে প্রজ্বলিত দীপ অথবা দীপশলাকা লইয়া চিতার নিকট উপস্থিত হইবেন এবং এই কথা বলিয়া তাহা উহাতে সংলগ্ন করিবেন ঃ—ঈশ্বরের নামে পরলোকগত আত্মার পরিত্যক্ত দেহে আমি এই পবিত্র অগ্নি সংলগ্ন করিতেছি। যাহা মরণশীল, তাহা দগ্ধ এবং বিনষ্ট হইয়া যাইবে, কিন্তু যাহা অমর, তাহা জীবিত থাকিবে। হে পরমেশ্বর, পরলোকবাসী আত্মাকে স্বর্গধামে রক্ষা কর এবং আশীর্ব্বাদ কর।

২৯। সমস্ত শরীর ভস্মীভূত হইলে, তাহার ভস্মরাশি একটি উজ্জ্বল ধাতুপাত্রে ভক্তিপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া, গৃহে লইয়া যাইবে।

৩০। যে দিনে যথোচিত সম্মানের সহিত উহা সমাধিনিহিত হইবে, সেই শ্রাদ্ধের দিন পর্য্যন্ত ঐ পাত্র গৃহে উপযুক্ত স্থানে রক্ষিত হইবে।

শ্রাদ্ধ

শোক-প্রকাশ স্বাভাবিক হইবে, কোনরূপ বাহ্যাড়ম্বরের সহিত উহা প্রদর্শিত হইবে না।

২। পরলোকগত ব্যক্তির জন্য শোক এককালে অন্তরে দমন করিবে না, অথবা বাহিরে তাহা অধিকও দেখাইবে না।

৩। কিন্তু স্বাভাবিক মমতা এবং সহানুভূতি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হউক এবং হৃদয়ের গভীর দুঃখ প্রমুক্তরূপে প্রকাশিত হইতে দাও।

৪। তোমার মাননীয় অথবা প্রিয়তম আত্মীয়জন পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন, তখনও কি তুমি পূর্ব্ববৎ বিলাস ভোগ এবং আমোদ উৎসব করিয়া বেড়াইবে? অথবা অশ্রুপাতকে পাপ মনে করিয়া কি তুমি তৎসম্বন্ধে যৎপরোনাস্তি নির্ম্মমতা এবং নির্লিপ্ত ভাব দেখাইবে? ঈশ্বর করুন, যেন তাহা না হয়।

৫। ঈশ্বরের গৃহে কোনরূপ হৃদয়শূন্যতা, কঠোর অস্বাভাবিকতা থাকিবে না; সমস্ত বিষয় স্বভাবানুযায়ী হইবে।

৬। শোক পরিমিত ও সীমাবদ্ধ হইবে, কদাপি অতিরিক্ত হইবে না।

৭। কারণ অত্যধিক শোকে মস্তিষ্ক বিকৃত করে, রোগ আনয়ন করে, বিধাতার প্রতি অবিশ্বাস জন্মায়, বিষাদ এবং

মর্ম্মবেদনাকে উত্তেজিত করে, বিশ্বাস, আশা এবং প্রেমকে খর্ব্ব করিয়া দেয় এবং মনুষ্যকে সর্ব্বজনবিদ্বেষী করে।

৮। হে বিশ্বাসী, তোমার শোক যেন অকৃত্রিম হয়। ধর্ম্মহীন এবং অবিশ্বাসীর ভীষণ চীৎকার এবং বিলাপের ন্যায় না হইয়া, যাহাতে তাহা ঈশ্বর এবং পরলোক-বিশ্বাসীর আত্ম-ত্যাগ এবং নির্ভরজনিত সংযত শোক হয়; যে শোকে বিশ্বাস, বিনয়, আধ্যাত্মিক ভাব এবং বৈরাগ্য পুষ্টি লাভ করে, তদ্রূপ শোক তোমার হইবে।

৯। অতি উচ্চ এবং পবিত্র উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই বিধাতা শোক দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং পার্থিব ধন-মানের অসারতা এবং জীবনের অনিশ্চয়তা স্মরণপূর্ব্বক, যাহাতে আমরা অনন্ত জীবনের উপভোগ্য ধনরাশির অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই, তদ্বিষয়ে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তিনি মৃত্যুকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

১০। মৃত্যুর দিন হইতে সর্ব্বত্র একবিধরূপে সপ্তাহের উর্দ্ধকাল শোকার্থ অতিবাহিত হইবে। সম্বন্ধের নৈকট্য এবং শোকের প্রগাঢ়তা অনুসারে ব্যক্তিবিশেষে সময়ের দীর্ঘতা হইতে পারে।

১১। ঐ সময়ে স্থানীয় ব্যবহার এবং জাতীয় প্রথার ব্যবস্থা-নুযায়ী শোকচিহ্ন সকল ধারণ করিবে। কিন্তু দৈহিক ক্লেশ, অতিমাত্র কঠোরতা এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে যাহা কিছু অনিষ্টকর, অথবা যাহা কদর্য্য এবং বীভৎস, তৎসমুদয় পরিহার করিবে।

১২। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন শোকচিহ্ন ব্যতীত, শোককারিগণ এই আর্য্যভূমির জাতীয় বৈরাগ্যপ্রকাশক একবিধ এক একখানি গৈরিক উত্তরীয় বস্ত্রখণ্ড গলদেশে ধারণ করিবে।

১৩। আহার পরিচ্ছদের মধ্যে যৎপরোনাস্তি ভোগ-নিস্পৃহতা, এবং বিলাস কৌতুক চপলতার প্রতি ঘৃণার ভাব দেদীপ্যমান থাকিবে।

১৪। বাহিরের লোকদিগের জ্ঞাপনার্থ এবং সতর্ক করিবার জন্য, একখানি বৃহৎ গৈরিক বসন বাড়ীর কোন প্রকাশ্য গৃহভিত্তিতে ঊর্দ্ধাধোভাবে ভূমিতল স্পর্শ করিয়া লম্বিত থাকিবে।

১৫। শোকের কাল অতীত হইলে, অর্থাৎ অষ্টম দিবসে, শোককারিগণ সকলে অবগাহনরীতি অনুসারে স্নান করিয়া পরিষ্কৃত হইবে এবং দলবদ্ধ হইয়া চিতাভস্মসঞ্চিত সেই পবিত্র আধারটি সমাধিস্থলে লইয়া যাইবে।

১৬। প্রধান শোককারী উক্ত পাত্র লইয়া যাইবে এবং বন্ধুদিগের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি প্রাগুক্ত বৃহৎ গৈরিক বস্ত্রখণ্ড পতাকার ন্যায় সঞ্চালন করিতে করিতে সঙ্গে যাইবে। সমভিব্যাহারী বন্ধুদল গম্ভীরভাবে মৃদুপদবিক্ষেপে শোক-সঙ্গীত গান করিতে করিতে গমন করিবে।

১৭। সমাধিস্থলে উপনীত হইলে পুরোহিত এইরূপে একটি প্রার্থনা করিবেন:—হে স্বর্গের পিতা, তোমার আদেশে পবিত্র স্মরণচিহ্নস্বরূপ পরলোকগত ব্যক্তির চিতাভস্ম এই

স্থলে স্থাপন করিতেছি। যাঁহার আত্মা তোমার সমীপে গমন করিয়াছে, তাঁহার এই দেহাবশিষ্ট ভস্মরাশিকে তুমি আশীর্ব্বাদ কর। পরলোকগত আত্মা এবং তাঁহার জীবিত আত্মীয় বন্ধুগণকে তোমার নিত্য শান্তি বিধান কর। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

১৮। পুরোহিত স্বহস্তে কর্ণিকা লইয়া ইষ্টক এবং তাহার বন্ধনী উপাদান দ্বারা ভস্মাধারকে আবৃত করিয়া দিবেন।

১৯। পরে যথাসময়ে ইহার উপরে একটি ক্ষুদ্র সমাধি-স্তম্ভ নির্ম্মিত হইবে এবং তাহার গাত্রে একখণ্ড মর্ম্মরপ্রস্তর স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে মৃত ব্যক্তির নাম অঙ্কিত হইবে।

২০। অনন্তর বন্ধুদল তথা হইতে দেবালয়ে অথবা শ্রাদ্ধস্থলে আসিয়া একত্রিত হইবেন এবং সেখানে সকলে আপন আপন আসনোপরি উপবিষ্ট হইলে, আচার্য্য প্রচলিত প্রথানুসারে উপাসনা আরম্ভ করিবেন।

২১। আচার্য্য এবং দুই জন অধ্যাপক অথবা বয়োজ্যেষ্ঠ উপাসক সময়োপযোগী শাস্ত্রীয় মন্ত্রবচন পাঠ করিবেন এবং আচার্য্য তাহার ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিবেন।

২২। অতঃপর প্রধান শোককারী, অথবা মৃত ব্যক্তির জ্যেষ্ঠ পুত্র, ভ্রাতাকে আপন পার্শ্বে বসাইয়া, শ্রাদ্ধকর্ত্তারূপে এইরূপে প্রার্থনা করিবে:—পরমেশ্বর, তুমিই দিয়াছিলে এবং তুমিই লইয়া গেলে। আমাদের ভক্তিভাজন এবং

প্রিয়তম পিতার পরলোক গমনে আমরা পিতৃহীন ও অসহায় হইয়া পড়িয়াছি। কোথায় তিনি গিয়াছেন, আমরা তাহা জানি না। যে অপরিচিত অজ্ঞাত দেশে মৃতেরা আহূত হয়, এবং যে দেশ হইতে তাহারা আর কখন ফিরিয়া আসে না, তাহার বিষয় কোন মনুষ্য অবগত নহে। আমরা ইহাই জানি, আমাদের পিতা এই পৃথিবীর দুঃখ যন্ত্রণা পরীক্ষা হইতে বিমুক্ত হইয়া, অন্য এক জগতে গমন করিয়াছেন। হে পিতার পিতা, আমাদের পিতার আত্মাকে তোমার চরণে স্থান দান কর এবং কৃপা কর, যেন তিনি তোমার সহবাসে অনন্তকাল স্বর্গের পবিত্রতা এবং শান্তি আহরণ করিতে পারেন। তাঁহার নিকট তুমি তোমার উজ্জ্বল প্রেমমুখ প্রকাশিত কর, এবং তোমার মধুর প্রেমামৃত পান করাইয়া তোমার আনন্দে তাঁহাকে মগ্ন থাকিতে দাও। পৃথিবীর পরীক্ষা বিপদের মধ্যে যিনি আমাদের রক্ষক, প্রতিপালক, আশ্রয় এবং বল ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে, হে ঈশ্বর, আমরা কিরূপ অসহায় হইয়া পড়িয়াছি, তাহা তুমি জান। কিন্তু তুমি যখন অসহায়দিগের সহায় এবং পিতৃহীনদিগের পিতা, তখন এই উপস্থিত বিরহ শোক এবং দুঃখের অবস্থায় আমরা তোমারই আশ্রয় অন্বেষণ করিতেছি। আমাদের সন্তপ্ত এবং ব্যথিত হৃদয়ে শান্তি বিধান কর, এবং তোমার সুমধুর সান্ত্বনা-বাক্য আমাদের শোকবিহ্বলচিত্তকে স্থির করুক। তুমি মর্ম্মাহত শোকার্ত্তজনের সান্ত্বনা এবং আনন্দ। প্রিয়

পরমেশ্বর, পৃথিবীর অনিত্য সুখ এবং সম্মান হইতে আমাদের হৃদয়কে ফিরাইয়া স্বর্গের ঐশ্বর্য্যের দিকে লইয়া চল। আশা-বচনে এই প্রবোধ দাও যে, যে সকল ব্যক্তি এই জগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা তোমার আলয়ে একত্রিত হইয়াছে, এবং যখন সময় আসিবে, তখন আমরাও সেই সুখনিকেতনে অমরাত্মাগণের সহিত গিয়া পুনর্ম্মিলিত হইব। আমাদের জীবনকে পবিত্র করিয়া দাও এবং গৌরবের রাজ্য সেই নিত্যধামে চিরকাল বাস করিবার জন্য আমাদিগকে উপযুক্ত কর। হে অনন্তরাজ্যেশ্বর, জয়, জয়, তোমারি জয়!

২৩। তদনন্তর আচার্য্য প্রার্থনা করিয়া এইরূপে শান্তি-বাচন উচ্চারণ করিবেন ঃ—মহান্ ঈশ্বর, এই সুগম্ভীর শ্রাদ্ধ-বাসরে কেবল তুমি একমাত্র সার সত্য, চিরকালের সত্য, আর আমরা ধূলিসদৃশ, ইহা যেন অনুভব করিতে পারি। মনুষ্য এই ছিল, এক মূহূর্ত্তের মধ্যে সে আর নাই। এই দেখিলাম, পরিবার বন্ধুবান্ধব পার্থিব সম্পদ্‌রাশি আমাদিগকে আহ্লাদিত এবং উল্লসিত করিতেছে, পরক্ষণে সে সকল কোথায় চলিয়া গেল; কেবল আত্মা একাকী নিঃসম্বল হইয়া অনন্ত সাগরে ভাসিল। অতএব, হে অনন্তদেব, তোমার নিকট আমাদের এই প্রার্থনা, যাহা আধ্যাত্মিক এবং নিত্য, সেই সকল বিষয়ে আমাদের হৃদয়কে বদ্ধ করিয়া রাখ। পরলোক সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাসকে ঘনীভূত কর, এবং

অনন্ত জীবনের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়া লও। পরলোকগত আত্মাকে তুমি স্বর্গের সমগ্র আলোক এবং মহিমা প্রদান কর। যদিও আমরা বাহ্যভাবে তাঁহার সহিত পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছি, কিন্তু আমরা যেন তাঁহার সহিত আধ্যাত্মিক যোগে চিরকাল অবস্থিতি করিতে পারি। তোমার অপার করুণাগুণে এই পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হউক এবং আমরা এখানে থাকিতে থাকিতেই যেন তাহার আনন্দের পূর্ব্বাস্বাদ প্রাপ্ত হইয়া, তোমার সুখী অমরাত্মা সাধু পরিবার সনে তোমার মধ্যে বাস করিতে শিক্ষা করি।

করুণাময় পরমেশ্বর এই পরিবারের প্রতি স্বর্গের শান্তি বিধান করুন এবং এই গৃহকে স্বর্গ করুন!

২৪। অতঃপর শ্রাদ্ধকর্ত্তা এইরূপে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবেন:—আমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, এবং সমস্ত পিতৃপুরুষগণ ধন্য হউন! আমার প্রিয়তম আত্মীয় বন্ধুগণ ধন্য হউন! এ দেশের প্রাচীন আর্য্য ঋষি মুনিগণ ধন্য হউন! দেশীয় এবং বিদেশীয় সমস্ত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাজন ও ধর্ম্মনেতৃগণ ধন্য হউন! আমাদের পরিচিত বা অপরিচিত শত্রু মিত্র, সাধু অসাধুগণের যে সকল অশরীরী আত্মা আধ্যাত্মিক জগতের বিভিন্ন প্রকার অবস্থায় বাস করিতেছেন, তাঁহারা ধন্য হউন!

২৫। পরে তিনি শ্রাদ্ধের দানসামগ্রী সকলের বিষয় এইরূপে বিজ্ঞাপন করিবেন:—অদ্য অমুক দিবসে, অমুক

পক্ষে, অমুক মাসে, অমুক তিথিতে, ঈশ্বরের নামে শ্রদ্ধা এবং বিনয়ের সহিত, পরলোকগত আত্মার সম্মানার্থ এবং জন-সমাজের উপকারার্থ এই সকল দান উৎসর্গ করিতেছি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ব্রতগ্রহণ

এই সকল প্রধান গৃহধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত, উচ্চতর আধ্যাত্মিক অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য, পবিত্র নববিধানমণ্ডলী সাধকবিশেষকে স্বতন্ত্রভাবে ব্রত-গ্রহণের জন্য বিধান দিয়া থাকেন।

২। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে, ব্রত সকলের নিজের কোন গুণ নাই; কিন্তু তাহাদের ফলবত্তা এবং প্রত্যেকেরই যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে, তৎপক্ষে কেহ যেন তর্ক উত্থাপন না করেন।

৩। কেবল মাত্র উপকারলাভার্থ ব্রত-গ্রহণ প্রয়োজন; তদ্ভিন্ন কোন প্রকার সম্মান বা গৌরববৃদ্ধির অনুরোধে কখন তাহা গ্রহণ করিবে না।

৪। যে ব্রত একজনের পক্ষে কল্যাণকর, অন্যের পক্ষে তাহা তদ্রূপ কল্যাণকর বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইবে না; যে সকল ব্রত সময়বিশেষে শুভকর, তাহা সকল সময়েই শুভকর বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

৫। কারণ ব্রত সকল বাস্তবিকই ব্যক্তিবিশেষের জন্য; ঔষধসেবনের ন্যায় তাহা কেবল জীবনের বিশেষ অবস্থায় এবং বিশেষ প্রয়োজনে অবলম্বনীয় হয়।

৬। যেখানে কার্য্যতঃ কোন প্রয়োজন নাই, সেখানে ব্রত-গ্রহণ অধিকন্তু এবং অনর্থক বাহ্যাড়ম্বর মাত্র।

৭। আত্মার যতগুলি অভাব এবং প্রয়োজন আছে, সেই পরিমাণে তাহার পরিশুদ্ধির জন্য মণ্ডলী ব্রত ব্যবস্থাপিত্র করিবেন।

৮। সতীত্ব, বৈরাগ্য, মাদকসেবনপরিহার, আত্মত্যাগ, যোগ, ভক্তি, ক্ষমা, দয়া, শাস্ত্রানুশীলন, আত্মজ্ঞান, বিনয়, বাধ্যতা এবং জীবের প্রতি দয়া ইত্যাদি বিষয়ে ব্রত-বিধি আছে।

৯। এইরূপ আরও অনেক ব্রত আছে, যথা, আধ্যাত্মিক উদ্বাহ, পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম, সন্তানবাৎসল্য, গার্হস্থ্য, মিতা-চারিতা এবং শুদ্ধতা।

১০। পুরুষের জন্য ব্রত আছে, নারীর জন্য ব্রত আছে; তরুণবয়স্ক এবং ক্ষুদ্র বালকদিগের জন্য, বিধবা এবং অপত্নীকের জন্য, রাজা এবং প্রজার জন্য, চিরকুমার এবং বিবাহিত পুরুষের জন্যও ব্রত আছে; ধনী, দরিদ্র, প্রেরিত, গৃহস্থ, প্রভু, ভৃত্য, সুস্থ এবং রোগীর জন্যও ব্রত আছে।

১১। সেইরূপ আবার সামাজিক এবং পারিবারিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং মানসিক, রাজনৈতিক, স্বদেশ-হিতৈষণা এবং জগৎ-হিতৈষণার জন্যও ব্রত আছে।

১২। কিন্তু ঈশ্বরের বল ব্যতীত কোন মনুষ্যই ব্রত-উদ্‌যাপনে সক্ষম নহে।

১৩। কারণ মনুষ্য কেবল সঙ্কল্প করে এবং শুদ্ধতা-লাভের জন্য প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা তাহাতে সফলতা দান করে।

১৪। স্মরণ কর, হে সাধক, অকল্যাণের উপর তোমার কোনই ক্ষমতা নাই; এবং যাহা কিছু তুমি কর না কেন, একটি পাপও তদ্দ্বারা বিনষ্ট হইবে না।

১৫। প্রার্থনাই সমস্ত ব্রতসাধনের প্রাণ, এবং প্রার্থনা-তেই কেবল সে সমুদয়ের সফলতা।

১৬। সুতরাং ঈশ্বরের নিকট আন্তরিক সরল এবং বিনীত প্রার্থনা ভিন্ন, ব্রতসম্বন্ধীয় পদ্ধতি, অনুষ্ঠান বা কালব্যাপ্তিতে কোন গুণ নাই।

১৭। অতএব যখন তুমি ব্রত গ্রহণ করিবে, তখন যাবতীয় অহঙ্কার অভিমান পরিহার করিয়া, সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের করুণার উপর নির্ভর কর; এবং একাগ্রহৃদয়ে তোমার স্বর্গস্থ পিতার প্রদত্ত সাহায্য এবং আলোকের জন্য ভিখারী হও।

রিপুসংহার-ব্রত

রিপুসংহার, ইন্দ্রিয়জয় বা আধ্যাত্মিক শত্রু-বিনাশের ব্রতই প্রথম এবং সর্ব্বোচ্চ ব্রত।

২। পবিত্রতা যেমন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তেমনি আত্মসংযম এবং শুদ্ধতাসাধন সকলের অপেক্ষা উচ্চ ব্রত।

৩। বাস্তবিক মনুষ্য যে সকল প্রবল পাপের অধীন, তাহার শাসন হইতে মুক্ত এবং পবিত্র হওয়াই তাহার পক্ষে বিশেষ যত্নের বিষয়।

৪। কেহ ক্রোধনস্বভাব, কেহ কামপরতন্ত্র, কেহ লোভী, কেহ অহঙ্কারী, কেহ অত্যন্ত স্বার্থপর; এই সকল লোকের হৃদয় সর্ব্বদা অপবিত্র ইন্দ্রিয়সুখচিন্তা এবং বিষয়কামনায় পরিপূর্ণ থাকে। ইহারা সাধন ভজনের ব্যাঘাত জন্মায় এবং প্রার্থনাকে নিস্তেজ করিয়া ফেলে।

৫। অতএব এই সমস্ত ইন্দ্রিয়দিগকে বশ এবং বিনাশ করিবার জন্য সর্ব্বদা কঠিন সংযমের প্রয়োজন।

৬। এই সকল পাপের সঙ্গে সংযুক্ত অপরাধের গুরুত্ব কত অধিক, হৃদয় তাহা অনুভব করুক, এবং দিবসের পর দিবস, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, বিনীত এবং সরলভাবে অনুতাপ করুক, হাস্য পরিহাস হইতে দূরে থাকিয়া অবিশ্রান্ত প্রার্থনা এবং আত্মপরীক্ষায় নিযুক্ত থাকুক।

৭। যখন হৃদয় যথার্থরূপে প্রস্তুত হইবে এবং ঐশী

শক্তি তাহাকে পরিচালিত করিবে, তখন ব্রতগ্রহণের জন্য একটি দিন স্থির করিতে হইবে।

৮। ঐ দিবস অতি প্রত্যুষে অনুতপ্ত পাপী সকল প্রকার গুপ্ত পাপ স্বীকার এবং হৃদয়ের জঘন্য অপবিত্রতার জন্য গভীররূপে খেদ প্রকাশ করিয়া, মনুষ্যের অগোচরে ঈশ্বরের নিকটে কাঁদিবে।

৯। যে ব্যক্তির অস্থি পর্য্যন্ত পাপে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, এবং হৃদয় নরকযাতনার ঘোর আক্রমণে নিয়ত বিদ্ধ হইতেছে, সেই ব্যক্তির ক্রন্দনের ন্যায় তাহার ক্রন্দন সরল ও প্রকৃত হইবে, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বর ও মনুষ্যের সম্মুখে মুখ দেখাইবার যোগ্য নহে, তাহার মত সে বিনয়ে মাটীর সমান হইয়া যাইবে।

১০। পূর্ব্বোল্লিখিত গাত্রশুদ্ধির প্রণালী অনুসারে স্নানাবগাহন করিয়া, সে পারিবারিক দেবালয়ে প্রাতঃকালীন উপাসনায় যোগ দিবে। তদনন্তর উপাসনান্তে হয় নির্জ্জনে একাকী, না হয় উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে ব্রতগ্রহণার্থ অগ্রসর হইবে।

১১। পরে এইরূপ বলিবে :—ঈশ্বরের যে করুণায় সকল পাপ পরাজিত হয়, সেই করুণা আমার সহায় হউক! যে সকল সাধু মহাত্মাগণ পবিত্রতা এবং অনন্ত জীবন লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের চরণধূলি আমার মস্তকে পতিত হউক!

১২। অনন্তর যে রিপু-পরাজয়ের জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছে, তাহার নাম উল্লেখ করিয়া ব্রতগ্রহণার্থী এইরূপে আপনার পাপকে তিরস্কার এবং আক্রমণ করিবে ঃ—ক্রোধ (অথবা কাম বা লোভ বা অহঙ্কার বা স্বার্থপরতা), তুই আমার হৃদয়কে কলুষিত ও নরকতুল্য করিয়াছিস্। আমার অস্থি পর্য্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ এবং আমার শোণিত দূষিত হইয়াছে; আমার নিঃশ্বাসে পাপের দুর্গন্ধ। তুই আমার আত্মার শত্রু এবং আমার ঈশ্বরের শত্রু। রে নিষ্ঠুর পাপপিশাচ, তুই বিবেককে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিস্, আমার প্রভু ও উৎপীড়ক হইয়া বসিয়াছিস্ এবং জঘন্য কুটিল চিন্তা দ্বারা আমাকে তুই নিরন্তর কষ্ট দিতেছিস্। যদিও আমি প্রার্থনা করি, তোর নরকের বিষাক্ত শেলের জন্য আমি শান্তি পাই না এবং পবিত্র হইতে পারি না ; অতএব পবিত্র ঈশ্বরের বলে আমি তোকে পদদলিত এবং সংহার করিব। ব্রহ্মপুত্র ঈশা আমার মধ্যে থাকিয়া বলিতেছেন,—রে পাপ, তুই আমার পশ্চাতে চলিয়া যা! পবিত্র প্রতিজ্ঞা দ্বারা আমি তোকে একেবারে সুদূরে বিদায় করিয়া দিই। রে নরকসম্ভূত ক্রোধ, দূর হ! তোর সঙ্গে সম্মুখসমরে সাক্ষাৎ করিবার জন্য, এবং তোর অপবিত্র জঘন্য শাসন একেবারে ধ্বংস করিয়া তোর সম্বন্ধ নিঃশেষ করিবার জন্য, প্রভু পরমেশ্বর আমাকে আজ্ঞা দিয়াছেন। ব্রহ্মতেজ দ্বারা নীত হইয়া এবং স্বর্গের শক্তি দ্বারা নূতন বল লাভ করিয়া, আমি তোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে

আসিয়াছি। তোর হৃদয়ে এই পবিত্র ব্রতের অসি বিদ্ধ করিলাম। ধ্বংস হ! ধ্বংস হ! যেন অদ্যকার শুভ দিন হইতে আমি পবিত্রতাতে জীবিত থাকি এবং পরিবর্দ্ধিত হই। স্বর্গ এবং পৃথিবী আমার এই জয়ের সাক্ষী হউক, এবং এই পরিবর্ত্তিত পাপীর মস্তকে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ অবতীর্ণ হউক!

১৩। উপসংহারকালে এইরূপে সে প্রার্থনা করিবে:—হে পাপীদিগের পরিত্রাতা, আমার আত্মাকে তুমি সাহায্য এবং আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমার শত্রুকে আমি চির-কালের জন্য জয় করিতে পারি এবং পুনর্ব্বার আর কখন তাহার প্রলোভনে পরাস্ত না হই। অদ্য আমার আত্মাতে তুমি যে জয় প্রতিষ্ঠিত করিলে, তাহাকে অন্ধকারের উপর চিরকালের জন্য জ্যোতির জয় করিয়া দাও, এবং সমস্ত মহিমা এবং জয় তোমারই হউক, জয়, জয়, তোমার পবিত্র নামের চিরজয়!

বালকবালিকাদিগের চিত্রসাধনব্রত

বালকবালিকাদিগের জন্য চিত্রবিদ্যার শিক্ষা-প্রদান অতীব মূল্যবান্।

২। তদ্দারা কোমল এবং শিক্ষাপ্রবণ হৃদয়ে ধর্ম্মনীতির মহান্ সত্য সকল মুদ্রিত হয় এবং অল্পবয়স্ক বালকবালিকাগণের উৎকৃষ্ট ভাবগুলি অতি কার্য্যকররূপে জাগ্রৎ এবং বর্দ্ধিত হয়।

৩। অতএব দশ হইতে দ্বাদশ বর্ষীয় বালকবালিকাগণ চিত্রসাধন বা চিত্রবিদ্যাধ্যয়নব্রত লইবে, এবং এক সপ্তাহের জন্য সচিত্র রেখাপাত দ্বারা শিক্ষিত হইবে।

৪। শুভ্র বর্ণের জলমিশ্রিত তণ্ডুল বা খড়ীর চূর্ণ দ্বারা গৃহমধ্যস্থ ভূমিতলে সামান্য এবং স্থূল আকারে এই সকল চিত্র অঙ্কিত হইবে।

৫। মাতা অথবা জ্যেষ্ঠা ভগ্নী কিম্বা অপর কোন গৃহের রক্ষয়িত্রী নিয়মিতরূপে প্রত্যহ অপরাহ্ণে এ সম্বন্ধে শিক্ষা দিবেন এবং চিত্ররেখা অঙ্কিত করিবেন।

৬। শিক্ষার্থিগণ হয় একা একা, না হয় দলবদ্ধ হইয়া পাঠ গ্রহণ করিবে।

৭। আরম্ভ-দিবসে বালকবালিকাগণ নববস্ত্রে সজ্জিত হইবে এবং গলদেশে পুষ্পমালা পরিধান করিবে।

৮। তাহারা মাতা কর্ত্তৃক নীত হইয়া দেবালয়ে ভক্তি-পূর্ব্বক ঈশ্বরকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে।

৯। পরে মাতা তাহাদিগকে সাধনস্থলে লইয়া গিয়া এইরূপে অনুষ্ঠান আরম্ভ করিবেন ঃ—

১০। সকলে সমবেতভাবে বলিবে, কিশোরবয়স্কদিগের ঈশ্বর, বালকবালিকাদিগের প্রিয় ঈশ্বর চিরদিন মহিমান্বিত হউন! আমাদের প্রিয় স্বর্গস্থ পরম পিতা এবং মাতাকে আমরা গৌরব প্রদান করি।

১১। শিক্ষার্থী বলিবে, এই পবিত্র ব্রত আমার যথার্থ কল্যাণের কারণ। ঈশ্বর আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

১২। জননী প্রথমে (১) চিত্র অঙ্কিত করিবেন ; সন্তান তাহার উপর পুষ্প দিয়া বলিবে, এক ঈশ্বর, এক বিশ্বাস, এক পরিবার, এক ধর্ম্মশাস্ত্র, এক পরিত্রাণ।

১৩। নববিধানের পতাকাকৃতি দ্বিতীয় চিত্রের উপর পুষ্প ছড়াইয়া বলিবে, নববিধানের জয়!

১৪। এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার মানচিত্রস্বরূপ তৃতীয় চিত্রকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া বলিবে, পৃথিবীতে শান্তি এবং চারি মহাদেশে একতা।

১৫। গৃহমধ্যস্থ ভূতলে অঙ্কিত অন্যান্য চিত্রের সমীপে গমনপূর্ব্বক প্রত্যেকের উপর নব পুষ্পনিচয় রাখিয়া বালক এইরূপ বলিতে থাকিবে ঃ—

১৬। মুদ্রাধারের চিত্রের প্রতি,—পৃথিবীর ধন অপেক্ষা সত্য অধিকতর মূল্যবান্।

১৭। চন্দ্র এবং সূর্য্য,—আমার সাধুতা সূর্য্যের ন্যায়

তেজোময় হউক, এবং আমার প্রেম চন্দ্রের স্থায় সুকোমল হউক।

১৮। নদী,—নদীস্রোতের স্থায় আমার জীবনস্রোত সহস্র ব্যক্তিকে জীবনপ্রদ জল দান করিয়া এবং চারিদিক্ প্রাচুর্য্যে এবং সৌভাগ্যে পূর্ণ করিয়া প্রবাহিত হউক।

১৯। চন্দন,—যে শত্রু আমাকে আঘাত এবং নির্য্যাতন করে, চন্দনবৃক্ষের স্থায় আমি যেন তাহাকে সুগন্ধ বিতরণ করিতে পারি।

২০। পর্ব্বত,—আমার বিশ্বাস প্রস্তরের স্থায় দৃঢ় হউক, এবং আমার চরিত্র হিমালয়ের স্থায় অটল হউক।

২১। শিক্ষার্থী যদি বালিকা হয়, তবে তাহার জন্য নিম্নলিখিত চিত্র সকল সংযোগ করিতে হইবে :—

২২। কণ্ঠহার,—হার যেমন কণ্ঠের শোভা বর্দ্ধন করে, সতীত্ব তেমনি আমার মুক্তাহার হউক।

২৩। বলয়,—দয়া আমার হস্তের হীরকাভরণ হউক।

২৪। অবগুণ্ঠন,—লজ্জা আমার অবগুণ্ঠন হউক।

২৫। "এই ব্রত অতি মহৎ, ঈশ্বর ইহা সফল করুন", শিক্ষার্থী এই কথা বলিয়া প্রণাম করিবে।

২৬। অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে চিত্র-রেখা সমস্ত ধৌত ও বিলোপ করিয়া ফেলিবে, এবং এক সপ্তাহের জন্য প্রতিদিন ঐরূপ সাধন করিবে।

২৭। শেষ দিবসে অনুষ্ঠান উপসংহার করিয়া শিক্ষার্থী বলিবে,—শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

২৮। তদনন্তর সে আপনার বন্ধু ও সহচরদিগকে ভোজন করাইবে. পিতা মাতা এবং গুরুজনকে প্রণাম করিবে, দরিদ্রকে দান এবং পশু ও পক্ষীদিগকে আহার দিবে।

আধ্যাত্মিক উদ্বাহব্রত

যখন স্বামী ও স্ত্রী পবিত্রতর সখ্যবন্ধন জন্য পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত ও আহূত হয়, তখন তাহারা সেই আহ্বানের অধীন হইবে, এবং স্বর্গধামের উদ্বাহ অনুষ্ঠানের জন্য তৎক্ষণাৎ আয়োজন করিবে।

২। কারণ তাহাদের প্রথম বিবাহ অসম্পূর্ণ এবং কেবল আংশিক মাত্র, এক্ষণে তাহাদের মিলন সর্ব্বাঙ্গীন হইবে।

৩। এতদিন তাহারা উভয়ে উভয়ের নিকট পৃথিবীর সহচর ছিল, এক্ষণে পরস্পর স্বর্গধামের সহচর হইবে।

৪। কারণ বিবাহ কিসের নিমিত্ত? ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র মনুষ্য বলে, বংশরক্ষা এবং পৃথিবীর স্বার্থ শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য।

৫। স্বর্গের সংহিতা বলে, তাহা নহে; স্বামী ও স্ত্রীকে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য শিক্ষা দেওয়াই বিবাহের উদ্দেশ্য।

৬। অতএব বিবাহিত স্ত্রী ও পুরুষ পুনরায় পরস্পরকে বিবাহ করুক; তাহাতে তাহাদের পৃথিবীর বন্ধুতা স্বর্গের আধ্যাত্মিক যোগে পরিণত হইবে।

৭। চল্লিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম এইরূপ দ্বিতীয় বিবাহ বা আধ্যাত্মিক বিবাহের পক্ষে নিতান্ত অনুকূল সময়।

৮। জীবনের ভার সকল বহন করা হইল, তাহার প্রধান প্রধান কর্ত্তব্য সমুদয় [illegible] হইল, গৃহস্থালীর

কার্য্যপ্রণালী সকল ব্যবস্থাপিত হইল, পৃথিবীর সুখ দুঃখ ভোগ করা হইল, এবং পার্থিব দাম্পত্যজীবন যথেষ্ট পরিমাণে যাপিত হইল।

৯। এক্ষণে তাহারা আধ্যাত্মিক বিবাহের বিশেষ অধিকার, কর্ত্তব্যতা এবং আনন্দ চিন্তা করুক।

১০। উপযুক্ত আয়োজনের জন্য তিন দিবস আত্ম-পরীক্ষা, ধ্যান, শাস্ত্রপাঠ, সংযম ও সমবেত প্রার্থনাতে নিয়োগ করিবে।

১১। চতুর্থ দিবসে স্বামী এবং স্ত্রী স্নান করিয়া নূতন গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিবে এবং দেবালয়ে প্রাতঃকালীন উপাসনায় উপস্থিত হইবে।

১২। নিয়মিত উপাসনার পর তাহারা পরস্পরের সম্মু-খীন হইয়া নূতন আসনে বসিবে।

১৩। স্বামী স্ত্রীকে বলিবে, অদ্য আমরা আমাদের প্রধান পুরোহিত প্রভু পরমেশ্বরের সন্নিধানে এবং আমাদের সাক্ষি-স্বরূপ অমরগণের সমক্ষে, স্বর্গলোকে স্বর্গীয় বিবাহ সম্পাদনের জন্য একত্রিত হইলাম। ঈশ্বর ধন্য হউন!

১৪। স্ত্রী বলিবে, স্বস্তি, ঈশ্বর ধন্য হউন!

১৫। স্বামী। হে প্রিয়তমে, আমরা এ পৃথিবীর সুখ দুঃখ পরীক্ষা প্রলোভন যথেষ্ট পরিমাণে ভোগ করিয়াছি। জীবনের বিভিন্ন প্রকার পথে, আমরা পরস্পর সুখ দুঃখের সমভাগী হইয়া, এক সঙ্গে গৃহকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছি।

সহযোগী ভৃত্যের ন্যায় একত্র কায়মনঃপ্রাণে, আমরা প্রভু পরমেশ্বরের সেবা করিয়াছি, এবং আমরা তাহার পুরস্কারও পাইয়াছি। এক্ষণে স্বামী-আত্মা এবং স্ত্রী-আত্মার পবিত্র ব্রত-গ্রহণ এবং অশরীরী আত্মাদ্বয়ের সম্মিলন-সম্পাদন দ্বারা, আমাদের পূর্ব্ব বিবাহকে সর্ব্বাঙ্গীনরূপে পরিসমাপ্ত করিবার জন্য, প্রভু পরমেশ্বর আমাদিগকে আদেশ করিতেছেন, এবং উচ্চতর কার্য্যক্ষেত্রে এবং আনন্দধামের দিকে আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। অতএব আমরা তাঁহার পবিত্র রাজ্যে ইহকাল এবং অনন্তকালের জন্য যুগল ভৃত্য হইয়া থাকিব এবং গভীর যোগে, একে তিন হইয়া, নিত্যকাল অবস্থান করিব। প্রিয়তমে, তজ্জন্য কি তুমি প্রস্তুত আছ?

১৬। স্ত্রী। প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞা-পালনের জন্য আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু, হে প্রিয়তম, এই ব্রত অতি কঠিন, আমি অবলা; অতএব ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করুন।

১৭। স্বামী। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর আমাদের দুর্ব্বল আত্মার সহায় হউন, এবং পরিত্রাণপ্রদ আলোক এবং শক্তি বিধান করুন।

১৮। স্ত্রী। স্বস্তি!

১৯। স্বামী। এই নূতন বিবাহবন্ধনকে সম্পূর্ণরূপে দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য এবং এই পবিত্র গুরুতর ব্রত-সিদ্ধির জন্য, আমাদিগের প্রতি সপ্তাহকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া, ঐকান্তিকতা, বিনয় এবং

প্রার্থনাসম্ভূত আশ্বস্ততা সহকারে, সাত দিন এই পবিত্র ব্রত সাধন করিব।

২০। স্ত্রী। তাহাই হউক।

২১। স্বামী। হে ঈশ্বরের কন্যা এবং দাসী, তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে প্রদান কর, এবং মধুর আধ্যাত্মিক মিলনের নিদর্শনস্বরূপ আমাদের হস্তদ্বয়ে এই পুষ্পমালা দ্বারা প্রকৃত প্রেমগ্রন্থি বন্ধন করিতে দাও।

২২। স্ত্রী। তাহাই হউক।

২৩। স্বামী। এই প্রেমগ্রন্থি যদি যথার্থ আধ্যাত্মিক বন্ধন হয়, তাহা হইলে অদ্য আমরা একটী নিত্যকালস্থায়ী পুনর্ম্মিলনের ভিত্তি স্থাপন করিলাম। অদ্য আমরা কালে বিবাহ করিলাম, কিন্তু বিবাহ করিলাম আমরা নিত্য কালের জন্য। এখন পৃথিবীতলে আমরা মিলিত হইলাম, ভবিষ্যতে স্বর্গলোকে সম্মিলিত দৃষ্ট হইব।

২৪। স্ত্রী। আমিও সেইরূপ বিশ্বাস করি এবং আশা করি, অতএব তাহাই হউক।

২৫। স্বামী। হে জীবনপথের সঙ্গিনী, এই গৈরিক বসন, এই একতন্ত্রী, এই আসন, এই ধর্ম্মগ্রন্থ সকল এবং এই নববিধান-নিশান তুমি গ্রহণ কর, এবং চিরদিন বিশ্বপতির এই রাজ-পতাকার নিকট বিশ্বস্তা ও ভক্তিমতী হইয়া থাক।

২৬। স্ত্রী। কৃতজ্ঞহৃদয়ে আমি এই সকল গ্রহণ করিলাম।

২৭। স্বামী। প্রভু পরমেশ্বরের এই আদেশ যে, আমরা হৃদয় এবং হস্তকে পরিষ্কার রাখি, ক্রোধ, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়াসক্তি ও সাংসারিকতা পরিত্যাগ করি, বিশ্বাস, সাধুতা, প্রেম ও সাধন ভজনে উন্নত হই, দরিদ্রকে ভিক্ষা, বিপন্নকে সাহায্য দিই, এবং শাস্ত্রপাঠ, প্রার্থনা, ধ্যান, সৎপ্রসঙ্গ এবং আত্মসংযম দ্বারা সমবিশ্বাসী সাধকের ন্যায় ক্রমে ক্রমে পরস্পর এবং ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইয়া, সকল সাধন এবং সুখের পরিসমাপ্তিকর যোগের মধ্যে প্রবেশ করি। ঈশ্বর আমাদের মিলনকে আশীর্ব্বাদ করুন, এবং ইহাকে পবিত্র এবং সুখকর করুন।

২৮। স্ত্রী। স্বস্তি!

২৯। পরে স্বামী এইরূপে প্রার্থনা করিবেন ঃ—

হে যোগেশ্বর, প্রকৃত যোগবন্ধন দ্বারা আমাদের আত্মাকে এমন করিয়া বাঁধ, যেন আমি আমার স্ত্রীতে এবং তিনি আমাতে এবং আমরা উভয়ে নিত্য সম্মিলন এবং শান্তিতে তোমার মধ্যে স্থিতি করিতে পারি। আমাদিগকে পবিত্র এবং সাধুচরিত্র কর, এবং সকল প্রকার অপবিত্রতা এবং অমঙ্গল হইতে দূরে রাখ। আমাদিগকে এই সংসার হইতে ঊর্দ্ধে লইয়া চল এবং এখন হইতে সেই জ্যোতির্ম্ময় স্বর্গধামে মধুর মিলন এবং পূর্ণানন্দে তোমার মধ্যে অবস্থিতি করিতে দাও।

৩০। তদনন্তর, "আত্মার চির আনন্দস্বরূপ আমাদের ঈশ্বর ধন্য হউন" এই বলিয়া স্বামী ও স্ত্রী ভক্তিভাবে প্রভু

পরমেশ্বরের চরণে প্রণিপাত করিবে। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

৩১। স্বামী এবং স্ত্রী সপ্তাহকাল প্রার্থনা এবং যোগ সাধন করিবে, এবং এক সঙ্গে বসিয়া একতন্ত্রীযোগে ঈশ্বরের পবিত্র নাম গান করিবে। তাহারা এই পবিত্র সপ্তাহের প্রতিদিন সদ্‌গ্রন্থাবলী পাঠ করিবে এবং গভীর আধ্যাত্মিক বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিবে। আরও, তাহারা দুঃখীকে ভিক্ষা, গৃহপালিত পশু পক্ষীদিগকে আহার এবং বৃক্ষাদিকে জল দান করিবে এবং ঈশ্বরের জন্য সদ্যোজাত পুষ্প চয়ন করিবে ; এবং তাহারা প্রতিদিন মণ্ডলীর একজন প্রধান ব্যক্তিকে ভোজন করাইবে এবং উপযুক্ত উপহার দিবে।

চিরকৌমারব্রত

ব্রতগ্রহণার্থী প্রার্থনাপূর্ব্বক এইরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবে :—

২। হে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, আমি তোমার আহ্বানের অনুগামী হইয়া, চিরকৌমারব্রত গ্রহণ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি। ইহা যদি তোমার অভিপ্রেত এবং সন্তোষকর হইল, যে, আমি বৈবাহিক জীবনে প্রবেশ করিব না, কিন্তু ইহার ভাবনা চিন্তা এবং সুখ প্রলোভন হইতে নির্লিপ্ত থাকিয়া, আমার সমস্ত জীবন আমি তোমার সেবায় উৎসর্গ করিয়া দিব, সমস্ত ইন্দ্রিয়ভোগলালসা এবং বিষয়কামনা পরিহারপূর্ব্বক আমি সমুদয় অন্তঃকরণের সহিত তোমারই আদেশের অনুগামী হইব ; তবে অদ্য অমুক শকে, অমুক মাসে, অমুক দিবসে, তোমার পবিত্র সন্নিধানে, সত্যকে সাক্ষী করিয়া, আমি পবিত্র চিরকৌমারব্রত গ্রহণ করিতেছি। এবং অতিশয় গাম্ভীর্য্যের সহিত অঙ্গীকার করিতেছি যে, যতদিন এ পৃথিবীতে জীবিত থাকিব, ততদিন এই শ্রেণীর নিয়ম সকল প্রতিপালন করিব। পবিত্র ব্রহ্মচর্য্যাগ্নিতে অদ্য সমস্ত ভোগবাসনা, ইন্দ্রিয়াসক্তি ও সাংসারিকতাকে দগ্ধ করিয়া, জগতের হিতে, দয়াব্রতে এবং ধর্ম্মসাধনে, আমি আমার এই বিশুদ্ধীকৃত আত্মাকে উৎসর্গ করিলাম। তোমার মুক্তিপ্রদায়িনী করুণা দ্বারা আমাকে তুমি নিয়ত রক্ষা কর, আমি ব্রহ্মচর্য্যের সরল পথ হইতে যেন কদাপি পরিভ্রষ্ট না

হই। তুমি আমাকে স্ত্রীলোকের আকর্ষণ হইতে রক্ষা কর, পৃথিবীর মোহ এবং কুহকের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দাও, যেন আমি আমার পবিত্র দলের পতাকার নিকট চিরদিন বিশ্বস্ত থাকিতে পারি। অপরাপর সকলে বিবাহ করুক এবং বিবাহিত হউক, আমার প্রতি বিশেষ বিধান যাহা তুমি প্রেরণ করিয়াছ, তাহা যেন আমি পালন করিতে সক্ষম হই। অনন্তকাল তোমার নামের জয় হউক!

বৈধব্যব্রত

হে করুণাময় পিতঃ, এই দুঃখিনী পতিবিয়োগকাতরা, নিরাশ্রয়া, শান্তিহীনা বিধবা তোমার পদতলে পতিত হইতেছে এবং তোমার কৃপাপ্রদত্ত শান্তি এবং পবিত্রতা অন্বেষণ করিতেছে। আমার স্বামী এক উৎকৃষ্ট জগতে গমন করিয়াছেন, তাঁহার গমনে আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি। একান্ত অসহায়া হইয়া কেবল তোমারই পানে চাহিতেছি, তুমি আমার একমাত্র আশা এবং আশ্রয়স্থল। হে বিধবার বন্ধু, পতিহীনার পতি, যে ব্রত তুমি আমার জন্য বিধান করিয়াছ, সেই ব্রত-গ্রহণের নিমিত্ত আমি তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম। আমার স্বামী এই পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছেন, তিনি উৎকৃষ্ট জগতে থাকিয়া সৌভাগ্যশালী হউন এবং তোমাতে নিত্যানন্দ সম্ভোগ করুন। আমি তাঁহার দুঃখিনী বনিতা, যদিও আমি বাহ্যভাবে তাঁহা হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছি, কিন্তু আত্মাতে যেন তাঁহার সঙ্গে চিরকাল এক হইয়া থাকিতে পারি। তুমি অনুমতি কর, যেন এখন হইতে আমি তোমাকেই যথার্থ স্বামী জানিয়া, তোমাকে পূর্ণপ্রেম এবং ঐকান্তিক আনুগত্য প্রদান করি। আমাকে তুমি চিরদিনের জন্য আপনার করিয়া লও। অদ্য অমুক

শকে, অমুক মাসে, অমুক দিবসে, তোমার পবিত্র সন্নিধানে, আমি বৈধব্যব্রত গ্রহণ করিলাম। আমি আর পুনর্ব্বার বিবাহ করিব না। দ্বিতীয় পতি আর আমি কখনও গ্রহণ করিব না। মঙ্গলময় ঈশ্বর, আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমার জীবন চিরদিন বিধবার উপযোগী সামান্য, আত্মত্যাগযুক্ত, ভোগশূন্য, বিনীত, ক্ষমাশীল, দানশীল, সহিষ্ণু, উপাসনাশীল হয়, সাধন ও প্রার্থনায় অর্পিত হইতে পারে এবং নিয়ত তোমারই সেবায় নিরত থাকে। তোমার কৃপায় এইরূপে আমার এই সামান্য জীবন আমার এবং অন্যের পক্ষে কল্যাণপ্রদ হইবে। হে আমাদের প্রিয়তম নবধর্ম্মমণ্ডলীর ঈশ্বর, তোমার জয় হউক!

সাধকব্রত

আমার সংসারাসক্তি নিবারণ জন্য এবং আমার হৃদয়কে তোমার দিকে ফিরাইবার জন্য, হে ঈশ্বর, তুমি আপনার করুণাধিক্যে এই পাপীকে ব্রতগ্রহণের নিমিত্ত তোমার পবিত্র বেদীর নিকট আনয়ন করিলে। পিতা, আমি আর সংসারী লোকদিগের মত দিন না কাটাইয়া, তোমায় যাঁহারা ভালবাসেন, তোমার সেবা করা যাঁহাদিগের জীবনের প্রধান কার্য্য, তাঁহাদিগের মধ্যে বাস করি, এই তুমি ইচ্ছা করিতেছ। অদ্য অমুক শকে, অমুক মাসে, অমুক দিবসে, তোমার পবিত্র সন্নিধানে, গম্ভীরভাবে পবিত্র সাধক-শ্রেণীর ব্রত গ্রহণ করিতেছি, এবং এতদ্দ্বারা অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমি সাধন ভজনে, নিয়ম-পালনে এবং নববিধানের পবিত্র মণ্ডলীর সেবায় নিযুক্ত থাকিব। অতএব, হে পিতা পরিত্রাতা, আমাকে সাহায্য কর।

গৃহস্থ বৈরাগীর ব্রত

নিয়মিত উপাসনান্তে ব্রতগ্রহণার্থী নিম্নলিখিতরূপে প্রার্থনা করিয়া অঙ্গীকারবদ্ধ হইবে :—

২। যে পবিত্র শ্রেণীর ব্রত লইবার জন্য, হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে আহ্বান করিয়াছ, তাহার কর্ত্তব্য সকল অতিশয় মহৎ এবং যত্নসাধ্য। কিন্তু আমি ব্রত গ্রহণ করি, ইহা যখন তোমার দৃষ্টিতে ভাল বলিয়া স্থির হইয়াছে, তখন আমি তোমার অনুগামী হইব এবং পবিত্রাত্মার শক্তির উপর নির্ভর করিব। গৃহধর্ম্মের সহিত বৈরাগ্যের কিরূপে সামঞ্জস্য হইবে, তাহা অবগত নহি, এবং এ ভাব ভাবিতেও আমার দুর্ব্বল হৃদয় কম্পিত হয়। আমাকে বল দাও, বিনয় ও আত্মত্যাগ দাও যে, আমি সংসারী গৃহস্থ হইয়াও, একজন বৈরাগীর ন্যায় জীবন যাপন করিতে পারি। অদ্য অমুক শকে, অমুক মাসে, অমুক দিবসে, আমি গৃহস্থ বৈরাগীর পবিত্র ব্রত লইতেছি এবং গম্ভীরভাবে অঙ্গীকার করিতেছি যে, ইহার বিধি নিয়ম সকল পালন করিব। নিরাপত্তিতে আমি আমার উপার্জ্জিত ধন সমস্ত নববিধানের পবিত্র মণ্ডলীর হস্তে অর্পণ করিব এবং নিজের বাসনা এবং আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক, পবিত্র মণ্ডলীর আদেশানুসারে, নিজ পরিবার এবং অন্য সাধারণের উপকারার্থ

তাহা ব্যয় করিব। যে ঋণ আমি পরিশোধ করিতে অক্ষম, সেরূপ ঋণে আবদ্ধ হইব না। তোমার প্রদত্ত সমস্ত দান আমি কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিব এবং সংসারের সুখ সম্ভ্রমের মধ্যে তোমার বলে আমি দারিদ্র্যব্রত প্রতিপালন করিব। হে আমার ঈশ্বর, তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ কর এবং আমার সহায় হও।

ধর্ম্মপ্রচারকের ব্রত

পরীক্ষা, শিক্ষা ও সংযমের জন্য নির্দ্ধারিত বর্ষাধিক কাল অতীত হইলে, নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে ব্রতগ্রহণার্থীকে জনৈক তচ্ছ্রেণীর ব্রতাবলম্বী ব্যক্তি আচার্য্যের নিকট পরিচিত করিয়া দিবেন :—

২। এই ব্যক্তি বলিতেছেন যে, পবিত্র প্রচারকশ্রেণীতে প্রবেশ করিবার জন্য ইনি পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন এবং তৎসংক্রান্ত ব্রত-গ্রহণের জন্য আহূত হইয়াছেন। ভক্তি-ভাজন আচার্য্য, আমি আপনার নিকট এবং উপাসক-মণ্ডলীর নিকট ইঁহাকে উপস্থিত করিতেছি, এবং নিবেদন করিতেছি যে, এই পবিত্র ব্রতে ইঁহাকে ব্রতী করা হয়।

৩। আচার্য্য। তুমি কি এই ব্রত নিজে মনোনীত করিয়াছ, না, বাস্তবিক এজন্য আহূত হইয়াছ ?

৪। প্রার্থী। আহূত হইয়াছি।

৫। আচার্য্য। কাহার দ্বারা ?

৬। প্রার্থী। পবিত্রাত্মা দ্বারা।

৭। আচার্য্য। কিরূপে তাহা জানিলে ?

৮। প্রার্থী। আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি এবং উচ্ছ্বাস এই দিকে প্রধাবিত, আমার ভাব, রুচি এবং সামর্থ্য এই কার্য্যের উপযোগী, এবং আমার সমস্ত জীবন এই ভাবে স্বভাবতই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

৯। আচার্য্য। তুমি কি ইহা বিশ্বাস কর যে, তুমি যখন মাতৃগর্ভে ছিলে, তখন ঈশ্বর তোমায় নিয়োগ করিয়াছেন এবং তুমি কেবল প্রকৃতির নিয়োগ দৃঢ় করিবার জন্য এখানে এখন উপস্থিত হইয়াছ ?

১০। প্রার্থী। ভক্তিভাজন আচার্য্য, আমি সেইরূপই বিশ্বাস করি।

১১। আচার্য্য। এই পবিত্র ব্রতের বিধি সকল চির জীবন তুমি বিশ্বস্ততার সহিত কি সাধন করিবে ? এবং আজীবন এই পথে বিশ্বস্ত থাকিয়া কি ইহা সপ্রমাণ করিবে যে, একবার যে প্রচারক, সে চিরকালই প্রচারক ?

১২। প্রার্থী। হাঁ, আমি করিব, ঈশ্বর এ বিষয়ে আমার সহায় হউন।

১৩। আচার্য্য। প্রভু পরমেশ্বরের মণ্ডলী এবং উপাসক-বৃন্দের সহিত তুমি কিরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবে ?

১৪। প্রার্থী। প্রভু কিম্বা শাসনকর্ত্তার সম্বন্ধে নহে, অনুগত এবং বিশ্বাসী ভৃত্য হইয়া সাধ্যানুসারে সকলের সেবা করিব, এই তাঁহাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ।

১৫। আচার্য্য। কিরূপে তুমি আপনার (এবং পরিবারের) ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিবে ?

১৬। প্রার্থী। আমি আমাকে (ও আমার পরিবারকে) মণ্ডলীর হস্তে উৎসর্গ এবং সমর্পণ করিতেছি ; এবং আমি

কি খাইব, কি পরিব, বলিয়া কল্যকার নিমিত্ত ভাবিব না; কিন্তু করুণাময় পিতার বিধাতৃত্বের উপর বিশ্বাসের সহিত আত্মসমর্পণ করিব।

১৭। আচার্য্য। তবে তুমি প্রকাশ্যরূপে এই পবিত্র প্রচারকশ্রেণীর ব্রত-গ্রহণ স্বীকার কর।

১৮। প্রার্থী। অদ্য অমুক শকে, অমুক মাসে, অমুক দিবসে, আমি অতি বিনীতভাবে গাম্ভীর্যসহকারে, প্রচারক-শ্রেণীর ব্রতবিধি গ্রহণ করিতেছি। যাবতীয় বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক নববিধান প্রচার. মানবজাতির সেবা এবং পৃথিবীতে ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য-স্থাপন জন্য আমি আমাকে এবং আমার সমস্ত জীবনকে উৎসর্গ করিতেছি। মনুষ্যের অনুরোধে কদাপি খণ্ডিত না করিয়া, আমি পবিত্র ধর্ম্মবিশ্বাস পূর্ণ মাত্রায় প্রচার করিব, সত্য, প্রেম, পবিত্রতা, উপাসনা এবং ঈশ্বরেতে সকলের মিলন প্রচার করিব, এবং আমার সমস্ত প্রচার মধ্যে আমি নববিধানকে গৌরবান্বিত করিব। আমি স্বর্ণ রৌপ্য অন্বেষণ করিব না, কল্যকার জন্য ভাবিব না। মনুষ্যাত্মা সকলকে ঈশ্বরের নিকট আনয়ন ভিন্ন অন্য কোন ব্যবসায়ে ব্রতী হইব না। আমার যাবতীয় বিষয়কার্য্য মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে থাকিবে এবং আমার সকল অভাব মণ্ডলীর দ্বারা পরিপূর্ণ হইবে। সাধ্যানুসারে এরূপ কার্য্য এবং পরিশ্রম করিব, যেন আমার জন্য মণ্ডলীকে অর্থ-সম্বন্ধে ক্ষতি-গ্রস্ত হইতে না হয়। দারিদ্র্য, বিনয় ও আত্মসমর্পণের সহিত

আমি বৈরাগীর ন্যায় জীবন যাপন করিব। ঈশ্বর আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করুন।

হে রাজরাজেশ্বর, তোমার নিকট হইতে অদ্য আমি ব্রতধারী প্রচারকের এই পবিত্র কার্য্যভার প্রাপ্ত হইলাম; আমাকে তুমি এমন বল, বিশ্বাস এবং পবিত্রতা দাও, যেন আমি তোমার আহ্বানের যোগ্যপাত্র হই, এবং পৃথিবীতে তোমার নামের মহিমাকে মহীয়ান্ করিতে পারি।

১৯। আচার্য্য। নববিধানের ঈশ্বর তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন এবং সাহায্য করুন।

২০। তদনন্তর অনুষ্ঠানোপলক্ষে উপস্থিত প্রচারক ভ্রাতৃমণ্ডলী অগ্রসর হইয়া নবাগত প্রচারককে আলিঙ্গন করিবেন এবং তাঁহাকে কমণ্ডলু এবং একতারা উপহার দিবেন।

২১। উপাসকমণ্ডলী একটি সঙ্গীত দ্বারা ব্রতানুষ্ঠান সমাধা করিবেন, এবং বলিবেন,

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

———